নগর সংস্করণ

সোমবার
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪
১৫ আশ্বিন ১৪৩১, ২৬ রবিউল আউয়াল ১৪৪৬
প্র বাণিজ্যসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com
বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩১৯

ভঙ্গুর পুলিশ, প্রতি ধাপে প্রয়োজন সংস্কার

বাংলাদেশ পুলিশ

নির্বাচন, আন্দোলন মোকাবিলাসহ সব ক্ষেত্রে বিগত সরকারের অতিরিক্ত পুলিশ নির্ভরতায় বাহিনীটির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে।

মাহমুদুল হাসান, *ঢাকা*

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের ১৫ বছরে পুলিশে নিয়োগ হয়েছে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার। এই সময়ে বরাদ্দ বেড়েছে ৪৩৩ শতাংশ। কিন্তু পুলিশকে পেশাদার বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার কার্যকর কোনো উদ্যোগ ছিল না; বরং পুলিশ বাহিনীকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগের অতিরিক্ত পুলিশ নির্ভরতায় বাহিনীটির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের দেড় মাসেও পুলিশ কার্যকর ভূমিকায় যেতে পারছে না। মহাপরিদর্শক (আইজি) থেকে শুরু করে সব শীর্ষ পদে পরিবর্তন এনেও পুলিশের ভঙ্গুর পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। এ অবস্থায় পুলিশি ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক সংস্কারের দাবি উঠেছে। এ জন্য বাহিনী পরিচালনায় পুলিশ কমিশনের পাশাপাশি সদস্যদের অপরাধ তদন্তে পুলিশ অভিযোগ কমিশন গঠনেরও দাবি উঠেছে।

পুলিশের বর্তমান ও সাবেক সদস্য, সংশ্লিষ্ট সংগঠন ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে বাহিনীর সংস্কারের বিষয়ে বেশ কিছু পরামর্শ ও ধারণা পাওয়া গেছে। তাঁরা মূলত দুই ধরনের পরামর্শ দিয়েছেন। প্রথমত, পুলিশ সদস্যদের বদলি, পদোন্নতি, নিয়োগ, কার্যক্রম পরিচালনা ও সঠিক কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার করতে হবে। দ্বিতীয়ত, পুলিশকে সেবামুখী করতে এবং মামলা ও এর তদন্ত, গ্রেপ্তার এবং অভিযানসহ সব ক্ষেত্রে জবাবদিহির আওতায় আনতে শক্ত কাঠামো তৈরি করতে হবে। এ জন্য পুলিশ-সংক্রান্ত কিছু আইন ও বিধান যুগোপযোগী করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, অতীতে পুলিশের পেশাদার হতে না পারার পেছনে জনবল-সংকট, বাজেটস্বল্পতা ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতাকেই প্রধান কারণ হিসেবে দেখানো হতো। তবে ১৫ বছরে (২০০৯-২০২৩) এই ধারণায় পরিবর্তন এসেছে। এই সময়ে পুলিশে ৮৩ হাজার ৭০টি পদ সংযোজন করা হয়। ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য উচ্চপর্যায়ের ১৭৮টি পদ সৃষ্টি করা হয়। ১ লাখ ২০ হাজার জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়। এই জনবলের বড় অংশই নেওয়া হয় দলীয় ও রাজনৈতিক বিবেচনায়। জননিরাপত্তা বিভাগের গত নভেম্বরের হিসাব অনুযায়ী, দেশে পুলিশের মোট সদস্যসংখ্যা প্রায় ২ লাখ ১৩ হাজার।

২০০৯-১০ অর্থবছরে পুলিশের বরাদ্দ ছিল ৩ হাজার ৩৩১ কোটি ২৯ লাখ টাকা। ২০২৩-২৪

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

বিশেষজ্ঞ পরামর্শ

- সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে বদলি-পদোন্নতির ব্যবস্থা করা।
- পুলিশ কমিশনের সঙ্গে পুলিশের অভিযোগ কমিশন গঠন করা।
- ভালো পদায়ন, খারাপ পদায়ন বলে কিছু না রাখা।
- বিশেষায়িত ইউনিটগুলোর জন্য পৃথক নিয়োগপ্রক্রিয়া চালু।

সাক্ষাৎকার

বাহারুল আলম

রাজনীতিকরণ থেকে পুলিশকে বের করতে হবে

বাহারুল আলম

পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) সাবেক প্রধান বাহারুল আলম বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পুলিশের প্রায় সবাই আত্মগোপনে চলে যান। এই ঘটনা নির্দেশ করে, পুলিশের কেউ কেউ অতীতে এমন খারাপ কর্মকাণ্ড করেছিলেন যে সমাজের সামনে দাঁড়াতেই সাহস পাচ্ছিলেন না।

*প্রথম আলো*কে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেছেন বাহারুল আলম। তিনি বলেন, রাজনীতিকরণ থেকে পুলিশকে বের করতে হবে। যে দলই ক্ষমতায় আসে, তারাই যে পুলিশকে ব্যবহার করে, এই ধারা বদলাতে হবে। রাজনীতিকরণের এই ধারা থেকে পুলিশকে বের করতে সংস্কার জরুরি। এর আগে সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার হতে হবে। সংস্কারের উদ্দেশ্য হবে ব্রিটিশ শাসকদের মতো পুলিশ দিয়ে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা নয়, বরং দেশের জনগণকে সেবা দেওয়া ও মানুষের মৌলিক মানবাধিকার রক্ষা করা।

পুলিশের সাবেক এই কর্মকর্তা বাংলাদেশে অপরাধ তদন্তের পদ্ধতিকে জটিল ও দীর্ঘপ্রক্রিয়া থেকে বের করে ইউরোপ-আমেরিকার মতো আধুনিকায়ন ও সংক্ষিপ্ত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, পুলিশের বদলি-পদোন্নতির জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা জরুরি।

বিস্তারিত সাক্ষাৎকার **পৃষ্ঠা : ৫**

ইসরায়েলের বোমার আঘাতে বাড়িগুলো এখন ধ্বংসস্তূপ। তা দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি অসহায় এই নারী। পাশেই পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করছেন এক ব্যক্তি। গতকাল লেবাননের রাজধানী বৈরুতের দক্ষিণ উপকণ্ঠে। ছবি : এএফপি

লেবাননে ইসরায়েলের বিমান হামলা চলছেই, স্থল অভিযানের প্রস্তুতি

রয়টার্স, *বৈরুত*

লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর প্রধান হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যার পরও দেশটিতে বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। গতকাল রোববার সংগঠনটির বেশ কয়েকটি লক্ষ্যবস্তুতে বিমান হামলা চালানো হয়েছে। লেবাননে স্থল অভিযান চালানোর প্রস্তুতি হিসেবে সীমান্তে সামরিক উপস্থিতিও বাড়াচ্ছে ইসরায়েল।

ইসরায়েলের পক্ষ থেকে গতকাল জানানো হয়েছে, এদিন লেবাননের রাজধানী বৈরুত, বেকা উপত্যকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়েছে। এসব হামলার লক্ষ্য ছিল হিজবুল্লাহর রকেট উৎক্ষেপণব্যবস্থা ও গোলাবারুদের সংরক্ষণাগার ধ্বংস করা। এতে নতুন করে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। শনিবারের হামলায় হিজবুল্লাহর শীর্ষ পর্যায়ের আরেক নেতা নাবিল কাওউকও নিহত হয়েছেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

হবিগঞ্জের সর্বত্র জাহিরের 'থাবা'

আওয়ামী গডফাদার ৬

একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে হবিগঞ্জে ভীতির সংস্কৃতি তৈরি করেছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য আবু জাহির।

হাফিজুর রহমান, *হবিগঞ্জ*

জমিসংক্রান্ত বিরোধ-মীমাংসার কথা বলে নিজেই দখল করে নিতেন সেই জমি। এ যেন 'বানরের রুটি ভাগাভাগি'র পুরোনো সেই গল্প। অন্যরা জমি বেচাকেনা করতে গেলেও তাঁকে কমিশন দিতে হতো। সরকারি প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণেও ছিল তাঁর হস্তক্ষেপ। বালুমহাল, জলাশয় ও উন্নয়ন প্রকল্পের ঠিকাদারি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গত ১৬ বছরে তাঁর সম্পদ বেড়েছে কয়েক গুণ।

শুধু কি জমিজমা! আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা বলছেন, বিরোধী দলের নেতা-কর্মীসহ নিজ দলের নেতা-কর্মীরাও তাঁর নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। পরিবারের সদস্য ও স্বজনদের আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পদে বসিয়েছেন, বানিয়েছেন স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি। নিজের অনুসারীদের নিয়ে গোটা জেলায় দখলদারি কায়েম করার এমন অভিযোগ হবিগঞ্জের সাবেক সংসদ সদস্য মো. আবু জাহিরের বিরুদ্ধে।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আবু জাহিরের ক্ষমতার দাপট শুরু হয় বলে অভিযোগ করেছেন দলের নেতা-কর্মীরা। সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আবু জাহির তখন জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হন। পদ পেয়েই তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়ার সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়ান। ২০০১ সালে নির্বাচনের আগে হবিগঞ্জ-৩ আসনে কিবরিয়ার পাশাপাশি আবু জাহিরও দলীয় মনোনয়ন চান। তবে দল কিবরিয়াকে মনোনয়ন দেয়।

২০০৫ সালে গ্রেনেড হামলায় নিহত হন শাহ এ এম এস কিবরিয়া। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন পেয়ে জয়ী হন আবু জাহির। এরপর ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনেও তিনি হবিগঞ্জ-৩ (হবিগঞ্জ সদর, লাখাই ও শায়েস্তাগঞ্জ) আসন থেকে সংসদ সদস্য হন।

জমি দখলের কৌশল

হবিগঞ্জ শহরের টাউন হল সড়ক (হাইস্কুলের পাশে) এলাকায় সাড়ে ৮ শতক জমির ওপর পাঁচতলা বাড়ি রয়েছে আবু জাহিরের। এলাকার মানুষের মধ্যে প্রচার আছে, আশির দশকে স্থানীয় এক হিন্দু পরিবারের পুকুর ভরাট ও জমি বিক্রি করে দেওয়ার বিনিময়ে ওই জমিটুকু পান আবু জাহির।

বাড়িটির পাশেই ৪ শতক জমির ওপর মধ্যপ্রাচ্যপ্রবাসী ফরিদ মিয়া, খোয়াজ মিয়া ও নিজাম উদ্দিন নামের তিন ভাইয়ের তিনতলা বাড়ি। ভাইদের মধ্যে বিরোধ লাগিয়ে আবু জাহির সম্প্রতি বাড়িটি নামমাত্র মূল্যে কিনে নিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। খোয়াজ মিয়া ও নিজাম উদ্দিন *প্রথম আলো*কে বলেন, তিন ভাইয়ের মধ্যে সবার বড় ফরিদ মিয়ার স্ত্রীকে দিয়ে তাঁদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করেন আবু জাহির। এরপর একদিন তাঁদের দুই ভাইকে ডেকে নিয়ে জাহির বলেন, বাড়ির ফরিদ মিয়ার অংশ তিনি কিনেছেন। একপর্যায়ে চাপের মুখে ৪ কোটি টাকার বাড়িটি ১ কোটি ২৬ লাখ টাকায় গত মার্চ মাসে দলিল করে দিতে বাধ্য হন তাঁরা। প্রতিশ্রুত ১ কোটি টাকা দিলেও বাকি ২৬ লাখ টাকা পরিশোধ করেননি আবু জাহির।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন

কমিটি বাতিলের পর বিতর্ক, সমালোচনা

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ সমন্বয়ের লক্ষ্যে গঠিত সমন্বয় কমিটি বাতিল করার পর সিদ্ধান্তটি নিয়ে বিতর্ক ও সমালোচনা হচ্ছে। অনেকেই বলছেন, এটা সরকারের দুর্বলতার প্রকাশ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত শনিবার এই কমিটি বাতিল ঘোষণা করে। এর আগে কমিটির দুজন সদস্যকে নিয়ে আপত্তি তোলে কিছু ধর্মভিত্তিক সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সমন্বয় কমিটির যে দুই সদস্যকে নিয়ে আপত্তি তোলা হয়েছে, তাঁরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সামিনা লুৎফা ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কামরুল হাসান মামুন।

অন্যদিকে কমিটিতে কমপক্ষে দুজন আলেমকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দাবি তুলেছে জামায়াতে ইসলামী, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশসহ ধর্মভিত্তিক কয়েকটি দল ও সংগঠন।

এরপর পুরো কমিটিই বাতিল ঘোষণা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ওই দিন বিকেলেই 'শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকবৃন্দ'-এর ব্যানারে শাহবাগে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সরকারের সিদ্ধান্তকে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

মিমের মৃত্যুতে মায়ের আহাজারি। তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা স্বজনদের। গতকাল কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার কুঠিপাড়া গ্রামে। ছবি : প্রথম আলো

মিম খাতুন

তানজিলা আক্তার

যুথী খাতুন

মারিয়া খাতুন

মক্তবে পড়ে ফেরার পথে প্রাণ হারাল চার শিশু

সড়ক দুর্ঘটনা

এ দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা প্রায় চার ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ জানান।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *কুষ্টিয়া*

প্রতিদিনের মতো মক্তবে পড়তে যায় পালন শেখের দুই মেয়ে তানজিলা আক্তার (১৪) ও মারিয়া খাতুন (১১)। তবে পড়া শেষে এদিন আর বাড়ি ফেরা হয়নি দুই বোনের। মাইক্রোবাসের চাপায় আরও দুই সহপাঠীর সঙ্গে প্রাণ গেছে তাদের। গতকাল রোববার সকাল সোয়া সাতটার দিকে কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের শিমুলিয়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত অপর দুই শিশু হলো ঘটনাস্থলের পার্শ্ববর্তী গ্রাম কুঠিপাড়ার হানিফ শেখের মেয়ে মিম খাতুন (১২) ও মো. হেলালের মেয়ে যুথী খাতুন (৯)। এ ঘটনায় আহত হন ফাতেমা খাতুন (৯) নামের আরেক শিশু। সে ওই এলাকার আনারুল ইসলামের মেয়ে। এ দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা প্রায় চার ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ জানান।

কুষ্টিয়া চৌড়হাস হাইওয়ে থানা-পুলিশ সূত্র জানা গেছে, ঢাকা থেকে প্রবাসী যাত্রী নিয়ে একটি মাইক্রোবাস চুয়াডাঙ্গা যাচ্ছিল। এ সময় খোকসা শিমুলিয়ার কুঠিপাড়া এলাকায় স্থানীয় একটি মক্তবে পড়া শেষে কয়েকটি শিশু সড়কের ডান পাশ দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল। সকাল সোয়া সাতটার দিকে মাইক্রোবাসটি হঠাৎ বাঁ দিক থেকে ডান দিকে চলে আসে। এ সময় মাইক্রোবাসের চাপায় ঘটনাস্থলেই

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

৬ সংস্কার কমিশনের প্রজ্ঞাপন হয়নি, কাজ শুরু আগামীকাল

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঘোষণার ১৮ দিন পেরিয়ে গেলেও এখনো ছয় সংস্কার কমিশন গঠনের বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়নি। আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে কমিশনের কাজ শুরুর করার কথা রয়েছে।

তবে আইন মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, আজ সোমবারের মধ্যে কমিশন গঠনে প্রজ্ঞাপন জারি হতে পারে। কমিশনগুলোর অফিস কোথায় হবে, তা মোটামুটি ঠিক করা হয়েছে।

১১ সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস নির্বাচনব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য ছয়টি কমিশন গঠন করার কথা জানান।

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বদিউল আলম মজুমদার, পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রধান সফর রাজ হোসেন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

আজকের আবহাওয়া
ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায়; রংপুর, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ৪৭ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৫টা ৫০ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : মোংলায় ৩৬.২° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : তেঁতুলিয়ায় ২২.৪° সেলসিয়াস

প্রধান উপদেষ্টা দেশে ফিরেছেন

বাসস, *ঢাকা*

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশন এবং অন্যান্য উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে যোগদানের জন্য তাঁর চার দিনের যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষ করে গতকাল রোববার ভোরে দেশে ফিরেছেন।

প্রধান উপদেষ্টা ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বহনকারী কাতার এয়ারওয়েজের একটি বাণিজ্যিক ফ্লাইট ভোর ৩টা ৩২ মিনিটে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায়। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এসব তথ্য জানান।

এর আগে শুক্রবার রাত সাড়ে নয়টায় (নিউইয়র্ক সময়) ফ্লাইটটি নিউইয়র্কের জেএফকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রওনা দেয়।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনসহ ১২টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সম্মেলনের ফাঁকে ৪০টি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেন।

সমবায় ব্যাংকের ১২,০০০ ভরি সোনার খোঁজ নেই : হাসান আরিফ

সংবাদদাতা, *কুমিল্লা*

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ বলেছেন, 'সমবায় ব্যাংকের বহু সম্পত্তি বেদখল হয়ে আছে। যাঁরা একসময় ব্যাংকে ছিলেন, তাঁরাই এসব সম্পত্তি দখল করে বসে আছেন। তাঁদের বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আর আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর কোথায় কী অবস্থা রয়েছে, সবগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি। সমবায় ব্যাংকের অবস্থা দেখতে গিয়ে জানলাম, ১২ হাজার ভরি সোনার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এরই মধ্যে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। যাঁরাই এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

গতকাল রোববার কুমিল্লার কোটবাড়ীতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির (বার্ড) ময়নামতি মিলনায়তনে আয়োজিত বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথাগুলো বলেন হাসান আরিফ। এর আগে তিনি দুই দিনব্যাপী বার্ডের ৫৭তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

নিজ মন্ত্রণালয়ের সমবায় বিভাগ নিয়ে উপদেষ্টা হাসান আরিফ বলেন, 'সমবায় দাঁড়াতে পারছে না। কারণ, সমবায়ীদের মধ্যে সমবায়ের মনমানসিকতার অভাব রয়েছে। সমবায়ের সঙ্গে যাঁরা আছেন, তাঁরা শুধু কমিটি আর দায়িত্বে আসা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। কিন্তু সমবায়ের কল্যাণে কোনো কাজ হচ্ছে না। সমবায়ীরা শুধু কমিটিতে ঢুকতে চান। কিন্তু সমবায়ের কী উন্নয়ন হলো, সেদিকে তাঁদের লক্ষ্য নেই। এ ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার দরকার রয়েছে।'

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশন শেষে ঢাকায় পৌঁছালে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন ও পররাষ্ট্রসচিব মো. জসীম উদ্দিন তাঁকে স্বাগত জানান। গতকাল হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। ছবি : পিআইডি

অসন্তোষ নিরসনে পাঁচ পরামর্শ আইএলওর

তৈরি পোশাকশিল্প

শ্রম অসন্তোষের জেরে গতকাল আশুলিয়ার ৬৫ কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তৈরি পোশাকশিল্পে চলমান শ্রম অসন্তোষ নিরসনে পাঁচ পদক্ষেপ নিতে পরামর্শ দিয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)। সেগুলো হলো মজুরিকাঠামো ও নীতি সংস্কার, শ্রম আইন সংস্কার ও আইনি সুরক্ষা শক্তিশালী করা, শক্তিশালী শিল্প সম্পর্ক ব্যবস্থা প্রণয়ন, সামাজিক সুরক্ষা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

আইএলওর ঢাকা কার্যালয় গতকাল রোববার এক বিবৃতিতে এসব পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। সংস্থাটি বলেছে, তৈরি পোশাক ও অন্য খাতের শ্রমিকদের বিভিন্ন অভিযোগ থেকে উদ্ভূত অসন্তোষের ঘটনা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে তারা। এ অসন্তোষের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগত সমস্যা উঠে এসেছে, যা যথাযথ মনোযোগ ও সমাধানের দাবি রাখে।

এদিকে ঢাকার অদূরে সাভারের আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলের অস্থিরতা গতকাল আবারও বেড়েছে। বেলা দেড়টার দিকে কাঠগড়া এলাকায় দুটি কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে ইটপাটকেল ছোড়াছুড়ির ঘটনা ঘটে। এতে তিন শ্রমিক আহত হয়েছেন। সব মিলিয়ে শ্রম অসন্তোষের জেরে গতকাল আশুলিয়ার ৬৫ কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হয়।

তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ থেকে জানানো হয়, সাভার-আশুলিয়ায় ২৭২টি পোশাক কারখানার মধ্যে ১৪টি শ্রম আইনের ১৩(১) ধারায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ আছে। এ ছাড়া খোলা রাখার পর কাজ বন্ধ বা ছুটি দিতে বাধ্য হয় ৫১টি কারখানা কর্তৃপক্ষ। গত মাসের বেতন এখনো দেয়নি চারটি কারখানা।

জানা যায়, আশুলিয়ায় গতকাল সকাল থেকে অধিকাংশ শিল্পকারখানার শ্রমিকেরা কাজ শুরু করেন। তবে বন্ধ থাকা লুসাকা গ্রুপের শ্রমিকেরা কারখানার ফটকের সামনে উপস্থিত হয়ে কারখানা খুলে দেওয়া ও তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান। একপর্যায়ে সেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত হলে শ্রমিকেরা সেখান থেকে সরে যান। এ ছাড়া সকালে মণ্ডল নিটওয়্যারের শ্রমিকেরা বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়া ও তাঁদের দুজন সহকর্মীকে মারধর করা হয়েছে দাবি করে কারখানা-সংলগ্ন সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেন।

পরে লুসাকা ও মণ্ডলের শ্রমিকেরা আশপাশের কারখানার সামনে গেলে নিরাপত্তার স্বার্থে সেগুলো ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। বেলা দেড়টার দিকে কাঠগড়া এলাকায় এআরজিনস প্রোডিউসার ও ক্রসওয়্যারের শ্রমিকদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ইটপাটকেল ছোড়াছুড়ির ঘটনা ঘটেছে। এতে তিনজন শ্রমিক আহত হোন। ক্রসওয়্যারে মোমিনুল ইসলাম (৩০) নামের এক শ্রমিককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আইএলওর পরামর্শ

শ্রম অসন্তোষ নিরসনে কারখানার মালিক, শ্রমিক ও সরকারি প্রতিনিধিদের মধ্যে গঠনমূলক আলোচনার ওপর জোর দেয় আইএলও। সংস্থাটি বলেছে, সামাজিক সংলাপ বিভিন্ন অংশীজনকে নিয়ে সমাধান ও বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহযোগিতা করে, এটি সুশাসনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এটি শুধু টেকসই ব্যবসা অনুশীলন ও উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা নয়; বরং সামাজিক ন্যায়বিচার ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে অবদান রাখে।

আইএলও মজুরিকাঠামো ও নীতি সংস্কারের বিষয়ে বলেছে, ন্যায্য মজুরি নির্ধারণের জন্য একটি প্রমাণভিত্তিক ও লিঙ্গ-প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয় মজুরিনীতি প্রণয়ন করা দরকার। ন্যূনতম মজুরির ব্যবস্থার সংস্কার এবং শ্রমিক ও মালিকদের পরামর্শ অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে মজুরি-সম্পর্কিত অভিযোগ সমাধানের পাশাপাশি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মজুরি নির্ধারণে সাহায্য করবে। এ ছাড়া শ্রম আইন ও আইনি সুরক্ষা শক্তিশালী করার বিষয়ে সংস্থাটি বলেছে, আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বাংলাদেশের শ্রম আইন সংশোধন করতে হবে। একই সঙ্গে আইনটি আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলসহ (ইপিজেড) সব শ্রমিকের জন্য বাধ্যতামূলক করা।

[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন **নিজস্ব প্রতিবেদক**, *সাভার* ও **প্রতিনিধি**, *গাজীপুর*]

পাচারের অর্থ ফেরাতে টাস্কফোর্স পুনর্গঠন, প্রধান গভর্নর

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদ দেশে ফেরত আনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তসংস্থা টাস্কফোর্স পুনর্গঠন করেছে সরকার। গতকাল রোববার অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। এবার টাস্কফোর্সকে নতুন করে সাজানো হয়েছে এবং প্রথমবারের মতো এ টাস্কফোর্সের সভাপতি করা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে।

পুনর্গঠিত টাস্কফোর্সের সদস্য কমিয়ে সভাপতিসহ ৯ জন করা হয়েছে। এত দিন টাস্কফোর্সের জন্য আহ্বায়ক কমিটি ছিল, যার আহ্বায়ক ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল। আর কমিটি ছিল ১৪ সদস্যের।

পুনর্গঠিত টাস্কফোর্সে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; আইন ও বিচার বিভাগ; দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক); পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি); অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়; জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) থেকে একজন করে উপযুক্ত প্রতিনিধি থাকবেন। উপযুক্ত প্রতিনিধি বলতে কী বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ কোনো সদস্য কোন পর্যায়ের কর্মকর্তার নিচে হবেন না, প্রজ্ঞাপনে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি।

নতুন টাস্কফোর্স থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) কমিশনার, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের যুগ্ম সচিব, এনবিআরের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেলের মহাপরিচালক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালককে (বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ)।

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী যুক্তরাজ্যে, এস আলম গ্রুপের কর্ণধার মোহাম্মদ সাইফুল আলম সিঙ্গাপুরে, আওয়ামী লীগ নেতা মো. আবদুস সোবহান ওরফে গোলাপ যুক্তরাষ্ট্রে, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বেলজিয়ামে এবং আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম কানাডায় অর্থ পাচার করেছেন বলে দুদক তদন্ত করছে। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের অনেক নেতা ও কিছু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে।

কার্যপরিধি বেড়েছে

নতুন প্রজ্ঞাপনে বাড়ানো হয়েছে টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি। এত দিন কার্যপরিধিতে তিনটি বিষয় থাকলেও এবার করা হয়েছে ছয়টি। এগুলো হলো বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ বা সম্পদ চিহ্নিত করা; পাচার করা সম্পদ উদ্ধারে হওয়া মামলাগুলোর কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করা ও তা দূর করার উদ্যোগ নেওয়া; বিদেশে পাচার করা অর্থ ফেরত আনার উদ্যোগ নেওয়া; জব্দ বা উদ্ধার সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য উদ্যোগ নেওয়া; এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশ, বিদেশি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ও তথ্য আহরণ করা এবং পাচার করা সম্পদ উদ্ধারে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সাধন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর জাকির হোসেন চৌধুরী টাস্কফোর্সের কাজ সমন্বয় করবেন। আর টাস্কফোর্সকে সাচিবিক সহায়তা দেবে বিএফআইইউ। অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ ৫ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ে সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে টাস্কফোর্স পুনর্গঠন করা হবে।

৬ সংস্কার কমিশনের প্রজ্ঞাপন হয়নি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মমিনুর রহমান, দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশনের প্রধান ইফতেখারুজ্জামান, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী। আর সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে প্রথমে বিশিষ্ট আইনজীবী শাহদীন মালিকের নাম ঘোষণা করা হলেও পরে তা পরিবর্তন করে অধ্যাপক আলী রীয়াজকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সরকারের চাওয়া হলো, কাজ শেষে কমিশনগুলো আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেবে। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলী রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংস্কারের ধারণা নিয়ে আলোচনা শুরু করবে। এরপর পরামর্শমূলক মতবিনিময় করা হবে, যেখানে সমাজের সব পর্যায়ের মানুষের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

কমিশনের অফিস

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের অফিস নির্ধারণ করা হয়েছে জাতীয় সংসদের এমপি হোস্টেলের ১ নম্বর ব্লকে। আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মো. গোলাম রব্বানী গতকাল রোববার সন্ধ্যায় *প্রথম আলোকে* জানান, ১ অক্টোবর সংস্কার কমিশনের কাজ শুরু হবে। আইন মন্ত্রণালয় বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে। গতকাল বিকেলে তিনি জাতীয় সংসদের এমপি হোস্টেল এলাকা পরিদর্শন করেন।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, সংস্কার কমিশনের অন্য অফিসগুলো ঠিক করছে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়। যেমন জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের অফিস হতে পারে রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশনে।

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বদিউল আলম মজুমদার। তিনি এখন কমিশন গঠনের প্রজ্ঞাপনের অপেক্ষায় রয়েছেন। গতকাল রাতে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা অপেক্ষা করছি। আশা করছি, শিগগির প্রজ্ঞাপন জারি হবে এবং কাজ শুরু করতে পারব। অনেক কাজ, তাই প্রজ্ঞাপন তাড়াতাড়ি হলেই ভালো।'

প্রাণ হারাল চার শিশু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এক শিশু নিহত হয়। আশপাশের লোকজন গাড়ির নিচ থেকে অন্যদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠান। তাদের একজন খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আর দুজন কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে মারা যায়।

কুঠিপাড়া মসজিদের ইমাম ও মক্তবের শিক্ষক আবদুল হক বলেন, সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে মক্তবের ১৩ ছাত্রছাত্রীকে ছুটি দিয়ে তিনি মসজিদে ছিলেন।

চৌড়হাস হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আকুল চন্দ্র বিশ্বাস *প্রথম আলোকে* বলেন, শিশুরা সড়কের ডান পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। এ সময় ঢাকা থেকে আসা কুষ্টিয়াগামী দ্রুতগামী মাইক্রোবাসটির চালক ডান পাশে গিয়ে শিশুদের চাপা দেয়।

মাইক্রোবাসের নিচ থেকে চাপা পড়া শিশুদের উদ্ধারের সময় গাড়িটি পাশের খাদে পড়ে যায়। তবে এর আগে গাড়ির চালক পালিয়ে যান। গাড়ির অন্য আরোহীদের কোনো ক্ষতি হয়নি।

শিশুদের এমন মৃত্যুর খবরে বিক্ষুব্ধ লোকজন বাঁশ দিয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। প্রায় চার ঘণ্টা পর পুলিশ বুঝিয়ে তাঁদের সড়ক থেকে সরিয়ে দিলে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

খোকসা থানার ওসি আননুর যায়েদ *প্রথম আলোকে* বলেন, দুর্ঘটনার পর চার ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখা হয়েছিল। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

সন্ধ্যায় পাশাপাশি কবরে চার শিশুকে দাফন করা হয়।

দুই জেলায় তিনজন নিহত

দিনাজপুরের বিরামপুরে বিজুল বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে গত শনিবার রাত পৌনে ১২টার দিকে ট্রাকচাপায় নুর আলম (৪০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হন। নুর আলম বিজুল সরকার পাড়া এলাকার বাসিন্দা। বিরামপুর পৌর শহরের কলেজবাজার এলাকায় তাঁর স্টেশনারি দোকান ছিল।

স্থানীয় ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, নিজের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে বাইসাইকেলে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক সড়ক হয়ে বাড়ি ফিরছিলেন নুর আলম। বিজুল বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে পৌঁছালে সবজিবোঝাই ট্রাক বাইসাইকেল আরোহী নুর আলমকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি ওই ট্রাকের নিচে চাপা পড়েন। এ সময় ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে উল্টে যায়।

এ ছাড়া দিনাজপুরের পার্বতীপুরের ভবেরবাজারে গতকাল সকালে সামনের চাকা ফেটে একটি তেলের লরি ধাক্কা দিলে মহির উদ্দিন (৭০) নামের এক সবজি বিক্রেতা নিহত হন। তিনি পার্বতীপুর উপজেলার মনমথপুর (হাজিপাড়ার) চরকডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা।

মহির উদ্দিন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। গ্রামের হাটে সবজি বিক্রি করতেন তিনি। এ ঘটনায় লরিটি আটক করেছেন স্থানীয় লোকজন। তবে চালক ও তাঁর সহকারী পালিয়ে যান।

এদিকে নরসিংদীর রায়পুরায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের মরজাল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গতকাল বেলা তিনটার দিকে বাসচাপায় মুনতাহা নামের পাঁচ বছর বয়সী এক শিশু নিহত হয়েছে। দুর্ঘটনার সময় শিশুটি নানির হাত ধরে মহাসড়ক পার হচ্ছিল। মুনতাহা রায়পুরার পিরিচকান্দি গ্রামের প্রবাসী মো. মামুন মিয়ার মেয়ে।

কমিটি বাতিলের পর বিতর্ক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নতজানু নীতির বহিঃপ্রকাশ বলে বক্তারা মন্তব্য করেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও সমালোচনা চলছে।

বিষয়টি নিয়ে গতকাল রোববার শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ *প্রথম আলোকে* বলেন, পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ সমন্বয়ের জন্য অনানুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা হয়েছিল। সেটাই ভুলবশত প্রজ্ঞাপন আকারে চলে যায়। এ নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল, এ জন্যই কমিটি বাতিল করা হয়েছে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ৮ আগস্ট দায়িত্ব নেয় অন্তর্বর্তী সরকার। তারা আওয়ামী লীগ সরকারের করা নতুন শিক্ষাক্রম অব্যাহত না রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত হয়েছে ২০১২ সালের পুরোনো শিক্ষাক্রম অনুযায়ী আগামী বছর পাঠ্যবই দেওয়া হবে। ২০২৬ সাল থেকে নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে বই দেওয়ার পরিকল্পনাও আছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) সূত্রমতে, আগামী বছর চতুর্থ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত নতুন শিক্ষাক্রমের পরিবর্তে ২০১২ সালে প্রণীত শিক্ষাক্রমের আলোকে তৈরি পাঠ্যবই পাবে শিক্ষার্থীরা। তবে বইয়ের বিষয়বস্তুতে কিছু পরিবর্তন হবে। বিশেষ করে ইতিহাসভিত্তিক বিষয়ে বেশি পরিবর্তন হচ্ছে। দু-একটি নতুন গল্পও যুক্ত হতে পারে।

এনসিটিবি সূত্র বলছে, পুরোনো শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যবই আছে। সেই বই পরিমার্জন করে ছাপার উপযোগী করা হচ্ছে। কাজটি করছেন ৫০ জনের বেশি বিশেষজ্ঞ। তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক এবং শিক্ষা নিয়ে কাজ করা একাধিক ব্যক্তি যুক্ত হয়েছেন।

সমন্বয় কমিটিতে কারা ছিলেন

১৫ সেপ্টেম্বর এনসিটিবি প্রণীত ও মুদ্রিত সব পাঠ্যপুস্তক সংশোধন এবং পরিমার্জন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১০ সদস্যের একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব খ ম কবিরুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে গঠিত ওই কমিটিতে সদস্য হিসেবে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কামরুল হাসান, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সামিনা লুৎফা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাসুদ আখতার খান, এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে এম রিয়াজুল হাসান, সদস্য (শিক্ষাক্রম) অধ্যাপক রবিউল কবীর চৌধুরী, সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম) অধ্যাপক এ এফ এম সারোয়ার জাহান, গবেষক রাখাল রাহা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. ইয়ানুর রহমান (সদস্যসচিব)।

এর মধ্যে অধ্যাপক সামিনা লুৎফা ও অধ্যাপক কামরুল হাসানকে নিয়ে আপত্তি তোলে ধর্মভিত্তিক কয়েকটি সংগঠন। তাঁদের 'ইসলামবিদ্বেষী' বলে দাবি করে তারা।

বিষয়টি নিয়ে অধ্যাপক কামরুল হাসানের মতামত জানতে চাইলে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এটি খুবই বিব্রতকর বিষয়। এ ব্যাপারে আমি কথা বলতে চাই না।'

অধ্যাপক সামিনা লুৎফা ও অধ্যাপক কামরুল হাসান আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় সক্রিয় ছিলেন। তাঁদের 'ইসলামবিদ্বেষী' দাবি করে বক্তব্য দেওয়ার প্রতিবাদ জানাচ্ছেন অনেকে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এ ঘটনায় দুই শিক্ষকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়েছে। তাঁদের নিরাপদে চলাচলের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা গতকাল একটি প্রতিবাদ স্মারকে বলেছেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাঁরা সবার দাবিদাওয়ার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা পোষণ করেন। কিন্তু তাঁরা অধ্যাপক সামিনা লুৎফাকে অন্যায়ভাবে 'ইসলামবিদ্বেষী' বলার বিরোধিতা করছেন। শিক্ষার্থীরা আরও বলেছেন, অধ্যাপক সামিনা লুৎফা সব ধর্ম ও মতের প্রতি সহনশীল এবং যথাযথ শ্রদ্ধাবোধ লালন করে থাকেন।

যা বললেন শিক্ষা উপদেষ্টা

শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ *প্রথম আলোকে*, সময় কম, তাই পুরোনো শিক্ষাক্রমের পাঠ্যপুস্তকে ভাষাগত ও সংবেদনশীল বিষয় থাকলে তা দ্রুত সংশোধনের লক্ষ্যে প্রতিটি বিষয়ের জন্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষকেরা কাজ করেছেন। যার মধ্যে মাদ্রাসার শিক্ষক যেমন আছেন, তেমনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও রয়েছেন। এই কাজের সমন্বয়ের জন্য অনানুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা হয়েছিল। সেটাই ভুলবশত প্রজ্ঞাপন আকারে চলে যায়। বাস্তবে এ ধরনের কমিটির কার্যকারিতা নেই।

অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। সেখানে এটি মনে করা হচ্ছে যে এ কমিটিই বোধ হয় শিক্ষাক্রম সংস্কার কমিটি, তাদের হাতেই বোধ হয় দায়িত্ব। আসলে এটি শিক্ষাক্রম সংস্কার কমিটি নয়। তিনি বলেন, দাবিদাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সমন্বয় কমিটি বাতিল করা হয়নি; বরং বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল, এ জন্য বাতিল করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে সমন্বয় কমিটির আটটি কাজের কথা বলা হয়েছিল। যার মধ্যে ছিল পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়েছে কি না, তা যাচাই, প্রণীত পাণ্ডুলিপিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন, বিষয়বস্তু, লেখার উদ্দেশ্য, লেখার মান, রচনার পরিমাণ, ভাষা ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে পাণ্ডুলিপিকে প্রকাশযোগ্য ও মানসম্মত করা। রাষ্ট্রীয় দর্শন, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় মতাদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধ যথাযথ আছে কি না, তা যাচাই করা, পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এবং ছবি, তথ্য ইত্যাদি সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে স্পর্শকাতর বলে প্রতীয়মান হলে সেগুলো চিহ্নিত করে তার বিপরীতে মতামত দেওয়াসহ আরও কয়েকটি বিষয় দেখার কথা ছিল এই কমিটির।

'এটি খুবই খারাপ দৃষ্টান্ত হবে'

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০১৭ সালে কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠনের প্রস্তাব অনুযায়ী তখনকার পাঠ্যপুস্তকে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছিল সরকার। বিতর্কের মুখে চলতি বছরের সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যবই থেকে 'শরীফার গল্প' শীর্ষক বহুল আলোচিত গল্পটি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিগত আওয়ামী লীগ সরকার। এর পরিবর্তে নতুন আরেকটি গল্প সংযোজন করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ *প্রথম আলোকে* বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এই সরকার এসেছে। তাদের প্রতি জনগণের আস্থা ও প্রত্যাশা ব্যাপক। পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনে সমন্বয় কমিটি বাতিলের মাধ্যমে সরকার সেই আস্থা ও প্রত্যাশার ওপর নিজেই আঘাত করল। তিনি বলেন, এই কমিটি নিশ্চয়ই সরকার বুঝেশুনে করেছিল। সেখানে বাইরের নানা কথাবার্তা বা মিথ্যাচার ও হিংসামিশ্রিত প্রচারণার পর কমিটি বাতিলের মাধ্যমে সরকারের দুর্বলতাই প্রকাশ পেল। গণতান্ত্রিক রূপান্তর ও শিক্ষাসংস্কারের পথে এটি খুবই খারাপ দৃষ্টান্ত হবে।

ভঙ্গুর পুলিশ, প্রতি ধাপে প্রয়োজন সংস্কার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অর্থবছরে এই বরাদ্দ ৪৩৩ দশমিক ২৮ শতাংশ বেড়ে হয় ১৭ হাজার ৭৬৫ কোটি টাকার বেশি। এই সময়ে উল্লেখযোগ্য অবকাঠামো নির্মাণ হলেও এর বড় অংশই ছিল অপরিকল্পিত। এ ক্ষেত্রে দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগও রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, পুলিশের জনবল, সুযোগ-সুবিধা ও কাঠামোগত এসব উন্নয়ন বাহিনীকে জনমুখী করে তুলতে পারেনি। কারণ, জনগণের কল্যাণের চেয়ে পুলিশকে খুশি করার চেষ্টাই ছিল বেশি। পরপর তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনতে বাহিনীর বড় অংশ দলীয় কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। নির্বাচনে জিততে দলীয় নেতা-কর্মীদের পরিবর্তে পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের প্রতি বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল বিগত সরকার।

এ অবস্থা থেকে বের করে পুলিশকে সচল করতে জবাবদিহির স্থায়ী কাঠামো তৈরির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান। তাঁর পরামর্শ, ইংল্যান্ডসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠনের পাশাপাশি পুলিশ অভিযোগ কমিশন গঠন করতে হবে। নিয়োগ-বদলি, পদোন্নতিসহ পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে স্বাধীনভাবে কাজ করবে পুলিশ কমিশন। অভিযোগ কমিশন তাদের এসব কাজের ক্ষেত্রে জবাবদিহি নিশ্চিত করবে।

পুলিশের বিভিন্ন বিষয়ের সংস্কার ও তথ্যানুসন্ধানে বাহিনীটির সদর দপ্তর ইতিমধ্যে আটটি কমিটি গঠন করেছে। কমিটিগুলো প্রতিবেদন প্রস্তুত করে পুলিশের মহাপরিদর্শককে (আইজিপি) দেবে বলে জানিয়েছেন সদর দপ্তরের মুখপাত্র ইনামুল হক।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পুলিশ সংস্কার কমিশন গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন। এই কমিশনের প্রধান সাবেক স্বরাষ্ট্রসচিব সফর রাজ হোসেন। *প্রথম আলোকে* তিনি বলেন, 'পুলিশের দুজন প্রতিনিধিসহ কমিশনের আকার ১০-১২ সদস্যের হতে পারে। গণমাধ্যম, বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ ও পুলিশ সদস্যদের বক্তব্য আমরা শুনব। মানুষ যেমন পুলিশ বাহিনী দেখতে চায়, আমরা সে ধরনের বাহিনী গঠনের পরামর্শ দেব।'

পদায়নের ধারণায় পরিবর্তন জরুরি

পুলিশ সদস্যদের সাধারণত ১৬ থেকে ২০ ধরনের ইউনিট, প্রতিষ্ঠান কিংবা কর্মক্ষেত্রে পদায়ন হয়ে থাকে। পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ে কথা বলে জানা গেছে, এর মধ্যে ৩-৪ ধরনের পদায়নকে 'ভালো পদায়ন' হিসেবে বিবেচনার প্রচলন আছে। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) অপরাধ বিভাগ ও গোয়েন্দা (ডিবি) বিভাগসহ কিছু পদ, জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার ও রেঞ্জের ডিআইজিকে পুলিশে সবচেয়ে ভালো পদায়ন মনে করা হয়। এর বাইরে পুলিশ সদর দপ্তর, পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি) ও পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগসহ (সিআইডি) ইউনিটগুলোর কিছুসংখ্যক পদকে ভালো পদায়ন হিসেবে বিবেচনার প্রচলন আছে। বিগত ১৫ বছরে ঘুরেফিরে নির্দিষ্ট কিছু কর্মকর্তাই এই 'ভালো পদায়ন' পেয়েছেন।

পুলিশের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, মূলত যেখানে ক্ষমতা বেশি, অপরাধ বেশি, ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান বেশি, সেসব এলাকায় পদায়নের আলাদা চাহিদা রয়েছে। এর মূল কারণ, এসব জায়গায় অবৈধ আয়ের সুযোগ বেশি। কেবল ক্যাডার কর্মকর্তারা নন, কনস্টেবল থেকে পরিদর্শক পর্যন্ত পুলিশের প্রতিটি পর্যায়ের বেশির ভাগ সদস্য এসব এলাকায় পদায়ন পেতে চান।

পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে পদায়নের জন্য কোনো 'ফিটলিস্ট' (যোগ্য তালিকা) নেই। ফলে যেকোনো সময় যাঁকে খুশি যেকোনো জায়গায় পদায়নের সুযোগ রয়েছে। মূলত এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পদায়ন ঘিরেই শুরু হয় পুলিশের রাজনীতি। আর এই রাজনীতিই পুলিশের পেশাদার বাহিনী হওয়ার ক্ষেত্রে মূল প্রতিবন্ধকতা। তুলনামূলক ভালো পদে যেতে বাহিনীর প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের কাছে ধরনা দিতে হয় অন্য কর্মকর্তাদের। কোথাও কোথাও আবার স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের চাওয়া অনুযায়ী পদায়ন হয়। কর্মকর্তাদের কেউ কেউ আবার সিন্ডিকেট তৈরি করে বদলি-পদোন্নতির পুরো প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করেন। এ জন্য তাঁরা রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলেন। কখনো আবার পদায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে অবৈধ অর্থ লেনদেন। এ কারণে পদায়নে কখনোই শৃঙ্খলা আসে না।

পদায়নে শৃঙ্খলা আনতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নেরও দাবি উঠেছে পুলিশের অভ্যন্তরে। এ বিষয়ে পুলিশের পরিদর্শক থেকে ডিআইজি পদমর্যাদার ১৩ কর্মকর্তার সঙ্গে কথা হয় *প্রথম আলোর*। তাঁদের পরামর্শ হলো, প্রশাসন ক্যাডারে যেভাবে জেলা প্রশাসক হিসেবে পদোন্নতির জন্য 'ফিটলিস্ট' করা হয়, সেভাবে পুলিশ সুপার (এসপি) হিসেবে পদায়নের জন্যও ফিটলিস্ট করতে হবে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হিসেবে পদায়নের জন্যও ফিটলিস্ট থাকতে হবে। এসব পদে যেতে বিশেষায়িত ও সুনির্দিষ্ট জায়গায় কাজের অভিজ্ঞতা যুক্ত করে দিতে হবে।

ওই কর্মকর্তারা আরও বলেন, এসপি ও ওসি পদে কত দিন থাকতে পারবেন, তা সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে। বিশেষায়িত ইউনিটগুলো ছাড়া অন্য সব ইউনিটে সব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাজের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে ভালো-খারাপ পদায়ন বলে কিছু থাকবে না। তাহলে সবার সব জায়গায় কাজ করার মানসিকতা তৈরি হবে।

পদোন্নতিতে প্রয়োজন শৃঙ্খলা

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, ঊর্ধ্বতনদের সুনজর, রাজনৈতিক বিবেচনা অথবা আর্থিক লেনদেন ছাড়া ওপরের পদগুলোতে পদোন্নতি হয় না বললেই চলে। এ কারণে পেশাদার হওয়ার পরিবর্তে দলের স্বার্থে বা রাজনৈতিক নেতাদের নজরে থাকা যায় এমন কাজে বেশি আগ্রহী হন পুলিশের সদস্যরা। ফলে পুলিশ বাহিনী গণমানুষের বাহিনী হয়ে উঠতে পারে না।

এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শ হলো, পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্যতার কিছু মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিতে হবে। বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনকে (এসিআর) সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। 'চেইন অব কমান্ড' নিশ্চিতে এসিআর প্রদানের ক্ষমতা এককেন্দ্রিক না রেখে পরিদর্শক, সহকারী পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ সুপারসহ ওপরের সব পর্যায়ে বিন্যস্ত করতে হবে।

ঢেলে সাজাতে হবে থানা, বাড়াতে হবে প্রশিক্ষণ

সাধারণ সেবা পেতেও থানায় পুলিশের হয়রানির অভিযোগ দীর্ঘদিনের। মামলা, সাধারণ ডায়েরি (জিডি), তদন্ত, টহল, অভিযানসহ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতাপূর্ণ কিংবা হয়রানিমূলক আচরণের অভিযোগ পাওয়া যায়। এসব কাজে অর্থ লেনদেন অধিকাংশ থানায় একধরনের অলিখিত নিয়মে পরিণত হয়েছে। ফলে থানাগুলো জনগণের সেবা পাওয়ার ভরসাস্থল হয়ে উঠতে পারেনি। এ কারণে সারা দেশে পুলিশের ৬৩৯টি থানা (মেট্রোপলিটনের ১১০টি ও জেলার ৫২৯টি) ঢেলে সাজানোর পরামর্শ দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

থানা সংস্কারের ক্ষেত্রে পুলিশের সাবেক ও বর্তমান এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে বেশ কিছু পরামর্শ পাওয়া গেছে। সেগুলো হলো প্রতিটি থানার পুলিশ সদস্যদের সার্বক্ষণিক কার্যক্রম তদারকির জন্য স্বাভাবিক নজরদারির বাইরেও জেলাগুলোতে ঊর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তার নেতৃত্বে একটি স্বতন্ত্র দল থাকবে। তাঁরা প্রতিদিনের অসংগতিগুলো তুলে এনে সরাসরি এসপি এবং রেঞ্জ ডিআইজিকে প্রতিবেদন দেবেন। এ ছাড়া প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক সেবাপ্রত্যাশীর সঙ্গে যোগাযোগ করে কোনো অবৈধ লেনদেন হয়েছে কি না বা কেউ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন কি না জানতে চাইবেন। সে অনুযায়ী অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

এ ছাড়া কনস্টেবল নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছেন পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলছেন, মামলার তদন্তে থাকা এসআইদের অর্ধেক সরাসরি নিয়োগ পান। বাকিরা কনস্টেবল থেকে পদোন্নতি পান। কিন্তু কনস্টেবলদের যখন নিয়োগ হয়, তখন তাঁদের মামলা তদন্তের উপযোগী করে প্রস্তুত করা হয় না। তাঁরা যখন পদোন্নতি পেয়ে এসআই হন, তখন মামলা তদন্তের দায়িত্ব পান। ফলে মানসিকভাবে প্রস্তুত না হওয়ায় তাঁদের অনেকেই তদন্তে প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে পারেন না। এ জন্য নিয়োগের সময় এবং পদোন্নতির আগেই তাঁদের তদন্তের জন্য প্রস্তুত করা জরুরি।

পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক নাইম আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, পুলিশের মনোবল ফিরিয়ে থানাগুলোকে সচল করাই এখন প্রধান কাজ। এরপর বদলি ও পদোন্নতির সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা করা প্রয়োজন। এই নীতিমালার ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী চিন্তা করে সব পর্যায়ের প্রশিক্ষণও সময়োপযোগী করতে হবে।

বিশেষায়িত জনবল নিয়োগ

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের ধরন ও দমনের কৌশলেও বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। বিশেষ করে সাইবার অপরাধ ও উগ্রবাদী কার্যক্রম মোকাবিলায় পুলিশকে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পুলিশে সাইবার ক্রাইম ইউনিট, সোয়াট, অ্যান্টিটেররিজম ইউনিট (এটিইউ) ও কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইমের (সিটিটিসি) মতো বিশেষায়িত ইউনিট গঠিত হলেও বিশেষায়িত জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়নি। তবে অনেককে এসব ইউনিটে পদায়ন দিয়ে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা কিছুদিন পর আবার বদলি হয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। ফলে প্রশিক্ষণ কাজে লাগছে না।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শ হলো, বিশেষায়িত ইউনিটগুলোতে প্রাথমিকভাবে কনস্টেবল ও এসআই পদে বিশেষায়িত জনবল নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। পরে এই জনবলকে প্রশিক্ষিত করে নিয়মিত পদোন্নতির মাধ্যমে পুরো ইউনিট বিশেষায়িত জনবল দিয়ে পরিচালিত হতে পারে। তদন্তনির্ভর ইউনিটগুলোতে পদায়নের জন্যও কিছু মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া ট্যুরিস্ট পুলিশ, রেল পুলিশ, শিল্প পুলিশ, নৌ পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসহ সব ইউনিটে বিশেষায়িত জনবল নিয়োগ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন কেউ কেউ।

জবাবদিহির কাঠামো গড়ে তুলতে হবে

পুলিশ সদস্যদের অধিকাংশ অপরাধের নেপথ্যেই রয়েছে ঘুষ ও অবৈধ লেনদেন। এর বাইরে সাধারণত আচরণগত, ব্যক্তিগত ও দায়িত্বে অবহেলার ঘটনায় পুলিশ সদস্যরা অভিযুক্ত হন। তবে আলোচিত না হলে খুব কম ঘটনার ক্ষেত্রে অভিযুক্ত সদস্যদের বিরুদ্ধে তদন্ত হয়। আবার যেসব তদন্ত হয়, সেগুলোও পুলিশই করে থাকে। ফলে নানা কৌশলে বড় অপরাধ করেও লঘু শাস্তি কিংবা অভিযোগ থেকে পার পেয়ে যান অপকর্মে জড়ানো পুলিশ সদস্যরা।

এ অবস্থায় পুলিশের জবাবদিহির জন্য শক্ত কাঠামো গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁরা বলছেন, কার্যকর পুলিশ অভিযোগ কমিশনের মাধ্যমে পুরো বাহিনীকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। সব অপরাধ, অসংগতি ও অপকর্মের তদন্ত এই কমিটি তদন্ত করবে। তা ছাড়া সদস্যদের দৃশ্যমান অপরাধগুলোর পাশাপাশি প্রতিটি মামলা ও তদন্তের জন্য তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে। এর সঙ্গে প্রত্যেক পুলিশ সদস্য ও পরিবারের সদস্যদের সম্পদের হিসাব বিবরণী জমা দিতে হবে। তাঁদের মোট সম্পদ ও আয়ের উৎস নিয়ে অসংগতি থাকলে ব্যবস্থা নিতে হবে।

পুলিশ সংস্কার নিয়ে বহু বছর ধরে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তা পরের সরকার আর বাস্তবায়ন করেনি। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, অতীতের সরকারগুলো পুলিশ বাহিনীকে তাঁদের লেজুড়বৃত্তির জন্য উৎসাহিত কিংবা বাধ্য করেছে। এ জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের সময়েই জরুরি ভিত্তিতে এই পরিবর্তনগুলো করতে হবে। যেসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সময় লাগবে, সেগুলোও একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে এনে কাজ শুরু করে দিতে হবে।

পুলিশের সাবেক আইজি খোদা বখশ চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, সময়ের প্রয়োজনেই পুলিশ সংস্কার করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে। তবে এই সংস্কারের পুরোপুরি সুফল পেতে হলে ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে। সে ক্ষেত্রে পুলিশের পাশাপাশি বিচারব্যবস্থা ও অপরাধীদের সংশোধনের জন্য কারাগার ব্যবস্থাপনাকেও ঢেলে সাজাতে হবে।

“ ৫ আগস্টের পরাজিত শক্তি বসে নেই। তারা একটা নাশকতা করার চেষ্টা করবে।

গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, স্থায়ী কমিটির সদস্য, বিএনপি; গতকাল জিয়াউর রহমানের কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে

সংক্ষেপে

বরিশাল মেডিকেলের পরিচালকের পদত্যাগ

ইন্টার্ন চিকিৎসকদের দাবির মুখে বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক এইচ এম সাইফুল ইসলাম পদত্যাগ করেছেন। গতকাল রোববার বেলা সাড়ে ১১টায় নিজ কার্যালয়ে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করেন তিনি। পরে কড়া নিরাপত্তায় হাসপাতাল ত্যাগ করেন। চার দফা দাবিতে গত শনিবার দুপুরে কর্মবিরতি শুরু করেন হাসপাতালে কর্মরত ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা। এতে হাসপাতালের সেবা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চিকিৎসক ও নার্সদের লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা এ কর্মসূচি শুরু করেন। চার দফা দাবি হলো অপরাধীদের গ্রেপ্তার, হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টা নিরাপত্তায় আনসার সদস্যদের সংখ্যা তিন গুণ বৃদ্ধি ও কমপক্ষে ৩০ জন পুলিশ সদস্য রাখা; শয্যার অতিরিক্ত রোগী ভর্তি বন্ধ করা এবং একজন রোগীর সঙ্গে একজন স্বজন রাখা ও চিকিৎসক সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা। হাসপাতালের পরিচালক দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেন। কিন্তু ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা তাৎক্ষণিক দাবি বাস্তবায়ন কিংবা এ-সংক্রান্ত লিখিত চান। লিখিত না দেওয়ায় ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা কর্মবিরতি শুরু করেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *বরিশাল*

বৃষ্টি

বৃষ্টিতে ভিজে রিকশায় করে সবজি নিয়ে যাচ্ছেন খুচরা বিক্রেতা। দিনভর বৃষ্টির কারণে ভোগান্তিতে পড়েন মানুষ। গতকাল সিলেটের নাইওরপুল এলাকায়। ছবি : আনিস মাহমুদ

শাবি ছাত্রলীগের সভাপতি গ্রেপ্তার

নাশকতার পৃথক দুটি মামলায় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবি) শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি খলিলুর রহমান ও জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম কিবরিয়াকে (মাসুক) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গতকাল সকালে র‍্যাব থেকে পাঠানো আলাদা দুটি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। খলিলুরকে গত শনিবার দুপুরে ময়মনসিংহের ভালুকা থেকে আর কিবরিয়াকে শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে সিলেট নগরের কোতোয়ালি থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। খলিলুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র ছিলেন। গত ২১ মার্চ শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পান খলিলুর। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ১৮ জুলাই নিহত বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পলিমার সায়েন্স বিভাগের শিক্ষার্থী রুদ্র সেন হত্যা মামলায় ৩২ নম্বর আসামি খলিলুর।

প্রতিনিধি, *সিলেট ও শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়*

ট্রেনে ডাকাতির অভিযোগে গ্রেপ্তার ৪

ময়মনসিংহ রেলওয়ে স্টেশনে ডাকাতির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত এক সপ্তাহে ময়মনসিংহের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় ঢাকা রেলওয়ে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন রাশেদ (২২), আকাশ মিয়া (২৫), মো. ইমন (২২) ও মো. হৃদয় (২০)। রেলওয়ে পুলিশ সূত্র জানায়, ১৮ সেপ্টেম্বর ভোরে ময়মনসিংহ রেলওয়ে স্টেশন থেকে জারিয়া লোকাল ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ আগে দেশীয় অস্ত্র কাপড়ে মুড়িয়ে কয়েকজন ট্রেনের বগিতে ওঠেন। ট্রেন ছাড়ার ৪ থেকে ৫ মিনিট পরে অস্ত্র দেখিয়ে যাত্রীদের জিম্মি করে নগদ টাকা ও মুঠোফোন কেড়ে নেন ডাকাত দলের সদস্যরা। এ ঘটনায় মামলা করেন ভুক্তভোগী যাত্রীরা। পুলিশ সূত্র আরও জানায়, লোকাল ট্রেনে ডাকাতির এ ঘটনার পর গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়। ঢাকা রেলওয়ে জেলার ডিবি ও ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানা-পুলিশের সমন্বয়ে একটি দল গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ময়মনসিংহের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তথ্য কমিশন ও তথ্য অধিকার আইনের সংস্কার প্রয়োজন

মতবিনিময় সভা

সভায় আইন উপদেষ্টা বলেন, সাইবার নিরাপত্তা আইন সংশোধন করা হবে।

“ এক কর্তৃত্ববাদ থেকে আরেক কর্তৃত্ববাদে যাচ্ছে কি না, সেটি দেখতে হবে।

ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নিপীড়ন ও নির্যাতনের জন্য তথ্য গোপন রাখাকে একটি মোক্ষম কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তথ্য অধিকার নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতার ঘাটতি আছে। এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি তথ্য কমিশন সংস্কার ও তথ্য অধিকার আইনে সংশোধন আনা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে গতকাল রোববার এক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এ কথাগুলো বলেন। ‘স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার : এনজিওদের সহায়ক ভূমিকা’ শীর্ষক এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে এনজিওবিষয়ক ব্যুরো ও তথ্য অধিকার ফোরাম। এনজিওবিষয়ক ব্যুরোর সম্মেলনকক্ষে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

নিপীড়ন ও নির্যাতনের জন্য তথ্য গোপন রাখাকে একটি মোক্ষম কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়—মন্তব্য করে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, তথ্য অধিকার নিয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে; কিন্তু তথ্য অধিকার ছাড়া সব অধিকার মূল্যহীন। তথ্য অধিকার না পেলে অন্য অধিকার প্রয়োগ করা যায় না।

আসিফ নজরুল বলেন, ‘কারা গুম করেছিল, এ ব্যাপারে কার দায়দায়িত্ব আছে, কারা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড করেছে, এটা যদি আমরা জানতে না পারি, তাহলে আমাদের জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার প্রয়োগ করতে পারি না।’

আসিফ নজরুল বলেন, দেশে তথ্য অধিকারকে আন্দোলনে রূপান্তরিত করা যায়নি। অনেক এনজিও আছে। সবাই মিলে এটাকে আন্দোলনে পরিণত করতে পারেনি।

অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেন, গত সরকারের আমলে তথ্য অধিকার আইন হয়েছিল। আবার তথ্য অধিকার বিনাশ করতেও অনেক আইন হয়েছিল। সাইবার সিকিউরিটি আইনের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বলার কারণে *ডেইলি স্টার*-এর সম্পাদক মাহ্‌ফুজ আনামের বিরুদ্ধে ৮০টির বেশি মামলা হয়েছিল। অথচ হত্যাকাণ্ডের একটি ঘটনায়ও দুটি মামলা করা যায় না।

সাইবার নিরাপত্তা আইন সংশোধন করা হবে জানিয়ে আইন উপদেষ্টা বলেন, তথ্য অধিকারবিনাশী যেসব আইন করার চেষ্টা ছিল, বর্তমান সরকার সেগুলো বাতিল করবে। আর আইন কিছু সংশোধন করতে হবে।

তথ্য কমিশনের সংস্কার দাবি করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, শুধু তথ্য কমিশন নয়, সব কটি কমিশনকে আমলাতন্ত্রের হাতে জিম্মি করা হয়েছে। এগুলো দলীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত ব্যক্তিদের অবসরের পর পুনর্বাসনকেন্দ্রের মতো হয়ে পড়েছে। যাঁদের সারা জীবন কাজ ছিল তথ্য চেপে রাখা, মানবাধিকার লঙ্ঘনের তথ্য গোপন রাখা, তাঁদের তথ্য কমিশন, মানবাধিকার কমিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি তথ্য কমিশন সংস্কারের পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইনেরও সংশোধন করার দাবি জানান।

গত সরকারের আমলে এনজিও ব্যুরোর কাজের সমালোচনা করে ইফতেখারুজ্জামান বলেন, এক কর্তৃত্ববাদ থেকে আরেক কর্তৃত্ববাদে যাচ্ছে কি না, সেটি দেখতে হবে। শোনা যাচ্ছে, যারা আদিবাসীদের অধিকার, জেন্ডার ডাইভারসিটি নিয়ে কাজ করে, তাদের তহবিল ছাড় না করার নির্দেশনা দেওয়া হবে।

মতবিনিময় সভায় মূল উপস্থাপনা তুলে ধরেন তথ্য অধিকার ফোরামের আহ্বায়ক শাহীন আনাম। তিনি তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কিছু প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষগুলোর প্রস্তুতির অভাব আছে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনেকের দক্ষতার ঘাটতি থাকে। তথ্য কমিশনে রাজনীতিকরণ হয়েছে, এটার সংস্কার করতে হবে। অনেক এনজিওরও সমস্যা আছে, অনেকে তথ্য দেওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়নি।

নিজের উপস্থাপনায় তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের কিছু সফলতার কথাও তুলে ধরেন শাহীন আনাম। তিনি বলেন, সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি জনসচেতনতা বাড়ানো, দক্ষতা বৃদ্ধি, ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা, তথ্য অধিকার-সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিতে যত্নবান হওয়া, তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশ করেন। শাহীন আনাম বলেন, তাঁরা চান নতুন পরিবেশে তথ্য চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে কোনো বাধা থাকবে না।

উন্মুক্ত আলোচনায় সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বলেন, দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়নের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন করা হয়েছিল; কিন্তু সেটি ব্যর্থ হয়েছে। তিনি নিজেই নির্বাচন কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে আবেদন করে তথ্য পাননি।

তথ্য অধিকার আইন সংস্কারের দাবি জানিয়ে বদিউল আলম মজুমদার বলেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক দলগুলোকেও এই আইনের আওতায় আনা উচিত কি না, তা নিয়ে আলোচনা দরকার।

এনজিওবিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মাহমুদুল হোসাইন খান, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী, এনজিওবিষয়ক ব্যুরোর পরিচালক আনোয়ার হোসেন, এমআরডিআইয়ের নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আইসোশ্যালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অনন্য রায়হান।

কিশোরীদের পুষ্টিতে নজর নেই

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস আজ

কিশোরীদের আয়রন ফলিক অ্যাসিড (আইএফএ) ট্যাবলেট সপ্তাহে একটি করে খাওয়ানো হতো। চার মাস ধরে এ ট্যাবলেট আর দেওয়া হচ্ছে না।

নাজনীন আখতার, *ঢাকা*

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারী নেহালউদ্দিন পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়টিতে পড়ছে ৬১৫ মেয়ে শিক্ষার্থী। সরকারের কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রীদের আয়রন ফলিক অ্যাসিড (আইএফএ) ট্যাবলেট সপ্তাহে একটি করে খাওয়ানো হতো। চার মাস ধরে এ ট্যাবলেট আর দেওয়া হচ্ছে না।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এ টি এম খলিলুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, সরকার থেকে চার মাস আগে যে ট্যাবলেট দেওয়া হয়েছিল, তা তখনই শেষ হয়ে গেছে।

চার মাস আগে নেহালউদ্দিন পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের মেয়েরা এ ট্যাবলেট পেলেও অনেক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ৯ মাস ধরে কোনো ট্যাবলেট পায়নি। শিশু-কিশোরীদের জন্য জরুরি এ ট্যাবলেট বিতরণ কেন বন্ধ রয়েছে, সে সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই বিদ্যালয়গুলোর কাছে।

৯ মাস ধরে ট্যাবলেট বিতরণ বন্ধ থাকা এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একটি কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান শিক্ষক মো. গোলাম নবী *প্রথম আলো*কে জানান, এ বছর (গত ৯ মাসে) তাঁরা কোনো ট্যাবলেট পাননি। শিক্ষকের উপস্থিতিতে মেয়েদের সপ্তাহে একটি ট্যাবলেট ক্লাসেই সেবন করানো হতো।

মাঠপর্যায়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কর্মসূচির শেষ পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ না থাকায় বেশির ভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আইএফএ ট্যাবলেট বিতরণ বন্ধ রয়েছে। এ বছর ট্যাবলেট বিতরণ শুরুর কোনো সম্ভাবনা নেই। অবশ্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মাধ্যমিক শাখার পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ জাফর আলী *প্রথম আলো*কে বলেছেন, ‘যেসব জায়গায় ট্যাবলেট বিতরণ হচ্ছে না, সেখানে কার্যক্রমটিকে কীভাবে গতিশীল করা যায়, সেটি নিয়ে কাজ করা হবে।’

দেশের ভবিষ্যৎ এই শিশু-কিশোরীদের পুষ্টি নিয়ে সরকারের মনোযোগের ঘাটতি নিয়েই আজ ৩০ সেপ্টেম্বর পালিত হচ্ছে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য ‘কন্যাশিশুর স্বপ্নে গড়ি আগামীর বাংলাদেশ’।

পুষ্টি কার্যক্রম ও এর গাইডলাইন

১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীর পুষ্টি অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছিল ‘কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রম’। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির (এইচপিএনএসপি) অন্যতম কর্মপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত এ কার্যক্রম। ২০২০ সালের ৮ অক্টোবর এ কার্যক্রমের গাইডলাইন উদ্বোধন হলেও কোভিড-১৯-এর কারণে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় মাঠপর্যায়ে এর বাস্তবায়ন শুরু হয় ২০২২ সালের ২৭ মার্চ।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (আইপিএইচএন) ও জাতীয় পুষ্টি সেবা (এনএনএস) এবং মাউশির মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রমটি চলে। কার্যক্রমের অধীন ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণিতে পড়া কিশোরীদের সপ্তাহে এক দিন আইএফএ ট্যাবলেট এবং বছরে দুবার কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়।

কার্যক্রমের গাইডলাইনে বলা হয়েছে, আইএফএ ট্যাবলেটে রয়েছে ৬০ মিলিগ্রাম ইলিমেন্টাল আয়রন ও ৪০০ মাইক্রোগ্রাম ফলিক অ্যাসিড। কৈশোরে শারীরিক ও পেশির দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে আয়রনের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পায়। আয়রন পরিপূরক খাবার কিশোর-কিশোরীকে রক্তস্বল্পতা থেকে রক্ষা করে। মেয়েদের ঋতুস্রাবের কারণে আয়রনের চাহিদা বেশি। আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট দেহের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা, বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা বাড়ায়। এ ছাড়া মাসিক নিয়মিতকরণ ও গর্ভপূর্ব সুস্বাস্থ্যও নিশ্চিত করে।

গাইডলাইনে আরও বলা হয়, শহর ও গ্রামের ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোরীরা পুষ্টির ক্ষেত্রে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছে। এ বয়সী মেয়েদের খর্বকায় হওয়ার হার যথাক্রমে প্রায় ৩৫ ও ৪০ শতাংশ। আর রক্তশূন্যতার হার গ্রামে ৪০ শতাংশের কাছে ও শহরে প্রায় ৩৬ শতাংশ।

জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের জুনিয়র ক্লিনিশিয়ান মুরাদ মো. সমশের তবরিছ খান *প্রথম আলো*কে বলেন, এ বছর ট্যাবলেট বিতরণের কোনো সম্ভাবনা নেই। অর্ধেকসংখ্যক মাধ্যমিক শিক্ষার্থী কার্যক্রমের বাইরেই রয়েছে। এ ছাড়া স্কুলে ভর্তি না হওয়া ও স্কুল থেকে ঝরে পড়া কিশোরীরা এ কার্যক্রমে নেই।

জাতীয় সংগীত গাইছেন শিক্ষার্থী ও অতিথিরা। গতকাল নোয়াখালী জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে। ছবি : প্রথম আলো

নতুন দেশ গড়ার দায়িত্ব নিতে হবে

প্রথম আলো ডেস্ক

তরুণেরাই পারবেন বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়তে। নতুন বাংলাদেশ গড়তে হলে তরুণদেরই দায়িত্ব নিতে হবে। তাই অহংকার নয়, হতে হবে আত্মপ্রত্যয়ী। শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের মধ্য দিয়ে আত্মমর্যাদাবোধ বাড়াতে হবে। এটা করতে পারলেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব।

শিখো-প্রথম আলো কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে এসব কথা বলেন অতিথিরা। গতকাল রোববার ঝিনাইদহ, ঝালকাঠি ও নোয়াখালীতে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

ঝালকাঠি

রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় উৎসবমুখর পরিবেশে গতকাল ঝালকাঠি সরকারি কলেজ মিলনায়তনে জেলার কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সকাল ১০টায় জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। এরপর ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন অতিথি ও শিক্ষার্থীরা।

প্রথম আলো বন্ধুসভা ঝালকাঠির সহসভাপতি সাব্বির হোসেন ও নির্বাহী সদস্য জান্নাতুল ইয়াসমিনের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* ঝালকাঠি জেলা প্রতিনিধি আ স ম মাহমুদুর রহমান।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে ঝালকাঠি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ সুখদেব বাড়ৈ বলেন, ‘তোমাদের এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে। দেশ ও মানবতার জন্য তোমাদের এই বিজয়গাথা কাজে লাগাতে হবে। দেশমাতৃকার সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধিতে কাজে লাগাতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি প্রেরণা ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তাকে দিয়ে পৃথিবী জয় করানো সম্ভব।’

ঝালকাঠি কবিতা চক্রের সাধারণ সম্পাদক আল-আমিন বলেন, ‘এখান থেকে যা শুনবে, তা ধারণ করবে, লালন করবে। আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় হতে হবে। অহংকারী হওয়া চলবে না। আত্মমর্যাদাবোধ বাড়াতে হবে। মানুষ হতে হবে। তোমাদের লক্ষ্য ঠিক করতে হবে এবং লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।’

কৃতী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন ঝালকাঠি সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রধান ইলিয়াস ব্যাপারী, পরিবেশ নিয়ে কাজ করা সংগঠন ঝালকাঠি ‘ক্যাপ্টেন প্লানেট’-এর সভাপতি মো. সামসুল হক, লেখক ও গবেষক কামরুন্নেছা আজাদ, শিক্ষানুরাগী মাহাবুবুজ্জামান স্বপন ও *প্রথম আলোর* বরিশালের নিজস্ব প্রতিবেদক এম জসীম উদ্দীন।

অনুষ্ঠানে সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। নৃত্য পরিবেশন করেন পিয়াল ও তাঁর দল। সংগীত পরিবেশন করেন আরটিভি ‘ইয়াংস্টার’ তারকা অনুরাধা ঐশী ও জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত বাউল শুভ।

সংগীতের তালে শিক্ষার্থীদের আনন্দ-উল্লাস। গতকাল ঝিনাইদহে জোহান ড্রিম ভ্যালি পার্ক অ্যান্ড রিসোর্টে। ছবি : আলীমুজ্জামান

ঝিনাইদহ

গতকাল ঝিনাইদহের জোহান ড্রিম ভ্যালি পার্ক অ্যান্ড রিসোর্টে কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল নয়টা থেকে অনুষ্ঠানস্থলে জড়ো হতে শুরু করে শিক্ষার্থীরা। সারিবদ্ধভাবে নিবন্ধনপ্রক্রিয়া ও উপহারসামগ্রী বিতরণ শেষে সকাল ১০টায় শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ঝিনাইদহে *প্রথম আলোর* নিজস্ব প্রতিবেদক আজাদ রহমান। ঝিনাইদহের ওয়াজির আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ নাহিদ আক্তার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘তোমাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা বাকি জীবনে সঠিকভাবে পথ চলে জীবনকে গড়ে তুলবে।’

ঝিনাইদহ সরকারি কেসি কলেজের অধ্যক্ষ অশোক কুমার মৌলিক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘নতুন বাংলাদেশ গড়তে তোমাদের দায়িত্ব নিতে হবে। তোমরা পারবে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়তে। ভালো ফলের পাশাপাশি নিজেকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তোমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে, তাহলে এগিয়ে যেতে পারবে।’

কৃতী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আরও বক্তব্য দেন সরকারি নুরুন্নাহার মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ সুশেন্দু কুমার ভৌমিক, জোহান পার্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোয়াজ্জেম হোসেন, *প্রথম আলোর* কুষ্টিয়ার নিজস্ব প্রতিবেদক তৌহিদী হাসান।

প্রথম আলো বন্ধুসভা ঝিনাইদহের উপদেষ্টা সাকিব মোহাম্মদ আল হাসানের সঞ্চালনায় বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে বন্ধুসভার বন্ধুরা নৃত্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের শেষ সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী ইমরান খন্দকার।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা মিথ্যা, মাদক ও মুখস্থকে ‘না’ বলার শপথ নেন। একসঙ্গে সবাই হাত উঠিয়ে ভালো মানুষ হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। ভবিষ্যতে আরও ভালো ফল করে ভালো মানুষ হয়ে দেশ ও সমাজের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখার কথা বলে শিক্ষার্থীরা।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছে এক শিশুশিল্পী। গতকাল ঝালকাঠি সরকারি কলেজ মিলনায়তনে। ছবি : সাইয়ান

নোয়াখালী

নোয়াখালীতে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে। সকাল সাড়ে ১০টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরুর পর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫০০ শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* নোয়াখালীর নিজস্ব প্রতিবেদক মাহবুবুর রহমান। সানজিদা ইসলাম, আশিফুল হক, মাহমুদুল ইসলাম ও তাছনিম বিনতে নূহনিহা নামের তিন কৃতী শিক্ষার্থী নিজেদের অনুভূতি ব্যক্ত করে বক্তব্য দেয়।

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (নোবিপ্রবি) উপাচার্য মোহাম্মদ ইসমাইল কৃতী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘তোমাদের পরিশ্রম করার মানসিকতা রাখতে হবে। পরিশ্রম না করলে তোমরা সফল হতে পারবে না। তোমাদের অধ্যবসায়কে গুরুত্ব দিতে হবে। নৈতিকতায় অনেক উচ্চতায় যেতে হবে তোমাদের।’

শিক্ষাবিদ কাজী মুহাম্মদ রফিক উল্যাহ বলেন, ‘সব সময় চিন্তা করবে তোমার চেয়ে দরিদ্র, অসহায় আরও আছে। স্বপ্ন দেখতে হবে, দেশকে ভালোবাসতে হবে। দেশপ্রেমই সবচেয়ে বড় সম্পদ।’

অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* চট্টগ্রাম কার্যালয়ের বিশেষ সংবাদদাতা ওমর কায়সার।

‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে ৬৪টি জেলায় জিপিএ-৫ উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারের উৎসবটি পাওয়ার্ড বাই ‘বিকাশ’। সহযোগিতায় কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বহুব্রীহি, সানকুইক, কনকা-গ্রি, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।

[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন **নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঝিনাইদহ ও নোয়াখালী* এবং **প্রতিনিধি**, *ঝালকাঠি*]

এস আলম গ্রুপের স্থাবর সম্পদের তালিকা দাখিলের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

এস আলম গ্রুপ, গ্রুপের শেয়ারহোল্ডার পরিচালক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সব স্থাবর সম্পদের তালিকা দাখিল করতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। আইনসচিব ও নিবন্ধন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শকের প্রতি এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি মো. কামরুল হোসেন মোল্লা ও বিচারপতি কাজী জিনাত হকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল রোববার রুলসহ এ আদেশ দেন।

এর আগে এস আলম গ্রুপ, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সব স্থাবর সম্পদের তালিকা দাখিল করা এবং এসব সম্পদ স্থানান্তর বা বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. রুকুনুজ্জামান ১৭ সেপ্টেম্বর রিটটি করেন।

রিটের শুনানিতে ২২ সেপ্টেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আইনজীবী আদালতকে জানান, এস আলম গ্রুপের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের যেসব বিষয় এসেছে, তা নিয়ে দুদক অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করেছে। হালনাগাদ তথ্য জানাতে তিনি সময়ের আরজি জানান। এর পরিপ্রেক্ষিতে সেদিন আদালত শুনানি মুলতবি করে অভিযোগ অনুসন্ধান-সংক্রান্ত তথ্য দুদকের আইনজীবীকে গতকাল আদালতকে অবহিত করতে বলেন। এদিকে রিট আবেদনকারী সম্পূরক একটি আবেদন দাখিল করেন। আগের ধারাবাহিকতায় গতকাল শুনানি হয়।

নকশা

শাড়ির কোটা অন্য পোশাকেও

কোটা শাড়ির আবেদন সব সময় ছিল। শাড়ির পাশাপাশি এখন গজ হিসেবেও কেনা যাচ্ছে কোটা কাপড়। বানানো হচ্ছে কুর্তা, কামিজ বা পাঞ্জাবি। উৎসবের সময় এই কাপড়ের পোশাকে চমৎকারভাবে তুলে ধরা যায় জমকালো সব সাজ। দেখুন প্রচ্ছদ প্রতিবেদন।

আরও থাকছে

- রেসিপিতে থাকছে পূজায় নানা স্বাদের লুচি
- তিনভাবে চন্দন
- কম খরচে বসার ঘর সাজান

চোখ রাখুন আগামীকাল

মূল পত্রিকার সঙ্গে ৮ পৃষ্ঠার ট্যাবলয়েড দাম ১২ টাকা

প্রথম আলো

করোনা
শনাক্ত ১ জনের

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি। ইউএনবি, ঢাকা

ক্লিন এয়ার প্রকল্পে ৩০ কোটি ডলার দেবে বিশ্বব্যাংক

জানালেন পরিবেশ উপদেষ্টা

বাসস, *ঢাকা*

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, বাংলাদেশ ক্লিন এয়ার প্রজেক্টকে (বিসিএপি) সহায়তায় ৩০ কোটি ডলার দেবে বিশ্বব্যাংক। এই উদ্যোগের লক্ষ্য বায়ুর গুণমান ব্যবস্থাপনা জোরদার এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাতের দূষণের মাত্রা কমিয়ে আনা। ন্যাশনাল এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানের অংশ হিসেবে ক্লিন কুকিং ইনিশিয়েটিভের জন্য একটি সম্ভাব্য অনুদানসহ প্রকল্পটি একটি আইডিএ ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হবে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর উপদেষ্টা এ কথা বলেন। সেখানে গতকাল রোববার বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্টিন রাইজার এবং বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের আবাসিক পরিচালক আবদুলায়ে সেক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

এ সময় পরিবেশ উপদেষ্টা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিশ্বব্যাংকের সহায়তা এবং ঢাকার খাল পুনরুদ্ধারের জন্য একটি 'ব্লু নেটওয়ার্ক' তৈরি করার আহ্বান জানান।

লেবাননে ইসরায়েলের বিমান হামলা চলছেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হিজবুল্লাহও গতকাল ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। ইসরায়েলি বাহিনীর ভাষ্যমতে, দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তিবেরিয়াস অঞ্চলে রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে। এসব ক্ষেপণাস্ত্র উন্মুক্ত স্থানে পড়েছে। তবে হিজবুল্লাহ বলেছে, গতকাল তারা শুধু সীমান্ত এলাকায় ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর চৌকি লক্ষ্য করে ফাদি-১ ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে।

এর আগে গত শুক্রবার রাত থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত বৈরুতসহ দক্ষিণ লেবাননের বিভিন্ন অঞ্চলে ভয়াবহ বোমা হামলা চালায় ইসরায়েল। এতে হাসান নাসরুল্লাহ নিহত হন। গতকাল বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চলে বিধ্বস্ত একটি ভবন থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। বিবিসির খবরে বলা হয়, ইসরায়েলের দাবি, নাসরুল্লাহকে হত্যায় চালানো হামলায় হিজবুল্লাহর শীর্ষ পর্যায়ের আরও ২০ নেতা নিহত হয়েছেন।

হিজবুল্লাহর সঙ্গে ইসরায়েলের শত্রুতা বেশ পুরোনো। ২০০৬ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়েছিল তারা। এরপর গত বছরের অক্টোবরে গাজায় ইসরায়েল হামলা চালালে হামাসের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ইসরায়েলে হামলা শুরু করে হিজবুল্লাহ। পাল্টা হামলা চালাচ্ছিল ইসরায়েলও। তবে ১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর হিজবুল্লাহর পেজার ও ওয়াকিটকিতে হামলার পর থেকে লেবাননে ব্যাপক হামলা শুরু করে ইসরায়েল।

স্থল অভিযানের প্রস্তুতি

বিমান হামলার মধ্যে লেবাননে এবার ইসরায়েলের স্থল হামলা শুরুর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইসরায়েলের উত্তরে লেবাননের সীমান্ত রয়েছে। সেখানে ইসরায়েল বাহিনীর বিপুল সেনা, ট্যাংক ও কামান মোতায়েন করতে দেখা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের একজন কর্মকর্তা সিএনএনকে বলেছেন, লেবাননে স্থল অভিযান হতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা। তবে এ বিষয়ে হয়তো এখনো পাকাপাকি সিদ্ধান্ত হয়নি।

এ নিয়ে শনিবার হুমকি দিয়েছিলেন ইসরায়েলি বাহিনীর মুখপাত্র পিটার লার্নার। বলেছিলেন, স্থল অভিযানের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। তবে বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন। লেবাননে হামলা বাড়ানো নিয়ে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট আলোচনা করছেন বলে জানিয়েছে তাঁর কার্যালয়।

'আমাদের ধ্বংস করতে পারবে না'

লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গতকাল জানিয়েছে, শনিবারের হামলায় ৩৩ জন নিহত হয়েছে। গতকাল শুধু পূর্বাঞ্চলে নিহত হয়েছে ২১ জন। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে এ পর্যন্ত ইসরায়েলের হামলায় নারী, শিশুসহ এক হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ছয় হাজারের বেশি। তবে হতাহত মানুষের মধ্যে কতজন বেসামরিক আর কতজন হিজবুল্লাহর যোদ্ধা রয়েছেন, তা সুনির্দিষ্টভাবে জানায়নি লেবানন সরকার।

এদিকে ইসরায়েলের ধারাবাহিক হামলায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় অবনতি হচ্ছে বৈরুতের পরিস্থিতির। বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে বহু ভবন। ভয়ে অনেকে রাস্তায় অবস্থান করছে। লেবাননের দক্ষিণাঞ্চল থেকে পালিয়ে আসা আয়মান নামের এমনই একজন বলছিলেন, 'ইসরায়েল যা-ই করুক না কেন, আমাদের ধ্বংস করতে পারবে না।'

লেবাননের ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে দেশটির মানবিক সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান ইসলামিক রিলিফের কর্মকর্তা জাদ আসাফ আল-জাজিরাকে বলেন, দেশের সব স্কুলকে আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে। তবে সেখানেও ভয়াবহ পরিস্থিতি। একেকটি কক্ষে শতাধিক মানুষ আশ্রয় নিয়েছে।

এদিকে জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থার (ইউএনএইচসিআর) বরাতে বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি হামলার কারণে লেবানন থেকে ৫০ হাজারের বেশি মানুষ সিরিয়ায় আশ্রয় নিয়েছে। আর লেবানন সরকার জানিয়েছে, ইসরায়েলের হামলায় দেশটিতে প্রায় ১০ লাখ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছে।

ইরানের বিপ্লবী গার্ড নেতা নিহত

বৈরুতে শুক্রবারের হামলায় ইরানের বিপ্লবী গার্ড কোরের (আইআরজিসি) ডেপুটি কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্বাস নিলফোরোউশান নিহত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে তেহরান।

এদিকে হাসান নাসরুল্লাহর মৃত্যুর পর গতকাল প্রতিশোধের হুমকি দিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। দেশটিতে পাঁচ দিনের জাতীয় শোকও ঘোষণা করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে ইরান-সমর্থিত প্রতিরোধ বাহিনী বা অ্যাক্সিস অব রেজিস্ট্যান্সের একটি হলো হিজবুল্লাহ।

এ ছাড়া গতকাল এই অ্যাক্সিস অব রেজিস্ট্যান্সের আরেকটি বাহিনী ইয়েমেনের হুতি সশস্ত্র গোষ্ঠীর ওপর হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র ডেভিড আব্রাহাম জানিয়েছেন, ইয়েমেনের রাস ইসা ও হোদেইদা এলাকায় হুতিদের বিভিন্ন সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে বিমান হামলা চালানো হয়েছে। ইয়েমেন থেকে প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দূরে বসে এই হামলা পর্যবেক্ষণ করেন ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট। পরে এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, 'আমাদের বার্তা পরিষ্কার—কোনো স্থানই আমাদের জন্য দূর নয়।'

'লেবাননের সঙ্গে খেলছে যুক্তরাষ্ট্র'

ইসরায়েল-হিজবুল্লাহ চলমান সংঘাতের শুরুতে ২১ দিনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি দেশ। তবে ওই প্রস্তাব কানে তোলেনি নেতানিয়াহু সরকার। এর মধ্যে গতকাল লেবাননের তথ্যমন্ত্রী জিয়াদ মাকারি বলছেন, লেবানন সরকার যুদ্ধবিরতি চায়। এ নিয়ে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চলছে। তবে বিষয়টি অতটা সহজও নয়।

লেবাননে যুদ্ধবিরতি নিয়ে গবেষণাপ্রতিষ্ঠান মিডল ইস্ট কাউন্সিল অন গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্সের গবেষক ওমর রহমান আল-জাজিরাকে বলেন, লেবাননে যুদ্ধবিরতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র খেলছে। একদিকে তারা যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাচ্ছে, অপর দিকে ইসরায়েলি বাহিনীকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করছে। গাজার ক্ষেত্রেও তারা একই কাজ করেছে।

একই ভাষ্য ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর পলিসি স্টাডিজের গবেষক ফিলিস বেনিসের। তাঁর মতে, যুদ্ধবিরতির কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ইসরায়েলকে আরও অস্ত্র দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। গাজা ও লেবানন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মুখের কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না ইসরায়েলের নেতারা। যুক্তরাষ্ট্র কী পদক্ষেপ নিচ্ছে, সেটিই তাঁদের কাছে মুখ্য বিষয়।

সাবেক আইজিপি মামুন রিমান্ডে, কারাগারে আসাদুজ্জামান নূর

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর নিউমার্কেট থানার একটি হত্যা মামলায় পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকে চার দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিয়েছেন আদালত। এ নিয়ে তৃতীয় দফায় তাঁকে রিমান্ডে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হলো।

এ ছাড়া রাজধানীর মিরপুর থানার আরেকটি হত্যা মামলায় সাবেক সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। পরে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত।

ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের অ্যাডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুবুল হক গতকাল রোববার সকালে এ আদেশ দেন।

সকাল সাড়ে সাতটার পর চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। সকাল সাড়ে সাতটার পর আসাদুজ্জামান নূরকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়।

সাবেক মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান মারা গেছেন

প্রতিনিধি, *দিনাজপুর*

মোস্তাফিজুর রহমান

দিনাজপুর-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গতকাল রোববার রাত আটটার দিকে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

মোস্তাফিজুর রহমানের বাড়ি দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলার জামগ্রামে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। কয়েক মাস ধরে তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি স্ত্রী, দুই কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

সাংবাদিক বদিউল আলম আর নেই

বদিউল আলম

জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ, *নিউজ টুডে*-এর সাবেক সিটি এডিটর বদিউল আলম গতকাল রোববার বার্ধক্যের কারণে রাজধানীর ইস্কাটনের নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন কিডনিসহ বিভিন্ন জটিল রোগে ভুগছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি স্ত্রী, এক মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

গতকাল সন্ধ্যা সাতটায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি প্রাঙ্গণ ও রাত সাড়ে আটটায় জাতীয় প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে আজিমপুর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজ ও সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব ভূঁইয়া বদিউল আলমের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। **বিজ্ঞপ্তি**

হবিগঞ্জের সর্বত্র জাহিরের 'থাবা'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সদর উপজেলার জালালাবাদ-নোয়াগাঁও গ্রামে প্রায় ৩০০ একর পতিত জমি নিয়ে দুই দল গ্রামবাসীর মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। আবু জাহির এ বিরোধ মীমাংসা করে দেওয়ার কথা বলে ১০১ একর জায়গা নিজের দখলে নেন। ২০১১ সালে এ জায়গার ওপর নিজের ও স্ত্রীর নামে আলেয়া-জাহির কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

নোয়াগাঁও গ্রামের হাবিবুর রহমান ও ইউসুফ আলী বলেন, আবু জাহির গ্রামে একটি চক্র তৈরি করে গ্রামবাসীর পতিত জমি দখল করান। এ নিয়ে গ্রামবাসীর সঙ্গে দখলদারদের বিরোধ দেখা দেয়। আবু জাহির বিরোধ-মীমাংসার কথা বলে ১০১ একর জমি কলেজের নামে লিখে নেন।

কমিশন নিয়ে জমি নিবন্ধন

সদর উপজেলার ওলিপুর ও এর আশপাশে গত ১০-১২ বছরে প্রায় অর্ধশত শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। পর্যাপ্ত গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সুবিধা থাকায় দেশের প্রতিষ্ঠিত শিল্পগোষ্ঠী এখানে তাদের কারখানা গড়ে তুলেছে। এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকেরা ওলিপুরে জমি কিনতে পারলেও সাবেক সংসদ সদস্য আবু জাহিরের 'ছাড়পত্র' ছাড়া নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) করতে পারতেন না। জমির দামের ১০ শতাংশ কমিশন দিলেই কেবল নিবন্ধন হতো বলে অভিযোগ রয়েছে।

একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বড় কারখানা রয়েছে ওলিপুর এলাকায়। প্রতিষ্ঠানটির জমি কেনার সময় আবু জাহিরকে পাঁচ কোটি টাকা কমিশন দিতে হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রতিষ্ঠানটির একজন পরিচালক নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলো*কে বলেন, 'জমি কেনার পর প্রায় এক বছর আমরা এর রেজিস্ট্রি করতে পারিনি। আবু জাহির সাবরেজিস্ট্রারকে বলে দিয়েছেন আমরা যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তাঁর সঙ্গে দেখা করার অর্থ তাঁর চাহিদা পূরণ করা।'

সদর উপজেলায় সাবরেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলো*কে বলেন, প্রতিনিয়ত আবু জাহিরের লোকজন সাবরেজিস্ট্রার অফিস নজরদারিতে রাখতেন। কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের লোকজন জমি নিবন্ধন করতে এলেই খবর পৌঁছে যেত আবু জাহিরের কাছে।

ঠিকাদারিতেও ভাগ

হবিগঞ্জে সড়ক ও জনপথ বিভাগ গত ১৬ বছরে যত বড় প্রকল্প গ্রহণ করেছে, তার সব কাজেই আবু জাহির ভাগ বসিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। গণপূর্ত ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের কাজেও ঠিকাদারেরা স্বস্তি পাননি। কখনো উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ থেকে ১০ শতাংশ কমিশন নিয়েছেন, আবার কখনো অন্য ঠিকাদার কাজ পেলেও নিজের লোকজন দিয়ে কাজ করিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন ঠিকাদারেরা।

২০২২-২৩ অর্থবছরে হবিগঞ্জ শহরের খোয়াই নদের ওপর সেতু নির্মাণ ও ৯৩ দশমিক ২ মিটার রাস্তা নির্মাণে ১২ কোটি ২১ লাখ ৪৬ হাজার টাকার কাজ পায় খুলনার মোজাহের এন্টারপ্রাইজ প্রাইভেট লিমিটেড। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি নিজে এ কাজ করতে পারেনি। আবু জাহির পছন্দের ঠিকাদারের মাধ্যমে পুরো কাজ নিজেই করেন।

২০২০-২১ অর্থবছরে হবিগঞ্জ শহরের জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে চৌধুরীবাজার রাস্তা নির্মাণ ও শায়েস্তাগঞ্জ-হবিগঞ্জ-নবীগঞ্জ-শেরপুর রাস্তা মেরামতসহ মোট ১০ কোটি ৫৪ লাখ ৯৭ হাজার টাকার কাজ পায় ঢাকার হাসান টেকনো বিল্ডার্স, মেসার্স জন্মভূমি নির্মাতা ও ওয়াহিদুজ্জামান চৌধুরীর যৌথ প্রতিষ্ঠান। তারা কাগজে-কলমে এ কাজের ঠিকাদার থাকলেও আবু জাহির তাঁর পছন্দের ঠিকাদার দিয়ে পুরো কাজ সম্পন্ন করেন।

ওয়াহিদুজ্জামান চৌধুরী ও হাসান টেকনো বিল্ডার্সের স্বত্বাধিকারী রাহাত হাসান স্বীকার করেছেন, তাঁরা কাজগুলো পেলেও আবু জাহির নিজের পছন্দের লোকজন দিয়ে সম্পন্ন করান।

জমি অধিগ্রহণে হস্তক্ষেপ

হবিগঞ্জে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে জমি অধিগ্রহণ খাত থেকে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে আবু জাহিরের বিরুদ্ধে। জেলার চুনারুঘাটের সীমান্তবর্তী কেদারাকোর্ট এলাকায় অবস্থিত বাল্লা শুল্কস্টেশনকে ২০১৬ সালের ২৩ মার্চ স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। এরপর স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নে ৪৮ কোটি ৯০ লাখ টাকার প্রকল্প নেওয়া হয়। এ প্রকল্পের জন্য উপজেলার গাজীপুর মৌজার অধীনে সরকার ৭ কোটি ৫৪ লাখ টাকায় ১৩ একর জমি অধিগ্রহণ করে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

গাজীপুর এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জমি অধিগ্রহণের আগেই আবু জাহির মালিকদের কাছ থেকে একটি দর নির্ধারণ করে মৌখিকভাবে জমিগুলো কিনে নেন। পরে সেই দরেই জমি ছেড়ে দেন মালিকেরা। তবে সরকার কত দরে জমি অধিগ্রহণ করেছে, তা এলাকাবাসীর কাছে গোপন রাখা হয়। মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে জাহির কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নেন বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। একইভাবে আবু জাহিরের নিজ গ্রাম হবিগঞ্জ সদর উপজেলার রিচি গ্রামে শেখ রাসেল আইটি পার্ক নির্মাণ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণেও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

বালুমহাল, জলমহাল দখল

হবিগঞ্জ শহরের খোয়াই নদের প্রতিরক্ষা বাঁধের ভেতর থেকে বালু উত্তোলনে পরিবেশবাদীদের আপত্তি ছিল। তবু প্রতিবছর আবু জাহির প্রশাসনকে দিয়ে এ বালুমহালগুলো ইজারা দিতে বাধ্য করতেন। তাঁর পছন্দের লোকজনের নামে এ ইজারা নেওয়া হতো।

১৪৩০-৩১ বাংলা সনের জন্য খোয়াই নদের হবিগঞ্জ শহর অংশ ৩ কোটি ৫ লাখ টাকায় ইজারা পান সদর উপজেলার গঙ্গানগর গ্রামের মো. ফারুক মিয়া। এর আগের বছরও তিনিই ইজারা পেয়েছিলেন। ফারুক মিয়ার নামে ইজারা হলেও পেছনে ছিলেন আবু জাহির। ফারুক মিয়া স্বীকার করেছেন, তাঁর নামে ইজারা নেওয়া হলেও পুরো বিষয়টি তদারকি করতেন আবু জাহির।

এ ছাড়া জেলার চুনারুঘাট ও বাহুবল উপজেলায় নামে-বেনামে অনেকগুলো বালুমহালের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন আবু জাহির।

জেলার সবচেয়ে বড় জলমহাল হলো কচুয়া বিল, ধলেশ্বরী ও রবিয়ারকোনা-বাহারকোনা। এগুলো প্রতি তিন বছরের জন্য সরকার ইজারা দিয়ে থাকে। গত ১৬ বছর নানা সমিতির নামে মন্ত্রণালয় থেকে এসব জলমহাল ইজারা নিয়ে আসতেন আবু জাহির।

উপজেলার ভবানীপুর মৎস্য সমিতির সদস্য সুনীল সরকার বলেন, 'আমরা মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের লোকজন ভয়ে গত ১৬ বছর কোনো জলমহাল ইজারা আনতে পারিনি।'

'পারিবারিক লীগ' প্রতিষ্ঠা

নিজের প্রভাব বাড়াতে আবু জাহির গত ১৬ বছরে আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনে পরিবারের সদস্য ও স্বজনদের ভিড়িয়েছেন। তাঁর প্রভাবেই স্বজনেরা স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জনপ্রতিনিধি হয়েছেন।

আবু জাহিরের স্ত্রী আলেয়া আখতার জেলা মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক। ছেলে ইফাত জামিল জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। জাহিরের ভাই বদরুল আলম জেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, ভাগনে আতাউর রহমান জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ভাতিজা ফয়জুর রহমান জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক।

আওয়ামী লীগের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের আটজন নেতা *প্রথম আলো*কে বলেন, আবু জাহিরের মতের বাইরে দলের কোনো নেতা-কর্মী কথা বলতে পারতেন না। জেলার ৯ উপজেলার মধ্যে ৬টিতে আওয়ামী লীগের কমিটি রয়েছে।

আবু জাহির নিজের প্রভাব খাটিয়ে স্ত্রী আলেয়া আখতারকে হবিগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাগনে আতাউর রহমানকে হবিগঞ্জ পৌরসভার মেয়র, শ্যালক কামরুজ্জামান আল বশিরকে বাহুবল উপজেলার ভাদেশ্বর ইউপি চেয়ারম্যান এবং চাচাতো ভাই আবদুর রহিমকে রিচি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বানান।

পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অভিযোগের বিষয়ে ২০২৩ সালের নভেম্বরে আবু জাহির *প্রথম আলো*কে বলেছিলেন, 'আমার আত্মীয়স্বজন আওয়ামী লীগ করেন, এটা কি অপরাধ? সবাই তাঁদের যোগ্যতা অনুসারেই কমিটিতে এসেছেন।'

ভিন্নমত দমনে মামলা

২০১৭ সালে ঈদের জামাতের আগে হবিগঞ্জ কেন্দ্রীয় ঈদগাহে দীর্ঘ সময় বক্তৃতা করছিলেন আবু জাহির। নামাজের সময় কাছাকাছি চলে আসায় মো. আরব আলী নামের এক ব্যক্তি সংসদ সদস্যকে দ্রুত বক্তব্য শেষ করার অনুরোধ জানান। এরপর সবার সামনে আরবকে শাসান জাহির। ওই দিন রাতেই সদর থানার পুলিশ আরব আলীকে গ্রেপ্তার করে। পরে একটি মাদক মামলায় কারাগারে পাঠানো করা হয় আরব আলীকে। মাদক মামলায় আরব জামিন পেলে সেদিনই তাঁর বিরুদ্ধে ৫৭ ধারায় আরেকটি মামলা হয়।

ভিন্নমত দমনে এভাবে নানা সময় অসংখ্য মানুষকে আবু জাহির হয়রানি করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় *দৈনিক প্রভাকর* পত্রিকার সাংবাদিক শোয়েব চৌধুরী সংসদ নির্বাচনে আবু জাহিরের মনোনয়ন পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে ২০১৬ সালের ৫ নভেম্বর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলেন। এ জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে চারটি মামলা করা হয়। গ্রেপ্তার হয়ে তিন মাস কারাগারেও ছিলেন। সংবাদ প্রকাশ করায় স্থানীয় দৈনিক *আমার হবিগঞ্জ* পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক সুশান্ত দাসগুপ্তের বিরুদ্ধেও একাধিক মামলা হয়।

এসব অভিযোগ নিয়ে ২০২৩ সালের ২৫ নভেম্বর *প্রথম আলোয়* 'ভয়ের রাজত্ব কায়েম করেছেন জাহির' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তখন আবু জাহির *প্রথম আলো*কে বলেছিলেন, 'অযথা হেনস্তা করার কারণই নেই। যাঁরা সাংবাদিকতার নামে সাংঘাতিকতা করেন, যাঁরা আমাদের মানসম্মান ক্ষুণ্ন করেন, এঁরা তো আইনের উর্ধ্বে নন।'

সোনায় ভরেছে ঘর

১৫ বছর আগে আবু জাহির ও তাঁর স্ত্রীর ৩১ ভরি সোনা ছিল। টানা তিন মেয়াদের সংসদ সদস্য থাকার পর এই পরিবারের সোনার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩৯ ভরিতে। এর মধ্যে ১০৮ ভরি তাঁর ছেলে ইফাত জামিলের। একই সময়ে স্ত্রী ও ছেলের বার্ষিক আয় বেড়েছে প্রায় দেড় কোটি টাকা। গত চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাহিরের মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দেওয়া হলফনামা পর্যালোচনা করে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। হলফনামায় দেখা গেছে, আইনে স্নাতক আবু জাহিরের ২০০৮ সালে বার্ষিক আয় ছিল ২ লাখ ৪২ হাজার ৭৯০ টাকা। ২০২৩ সালে তাঁর বার্ষিক আয় বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩৭ লাখ টাকা। ২০০৮ সালে তাঁর স্ত্রীর ৯ লাখ ৭০ হাজার ৫৮৪ টাকার অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদ ছিল। ২০২৩ সালের হলফনামায় জাহির উল্লেখ করেছেন, তাঁর স্ত্রীর ১ কোটি ৭৬ লাখ টাকার সম্পদ আছে।

অবরুদ্ধের পর আত্মগোপনে

গত ৪ আগস্ট আন্দোলনকারীরা হবিগঞ্জ শহরে মিছিল বের করলে আবু জাহিরের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা লাঠিসোঁটা ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালান বলে অভিযোগ ওঠে। পরে আন্দোলনকারীরা ধাওয়া দিলে আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা টাউন হল সড়কে আবু জাহিরের বাড়িতে আশ্রয় নেন। এরপর কয়েক হাজার ছাত্র-জনতা পুরো বাড়ি ঘিরে ফেলেন। এভাবে চার ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকার পর রাত সাড়ে নয়টার দিকে সেনাবাহিনীর একটি দল আবু জাহিরসহ কয়েকজন নেতা-কর্মীকে উদ্ধার করে হবিগঞ্জ সার্কিট হাউসে নিয়ে আসে। পরদিন ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে আত্মগোপনে আছেন আবু জাহির। ফলে তাঁর বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

সুশাসনের জন্য নাগরিক হবিগঞ্জ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী মিছবাউল বারী বলেন, 'আবু জাহিরের সময়ে দেখতে পেয়েছি সমাজে দখলদারত্ব, আধিপত্য ও নানা অনিয়ম। তাঁর একক আধিপত্যের কারণে সমাজে একধরনের অস্থিরতা ও ভীতির সংস্কৃতি তৈরি হয়। আমরা চাই জবাবদিহির সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠুক। আবু জাহিরকে আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করা হলে কেউ আর আগামী দিনে অপরাধজগৎ গড়ে তুলতে সাহস পাবে না।'

সংস্কারের উদ্দেশ্য হবে সেবা দেওয়া | সংস্কারের উদ্দেশ্য হবে ব্রিটিশ শাসকদের মতো নিয়ন্ত্রণ করা নয়, বরং দেশের মানুষকে সেবা দেওয়া ও মানুষের মৌলিক মানবাধিকার রক্ষা করা।

রাজনীতিকরণ থেকে পুলিশকে বের করতে হবে

বিশেষ সাক্ষাৎকার

বাহারুল আলম

পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) প্রধানসহ সদর দপ্তরে দায়িত্ব পালন করেছেন **বাহারুল আলম**। ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘ সদর দপ্তরের শান্তি রক্ষা বিভাগে পুলিশ লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২০১৫ সালে আফগানিস্তানে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনের সিনিয়র পুলিশ অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করেন। এর আগে ক্রোয়েশিয়া, সার্বিয়া, কসোভো ও সিয়েরা লিওনে দায়িত্ব পালন করেন। দুই দফা পদোন্নতিবঞ্চিত এই কর্মকর্তা ২০২০ সালে অবসরে যান। পুলিশের বর্তমান ভঙ্গুর অবস্থার কারণ এবং সংস্কারের নানা দিক নিয়ে তিনি কথা বলেছেন *প্রথম আলোর* সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন *প্রথম আলোর* নিজস্ব প্রতিবেদক **মাহমুদুল হাসান**।

প্রথম আলো : ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর সারা দেশে পুলিশি ব্যবস্থায় বিপর্যয় নেমে আসে। কনস্টেবল থেকে আইজিপি পর্যন্ত সব পুলিশ একযোগে আত্মগোপনে চলে গেল। এমন পরিস্থিতি কেন তৈরি হলো?

বাহারুল আলম : আমাদের ইতিহাসে তো নয়ই, পৃথিবীর কোথাও এমন হয়েছে কি না, আমার জানা নেই। কর্তব্যের জায়গা ফেলে দিয়ে পুলিশের সবার চলে যাওয়া—এটা এমনই নির্দেশ করে যে পুরো বাহিনীর মধ্যে একটা 'জেনারেল সেন্স অব ফিয়ার' চলে গিয়েছিল। এই ভীতিটা এমন পর্যায়ে ছিল যে তারা প্রকাশ্যে আসতে পারেনি। কেউ কেউ অতীতে এমন খারাপ কর্মকাণ্ড করেছিল যে সমাজের সামনে দাঁড়াতেই সাহস পাচ্ছিল না। তারা ভেবেছিল যে আত্মগোপনে চলে না গেলে তাদের ওপর আঘাত আসবে। ক্ষুব্ধ জনতার আঘাত এসেছিলও।

প্রথম আলো : আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দেড় মাস পরও পুলিশ বাহিনী ভঙ্গুর অবস্থায় আছে। এমন পরিস্থিতিতে এই মুহূর্তে জরুরি কাজ কী? পুলিশের কার্যক্রম কীভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়?

বাহারুল আলম : আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তাদের সময়ে যাঁরা থানার ওসি থেকে শুরু করে ওপরের পর্যায়ে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ছিলেন, তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করা জরুরি ছিল। এটি পারলে নতুন সরকার গঠনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই করা প্রয়োজন ছিল। অনেক পদে সেটি হয়েছেও। তবে পুরোপুরি হয়নি।

অপসারণ করা হলে সেই পদগুলোতে দেওয়ার জন্য একই পর্যায়ের পর্যাপ্ত কর্মকর্তা দুই লাখ সদস্যের পুলিশ বাহিনীর আছে। যেমন ৬৩৯টি থানায় ওসি হিসেবে দেওয়ার জন্য ৮ থেকে ৯ সেট পরিদর্শক রয়েছে। তাঁদের মধ্য থেকে ওসি দেওয়া যেত।

এই পদায়নের প্রক্রিয়াটা শেষ করে প্রয়োজন ছিল নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে সমাজের একটা মেলবন্ধন তৈরি করা। এ জন্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-জনতার প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে নিয়ে প্রতিটি থানা এলাকায় পুলিশকে সহায়তার জন্য একটি করে কমিটি গঠন দরকার ছিল। আরও প্রয়োজন ছিল কমিটির কাছে পুলিশের অতীতের ভুল কাজগুলো স্বীকার করে বর্তমান অবস্থান পরিষ্কার করা, মানুষের জন্য কাজ করার আন্তরিক প্রতিশ্রুতি প্রদান ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সর্বাত্মক সহযোগিতা চাওয়া। তবে পুলিশ সেটি না করে এক মাস নির্বিকার ভূমিকায় ছিল।

প্রথম আলো : পুলিশ সংস্কার বা পুনর্গঠনের বিষয়টি নিয়ে অনেক দিন ধরে আলোচনা হচ্ছে। এটা আসলে কতটা জরুরি?

বাহারুল আলম : পাকিস্তান আমাল মেজর জেনারেল মিঠ্ঠা খানের নেতৃত্বে পুলিশ সংস্কারের একটি কমিশন করা হয়েছিল। বাংলাদেশ আমলে ১৯৮৮ সালে বিচারপতি আমিনুর রহমানের নেতৃত্বে একটি পুলিশ কমিশন হয়। সেই কমিশনের ডিআইজি এম আজিজুল হক সদস্যসচিব ছিলেন। অনেক রাজনীতিক ও বায়তুল মোকাররমের ইমামও সেই কমিশনে ছিলেন।

তবে ১৯৮৮ সালে যে পুলিশ ছিল, ২০২৪ সালে এসে সেই পুলিশ আর নেই। অপরাধের ধরন ও বাহিনীর কাজের ধরনেও পরিবর্তন এসেছে। সদস্যসংখ্যা বেড়েছে, পুলিশে প্রযুক্তিগত ও কৌশলগত অনেক উন্নতি হয়েছে। সব পর্যায়ে পড়াশোনা জানা অনেক শিক্ষিত মানুষ পুলিশে চাকরি নিয়েছে, যেটা একসময় চিন্তাও করা যেত না। এ জন্য পুলিশ সংস্কার করলে এই জনবল দিয়ে তা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াটাও সহজ। তবে মূল কথা হলো যাঁরা দেশ চালান, তাঁরা সংস্কারটা করতে চান কি না।

বাহারুল আলম। ছবি : প্রথম আলো

পুলিশ ১৮৬১ সালে ব্রিটিশদের প্রবর্তিত আইনেই চলছে। ওই আইনের দর্শন ছিল পুলিশকে দিয়ে সমাজের মানুষদের নিয়ন্ত্রণ করা। ব্রিটিশদের সেই আইন আমরা আর পরিবর্তন করিনি। এ জন্য কমিউনিটি পুলিশিং বা সমাজ-ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয়ের কথা বলে নানা কসমেটিকস দিয়ে পুলিশকে আমরা আধুনিকায়নের চেষ্টা করেছি। কিন্তু ওপরের কসমেটিকস দিয়ে ১৮৬১ সালের স্কিন রেখে পুলিশকে পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি।

এ জন্য পুলিশের সংস্কার জরুরি। তার আগে সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার হতে হবে, দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। সংস্কারের উদ্দেশ্য হবে ব্রিটিশ শাসকদের মতো নিয়ন্ত্রণ করা নয়, বরং দেশের মানুষকে সেবা দেওয়া ও মানুষের মৌলিক মানবাধিকার রক্ষা করা।

প্রথম আলো : সংস্কারের জন্য করণীয় কী? সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলবেন কি?

বাহারুল আলম : সবার আগে পুলিশের আইন সংস্কার করতে হবে। এর সঙ্গে এখন সমাজ থেকে দাবি উঠেছে, রাজনীতিকরণ থেকে পুলিশকে বের করতে হবে, যে দলই ক্ষমতায় আসে তারাই যে পুলিশকে ব্যবহার করে, এই ধারা বদলাতে হবে।

বিদ্যমান আইন অনুযায়ী পুলিশের নিয়োগ দেয় সরকার। এ অবস্থা থেকে বের করে একটি নিরপেক্ষ স্বাধীন কমিশনের অধীনে পুলিশকে পরিচালিত হতে হবে। পুলিশের নিয়োগ এবং কীভাবে কাজ করে, সেই 'পলিসি গাইডলাইনগুলো' সেই কমিশন করবে। এটি করা গেলে পুলিশকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের আশঙ্কা কমে যায়।

দ্বিতীয়ত, মানুষের মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা দিতে পুলিশকে বলপ্রয়োগের কিছু ক্ষমতা দেওয়া আছে। সে চাইলে কাউকে গ্রেপ্তার করতে বা আটকে রাখতে পারে। তাই পুলিশের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ ও অন্যায়ের তদন্তের জন্য আরেকটি স্বাধীন পুলিশ অভিযোগ সংস্থা বা কমিশন প্রয়োজন। এখন পুলিশের নিজেদের তদন্ত নিজেরা করে কিংবা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় করে। এটা ঠিক না। কারণ এখানে পক্ষপাতিত্ব চলে আসে।

তৃতীয়ত, আধুনিক পুলিশ চাইলে পুলিশকে মানবিক হতে হবে। এ জন্য মানবাধিকারের প্রধান বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমাদের পুলিশের প্রশিক্ষণে আনতে হবে। যেটা এখনকার পুলিশে নেই; শুধু পিটি, প্যারেড ও আইনের প্রশিক্ষণ আছে।

চতুর্থত, অন্যান্য বাহিনীর মতো হওয়ার সুযোগ পুলিশের নেই। পুলিশের কাজ সমাজের মানুষের সঙ্গে। সে জন্য পুলিশকে সমাজের অংশ হয়েই থাকতে হবে। যাতে মানুষ মনে করে পুলিশ আমাদেরই একজন। না হলে মানুষ কেন পুলিশের কাছে যাবে? থানায় 'ওপেন হাউস ডে'তে দেখা যায়, কিছু দালাল এবং নির্দিষ্টসংখ্যক মানুষই যায়। সাধারণ মানুষ থানায় যেতে সাহস পায় না। এ জন্য কীভাবে সমাজ-ঘনিষ্ঠ পুলিশিং করা যাবে, সেটা সংস্কারের চিন্তায় আনতে হবে।

প্রথম আলো : অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে পুলিশ চলবে পুলিশ কমিশনের মাধ্যমে। এই ধারণা নিয়ে কিছু বলবেন কি?

বাহারুল আলম : শ্রীলঙ্কা-ভারতসহ সব জায়গাতেই কমিশনের কনসেপ্ট একই রকম। কমিশনে বিচার বিভাগ, সমাজের বুদ্ধিজীবী শ্রেণি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সরকারি ও বিরোধী উভয় দলীয় সংসদ সদস্য থাকবেন। এখন ভাবতে হবে, কমিশনের প্রধান কি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীই হবেন, কোনো একজন বিচারপতি হবেন নাকি অন্য কেউ হবেন। কমিশনে ক্ষমতার ভারসাম্য কীভাবে হবে, সেটাও ভাবতে হবে। যাতে কেউ একক সিদ্ধান্তে যা খুশি তা করতে না পারে।

পুলিশ কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে আইনের বিষয়গুলো যাঁরা অনেক বেশি জানেন, তাঁদের প্রাধান্য দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো বিচারপতির সঙ্গে একজন অবসরপ্রাপ্ত আমলা, সমাজতত্ত্ববিদ এই ধরনের ব্যক্তিদের যুক্ত করা যেতে পারে।

কমিশন গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগগুলো দেবে। একই সঙ্গে পলিসি গাইডলাইন দেবে। তা ছাড়া পুলিশ কীভাবে চলবে অথবা বছর শেষে পুলিশের অর্জন অথবা ব্যর্থতা নিয়ে একটি প্রতিবেদন সংসদ কিংবা রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে জাতির কাছে দেবে।

প্রথম আলো : আপনি তো বিভিন্ন দেশে কাজ করেছেন। সেই অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশ পুলিশের পুনর্গঠনে আপনার আর কোনো প্রস্তাব আছে কি না?

বাহারুল আলম : বাংলাদেশের অপরাধ তদন্ত পদ্ধতি অনেক বেশি জটিল এবং দীর্ঘ। এ কারণে অপরাধের তদন্ত করে আদালতে প্রতিবেদন দিতে পুলিশের বছরের পর বছর চলে যায়। এর কারণটা হলো ঔপনিবেশিক শাসকেরা পুলিশকে দিয়ে কাজ করালেও তাদের বিশ্বাস করত না। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় এই জায়গাতে সংস্কারের প্রয়োজন আছে। এই জায়গাগুলোতে ইউরোপ-আমেরিকা অনেক আধুনিকায়ন করেছে, তদন্তপ্রক্রিয়া অনেক সংক্ষিপ্ত করেছে। এত দীর্ঘ ও জটিল তদন্তপদ্ধতি তাদের নেই।

আমাদের পুলিশ আইনে বলা আছে, তাদের যেকোনো সময় ডাকলে সাড়া দিতে হবে। আন্তর্জাতিক শ্রম আইন অনুযায়ীও এটা করতে পারে না। প্রতিদিন আট ঘণ্টার বেশি সময় একজন পুলিশ সদস্যকে দিয়ে কাজ করানো ঠিক নয়। এর বেশি দায়িত্ব পালন করলে তাঁকে 'ওভার টাইম' দেওয়া উচিত। সপ্তাহে এক দিন ছুটি দিতেই হবে।

কনস্টেবল বা নিচের দিকের সদস্যদের থাকার জন্য ভালো পরিবেশ দিতে হবে। অস্বাস্থ্যকর ব্যারাকে রেখে, ছুটিবিহীন, দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দায়িত্ব পালন করিয়ে তো পুলিশকে মানবিক করা যাবে না। এই বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রথম আলো : চব্বিশের অভ্যুত্থানসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক আন্দোলন দমনে পুলিশ যেভাবে অস্ত্র ব্যবহার করেছে, সেটাকে কীভাবে দেখেন?

বাহারুল আলম : পুলিশিং সমাজ-ঘনিষ্ঠ একটি কাজ। এ জন্য খুব বেশি অস্ত্রের ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। তবে যদি কোনো অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী বাহিনীর মোকাবিলা করতে হয়, সে ক্ষেত্রে সশস্ত্র প্রতিরোধ করতে স্পেশাল আর্মড ফোর্স থাকতে পারে। তবে পুলিশের কাছে কী ধরনের অস্ত্র থাকবে, কোন পর্যায়ের সদস্যের কাছে বা কোন ইউনিটের সদস্যের কাছে কী ধরনের অস্ত্র থাকবে, সেটা নিয়েও নতুনভাবে ভাবতে হবে।

পুলিশকে কেন আমরা চায়নিজ রাইফেল দিলাম, দাঙ্গা দমনে এটার প্রয়োজন আছে কি না, তা নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। বিশেষ ইউনিট ছাড়া বাকিদের কাছে আধুনিক অস্ত্র দেওয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই।

প্রথম আলো : গত ১৫ বছরের, বিশেষ করে সর্বশেষ ১০ বছরে বাংলাদেশ পুলিশের যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে, সেটাকে কীভাবে দেখছেন?

বাহারুল আলম : মানুষের বিরুদ্ধে কাজ করার ভাবমূর্তি পুলিশের আগেও ছিল। তবে গত ১০ বছরে সেটি প্রকট হয়েছে। এটি মানুষের সহ্যের বাইরে চলে গিয়েছিল। যে কারণে থানায় ঢুকে পুলিশকে মেরে ফেলার ঘটনাও ঘটেছে। আগেও পুলিশে ঘুষ, দুর্নীতি ও অন্যায় ছিল। তবে গত রেজিমের সময় অত্যাচারের মাত্রা এমন পর্যায়ে গেছে যে মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে পুলিশকে খুন করে ফেলেছে।

চিন্তার বিষয় হলো পুলিশের যে অবস্থা তৈরি হলো, এটা কি শুধু শাসকদেরই দোষ? দায়টা এখানে দুই পক্ষেরই আছে। যিনি পুলিশকে ব্যবহার করলেন, তাঁর তো দায়ভার আছেই। যিনি ব্যবহৃত হলেন, তিনিও দায় এড়াতে পারেন না।

আইনে তো বলাই আছে, পুলিশ সদস্যরা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার অন্যায় আদেশ মানবেন না। কেবল আইনসম্মত আদেশ মানবেন। কিন্তু বাস্তবিক অবস্থা হলো বেআইনি আদেশটা না মানলে পরদিন কোনো একটা অভিযোগ এনে কর্তৃপক্ষ ওই সদস্যকে চাকরিচ্যুত করে দিল।

ঊর্ধ্বতনদের বেআইনি আদেশ না মেনে প্রতিবাদ করেছেন, নারায়ণগঞ্জ ও বরগুনায় পুলিশের এমন দুটি ঘটনাও আমরা দেখেছি। এখন সেটি করার মতো নৈতিক মনোবল কতজনের আছে, তা-ও দেখার বিষয়।

প্রথম আলো : আপনাকে ধন্যবাদ।

বাহারুল আলম : আপনাকেও ধন্যবাদ

জন্মগত হৃদ্‌রোগের চিকিৎসা

ভালো থাকুন

অধ্যাপক ডা. মীর জামাল উদ্দীন,
ক্লিনিক্যাল ও ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট,
বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল লি.,
শ্যামলী, মিরপুর, ঢাকা

কিছু নবজাতক জন্মের সময় হৃদ্‌রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সাধারণত হাজারে ৮ থেকে ১০টি শিশু জন্মগত হৃদ্‌রোগ নিয়ে জন্মায়। এসব শিশুর ২০ থেকে ২৫ শতাংশের হৃদ্‌যন্ত্রে অস্ত্রোপচার করতে হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই অস্ত্রোপচারের দরকার হয় প্রথম বছরের মধ্যেই।

জন্মগত হৃদ্‌রোগের সুনির্দিষ্ট কারণ এখনো জানা যায়নি। এটি একটি মাল্টিফ্যাক্টরিয়াল রোগ; যার মধ্যে মায়ের রোগবালাই, ভ্রূণ বা জেনেটিক কারণ রয়েছে। জন্মগত হৃদ্‌রোগে যদি ভাইবোন আক্রান্ত হয়, তবে অন্য ভাইবোনের এতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ৩ থেকে ৫ শতাংশ বেড়ে যায়। এ ছাড়া গর্ভাবস্থায় মায়ের সংক্রমণ যেমন টক্সোপ্লাজমা, রুবেলা, অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, ফিনাইলকেটোনুরিয়া, ফলিক অ্যাসিডের অভাব দায়ী হতে পারে। জন্মগত হৃদ্‌রোগকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—সায়ানোটিক ও অ্যাসিনোটিক। সায়ানোটিক জন্মগত হৃদ্‌রোগে শিশু নীল হয়ে যায়। শরীরে অক্সিজেনের সরবরাহ কম থাকে। অ্যাসিনোটিকে শিশুর রক্তে পর্যাপ্ত অক্সিজেন থাকলেও শরীরে অস্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ডে ছিদ্র, ভালভের সমস্যা বা হৃদ্‌যন্ত্রের কার্যকারিতার সমস্যায় এ রকম ঘটে।

সব ধরনের জন্মগত ত্রুটির মধ্যে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট বা হার্টের নিচের দিকের পর্দায় ছিদ্র সবচেয়ে সাধারণ। একবার চিকিৎসা করা হলে অ্যাসিনোটিক হৃদ্‌রোগের শিশু পরবর্তী সময়ে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারে।

কীভাবে বুঝবেন

- অ্যাসিনোটিক হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত অনেক শিশুর কোনো লক্ষণ থাকে না। হৃৎপিণ্ড অতিরিক্ত স্পন্দিত হয়। এটিকে মাঝারি ধরনের সমস্যা বলা যেতে পারে। প্রথম অবস্থায় তেমন সমস্যা না হলেও পরে সমস্যা বাড়তে থাকে।

- অ্যাসিনোটিক হৃদ্‌রোগে সাধারণ লক্ষণ হিসেবে শ্বাসকষ্ট, দ্রুত হৃৎস্পন্দন, ওজন বৃদ্ধি না পাওয়া, কখনো কখনো অচেতন হয়ে পড়ার মতো সমস্যা হতে পারে।
- সায়ানোটিক হৃদ্‌রোগের ক্ষেত্রে শিশুর মধ্যে যেসব লক্ষণ দেখা দিতে পারে তা হলো, হাত-পায়ের ত্বক ও নখের নীলচে বর্ণ হওয়া, খিঁচুনি বা অচেতন অবস্থা, ওজন বৃদ্ধি না পাওয়া।

রোগনির্ণয়

রোগনির্ণয়ে বুকের এক্স-রে, ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রামের দরকার হয়। এ ছাড়া কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন, সিটি বা এমআরআই অব হার্ট ব্যবহার করা হয়।

চিকিৎসা

- মৃদু ধরনের অ্যাসিনোটিক হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত শিশুর কোনো চিকিৎসা প্রয়োজন না-ও হতে পারে। শুধু ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা যায়।
- হৃৎপিণ্ডে মাঝারি বা বড় ছিদ্রযুক্ত ত্রুটিতে শিশুর অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হতে পারে। অনেক অপারেটেড বাচ্চার দীর্ঘমেয়াদি ওষুধ প্রয়োজন হয়।

» আগামীকাল পড়ুন :
এন্ডোমেট্রিওসিসের আধুনিক চিকিৎসা

গ্যারেজে ঢুকে পড়ল 'রাগী' ভালুক

বিচিত্র

ইউপিআই

কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া প্রদেশের বাসিন্দা অ্যালেক্স গোল্ড। সম্প্রতি তিনি এক ভয়ানক পরিস্থিতির মুখে পড়েন। দরজা খোলা পেয়ে তাঁর বাড়ির গ্যারেজে ঢুকে পড়েছিল এক 'রাগী' ভালুক। পরে ভালুকটি তাঁর মুখোমুখি হয়। তাঁর দিকে তেড়ে আসে। তিনি নিজেকে রক্ষার চেষ্টা করেন।

রোমহর্ষ এ দৃশ্য ধরা পড়ে নিরাপত্তা ক্যামেরায়। ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন অ্যালেক্স।

বাড়ির গ্যারেজের সামনে গাড়ি রেখে অ্যালেক্স বাজারসদাই ঘরে রাখতে গিয়েছিলেন। মূলত এই ফাঁকেই খোলা দরজা দিয়ে গ্যারেজে ঢুকে পড়ে বড় ভালুকটি। তবে এর কিছুই জানতেন না অ্যালেক্স।

প্যান্টের ডান পকেটে এক হাত ঢুকিয়ে অ্যালেক্স হেলেদুলে গাড়ির কাছে ফিরছিলেন। উদ্দেশ্য, গাড়িটি গ্যারেজে ঢুকিয়ে রাখা।

অ্যালেক্সের আসার শব্দ পেয়েই কি না হঠাৎ গ্যারেজের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে কালো রঙের ভালুকটি। গ্যারেজের সামনে মুখোমুখি হয় অ্যালেক্স ও ভালুকটি।

ভিডিওতে দেখা যায়, গ্যারেজের ভেতর থেকে ছুটে আসা ভালুকটির সঙ্গে ধাক্কা লাগার ঠিক আগমুহূর্তে কোনোমতে নিজেকে সামলে নেন অ্যালেক্স। আত্মরক্ষার্থে কয়েক পা পিছিয়ে যান তিনি।

মানুষের মুখোমুখি হয়ে ভালুকটি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। ভালুকটি তার দাঁতমুখ খিঁচিয়ে অ্যালেক্সের দিকে তেড়ে যায়।

ভালুকের মুখোমুখি অ্যালেক্স গোল্ড।
ছবি : অ্যালেক্সের ইনস্টাগ্রাম থেকে

রাগী ভালুকটির আক্রমণ থেকে বাঁচতে অ্যালেক্স কয়েকবার জোরে হাত দিয়ে তালি বাজান। জোরে জোরে শব্দ করেন। ধীরে ধীরে পেছনের দিকে সরেন। এভাবে তিনি নিজেকে রক্ষার চেষ্টা করেন।

ভালুকটির সঙ্গে একটি শাবকও ছিল। মা ভালুকটিকে দেখে ভয় পেলেও মাথা ঠান্ডা রাখেন অ্যালেক্স। পরে অ্যালেক্স কানাডার সিটিভি নিউজকে বলেন, তিনি তাঁর গাড়ির কাছে ফিরে আসেন। অমনি ভালুকটির সঙ্গে তাঁর প্রায় লেগে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত নিজের গাড়ির ভেতর প্রবেশ করতে সক্ষম হন অ্যালেক্স। গাড়িতে ঢুকে তিনি জোরে হর্ন বাজান। হর্নের শব্দে ভয় পেয়ে শাবককে নিয়ে পালিয়ে যায় মা ভালুকটি।

ভালুকের মুখোমুখি হয়ে অ্যালেক্স যেভাবে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন, তার প্রশংসা করেছেন অলাভজনক সংস্থা ওয়াইল্ডসেফবিসির প্রোগ্রাম ম্যানেজার লিসা লোপেজ। তিনি বলেন, সব সময় মনে রাখতে হবে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে ভয় পেয়ে দৌড় দেওয়া যাবে না।

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৪৭৯

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

মাসল ক্র্যাম্প কেন হয়?

মাসল ক্র্যাম্প হয় শরীরে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়ামের ঘাটতি হলে। এ ছাড়া অতিরিক্ত ব্যায়াম, পরিশ্রম বা পায়ের পেশির বেশি ব্যবহার, পানিশূন্যতা, খুব ঠান্ডা আবহাওয়া, গর্ভধারণ (বিশেষ করে শেষের দিকে প্রয়োজনীয় খনিজের অভাবে রগে টান পড়ে), দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা, শক্ত জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা, ঘুমের সময় ভুল দেহভঙ্গির কারণেও এমন হয়।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১		২		৩		৪	
		৫	৬				
৭					৮		
		৯		১০			
	১১			১২	১৩		১৪
১৫			১৬		১৭	১৮	
১৯			২০				
		২১			২২		

বাঁ থেকে ডানে : ১. ঐন্দ্রজালিক। ৩. জ্ঞানবিশিষ্ট। ৫. থিতিয়ে এসেছে এমন। ৭. নিশাচর পাখিবিশেষ। ৮. অভিন্ন। ৯. জ্ঞাত, খ্যাত। ১১. মায়া। ১২. জীবিকা। ১৫. দক্ষ। ১৭. সাদরে গ্রহণ। ১৯. প্রতারক। ২০. অভিনিবেশসহকারে মনন বা স্মরণ। ২১. দাগ। ২২. হেতু।

ওপর থেকে নিচে : ১. কূটকৌশল। ২. বৃক্ষশ্রেণি দিয়ে সুশোভিত পথ। ৩. বন্য। ৪. মাঝি ও তাঁর সহকর্মী মাল্লারা। ৬. দাবি করার নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম। ৯. পাখি। ১০. বৃক্ষ। ১১. কুক্কুট। ১৩. রসনা। ১৪. ক্ষুদ্র গাছ বা গাছের আঁশ। ১৫. পাঠকারী। ১৬. দ্বিপ্রহর। ১৮. বিক্রির জন্য পণ্যদ্রব্য বিদেশে প্রেরণ।

গত সমস্যার সমাধান

ব্য	ব	সা	য়ী		হাঁ		খো
	কু	ল		চা	প	রা	স
ধা	নি		খাঁ	চা		খা	
ত		আঁ	টি		ক	ল	ম
স্থ	গি	ত		চা	লু		য়ূ
	র		গ	ম		চা	র
যৌ	গি	ক		চি	ত	ল	
	টি		বাঁ	কা		তা	লা

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

কথা অমৃত

আমার বাবা সব সময় বলতেন, 'জীবনে আগুনকে আগুন দিয়ে মোকাবিলা করো।' এ জন্যই বোধ হয় তাঁকে অগ্নিনির্বাপন বাহিনী থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল!

পিটার কে
ইংরেজ কমেডিয়ান, লেখক ও নির্মাতা (জন্ম : ১৯৭৩)

সুডোকু

7				8	2			
2				6	7		3	
6	9			4		7		
9		2			3			5
8								9
1			2			4		3
		7		2			9	1
	8		4	7				6
			1	3				7

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

8	2	9	4	5	1	6	7	3
5	4	6	7	8	3	1	9	2
1	7	3	2	6	9	4	5	8
2	6	8	9	1	4	5	3	7
4	9	5	8	3	7	2	6	1
7	3	1	6	2	5	9	8	4
9	8	2	3	4	6	7	1	5
6	1	4	5	7	8	3	2	9
3	5	7	1	9	2	8	4	6

কৌতুক

প্রতিবেশীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে দোরঘণ্টি বাজানোর চেষ্টা করছিল বিল্টু। ব্যাপারটা খেয়াল করে এগিয়ে এলেন মকবুল সাহেব, 'বাবু, কী করছ?'
বিল্টু বলল, 'ইয়ে মানে...আঙ্কেল, ডোরবেল বাজানোর চেষ্টা করছি।'
মকবুল সাহেব হাসি মুখে নিজেই দোরঘণ্টি বাজিয়ে দিয়ে বললেন, 'এবার বলো, তোমার জন্য আর কী করতে হবে?'
'এবার জলদি পালান। ধরা পড়লে খবর আছে।' এই বলে বিল্টু দিল ভোঁদৌড়।

পিনাটস • চার্লস শুলজ

আমার পিয়ানোটা গেল!
এখন তাহলে হয়তো আমাকে পাত্তা দেবে!

আমার পিয়ানোটা গেল!
ওকেই হয়তো ওই গাছের মগডালে পাঠানো উচিত ছিল!

ছুরিকাঘাতে বৃদ্ধ খুন | ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শনিবার রাতে মুখ বেঁধে অলি মিয়া (৭০) নামের এক বৃদ্ধকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। নিজস্ব প্রতিবেদক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

সংক্ষেপে

বিএনপি

ভেঙে দেওয়া হলো ঢাকা উত্তর কমিটি

চাঁদাবাজিসহ অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগের প্রেক্ষাপটে বিএনপির ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। মাত্র আড়াই মাসের ব্যবধানে এই কমিটি বিলুপ্ত করা হলো। গত শনিবার রাতে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই কমিটি ভেঙে দেওয়ার কথা জানানো হলেও তাতে কোনো কারণ উল্লেখ করা হয়নি। তবে বিএনপির একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা প্রথম আলোকে বলেছেন, ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দলের ঢাকা মহানগর উত্তর কমিটির আহ্বায়ক সাইফুল আলম নীরবের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজিসহ অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের বিভিন্ন অভিযোগ এসেছে। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দলের শীর্ষ নেতৃত্ব মহানগর উত্তরের কমিটিই ভেঙে দিয়েছে।
বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

ঢাকা

বিভক্তিতে গণতন্ত্র মঞ্চের উদ্বেগ

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের শক্তির মধ্যে বিভাজন, বিভক্তিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে গণতন্ত্র মঞ্চ। এই জোট বলেছে, ইতিহাসের বাঁকবদলের সন্ধিক্ষণে জন-আকাঙ্ক্ষার নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। গতকাল রোববার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা এ বক্তব্য তুলে ধরেন। বিবৃতিতে সই করেছেন এই জোটের শরিক জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সভাপতি আ স ম আবদুর রব, নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, ভাসানী অনুসারী পরিষদের আহ্বায়ক শেখ রফিকুল ইসলাম ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক হাসনাত কাইয়ূম।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মহানবী (সা.)-কে কটূক্তির প্রতিবাদ

ঢাকায় তিন কলেজের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে ভারতীয় পুরোহিতের কটূক্তি এবং সেই বক্তব্যকে বিজেপির এক নেতার সমর্থন দেওয়ার প্রতিবাদে ঢাকায় বিক্ষোভ করেছেন তিনটি কলেজের শিক্ষার্থীরা।

মহানবী (সা.)-কে কটূক্তির প্রতিবাদে গতকাল রোববার বেলা ১১টায় বিক্ষোভ মিছিল করেন ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। তাঁদের পর বিক্ষোভ করেন ঢাকা সিটি কলেজের শিক্ষার্থীরা।

এরপর গতকাল বিকেলে মিছিল বের করেন বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজের শিক্ষার্থীরা। তাঁদের মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য, শাহবাগ ও কাঁটাবন হয়ে কলেজের ক্যাম্পাসে গিয়ে শেষ হয়।

গত আগস্টে রাসুল (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি করেন ভারতের মহারাষ্ট্রের হিন্দু পুরোহিত রামগিরি মহারাজ। তাঁকে সমর্থন দেন বিজেপির বিধায়ক নীতেশ নারায়ণ রানে। এই দুজনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হলেও এখনো রাজ্য সরকার তাঁদের গ্রেপ্তার করেনি। এর প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন মহারাষ্ট্রের মুসলিমরা।

ডিএমপি কমিশনার

যোগ না দেওয়া পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পুলিশের যে সদস্যরা এখনো কর্মস্থলে যোগ দেননি, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার মো. মাইনুল হাসান। গতকাল রোববার পল্টনে বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (ক্র্যাব) আয়োজিত 'ওয়ালটন-ক্র্যাব ক্রীড়া উৎসব-২০২৪' ফুটবল খেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাইনুল হাসান এ কথা বলেন।

ডিএমপি কমিশনার বলেন, মাদক, সন্ত্রাস ও অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে অভিযানে অনেক অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে এবং অপরাধী গ্রেপ্তার হয়েছে। রাজধানীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে পুলিশ নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেছে।

মাইনুল হাসান আরও বলেন, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সম্প্রতি বেশ কয়েকজন শীর্ষ সন্ত্রাসী কারামুক্ত হয়েছেন। তাঁদের বিষয়ে সার্বিক খোঁজখবর রাখা হচ্ছে। কারামুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসীরা নতুন কোনো অপরাধে জড়ালে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উসকানিদাতা ও সম্প্রীতি বিনষ্টকারীদের গ্রেপ্তারের দাবি ঐক্য পরিষদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সর্বজনীন দুর্গাপূজার বিরোধিতা করে হিন্দু সম্প্রদায়কে হুমকি দিয়ে ১৬ দফা দাবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ এ ঘটনায় গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এই 'সাম্প্রদায়িক উসকানিদাতা ও সম্প্রীতি বিনষ্টকারীদের' অনতিবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে তারা।

গতকাল রোববার ঐক্য পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথের পাঠানো এক বিবৃতিতে এ দাবি জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলকভাবে হিন্দুধর্ম অবমাননাকারী দাবিগুলো প্রচারে জড়িত ব্যক্তিদের অনতিবিলম্বে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে শাস্তি দিতে হবে। এ জন্য সরকারি উদ্যোগ নেওয়া না হলে পূজার্থীরা সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা আয়োজনে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়বেন।

নতুন পিপি-জিপি নিয়োগ হয়নি, বিচার বাধাগ্রস্ত

ঢাকার বিচারিক আদালত

ঢাকার শতাধিক নিম্ন আদালতে সরকারি কৌঁসুলির সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। এগুলোতে নতুন পিপি-জিপি নিয়োগ দেওয়া হয়নি।

আসাদুজ্জামান, *ঢাকা*

ঢাকা মহানগর দায়রা আদালত। প্রথম আলো

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকার পতনের প্রায় দুই মাস হতে চললেও ঢাকার বিচারিক আদালতগুলোতে নতুন সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) বা গভর্নমেন্ট প্লিডার (জিপি) নিয়োগ হয়নি। এতে গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার বিচার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিচারপ্রার্থীদের অপেক্ষা দীর্ঘ হচ্ছে।

দেশের মহানগর ও জেলার বিচারিক আদালতে যাঁরা রাষ্ট্রের হয়ে ফৌজদারি মামলা পরিচালনা করেন, তাঁদের পিপি বলে। আর যাঁরা দেওয়ানি আদালতে সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন, তাঁদের জিপি বলা হয়।

ঢাকা আইনজীবী সমিতির অন্তত ১৫ জন সদস্য *প্রথম আলোকে* বলেন, ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতে প্রধান সরকারি কৌঁসুলি বা পিপি নেই। এ ছাড়া গত সরকারের আমলে নিয়োগ পাওয়া পিপি-জিপিদের অনেকে আদালতে আসছেন না। এতে গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার বিচার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। মামলার শুনানির তারিখ পেছাচ্ছে।

অভিজ্ঞ ফৌজদারি আইনজীবী ও ঢাকা আইনজীবী সমিতির সদস্য আমিনুল গণি টিটো *প্রথম আলোকে* বলেন, খুনসহ যেকোনো ফৌজদারি মামলায় দুটি পক্ষ থাকে। রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলিরা আদালতে থাকছেন না। তাহলে রাষ্ট্রের পক্ষে কথা বলবেন কে? রাষ্ট্রপক্ষ না থাকায় ঢাকার আদালতে ফৌজদারি মামলার বিচার থমকে আছে। এতে সাধারণ বিচারপ্রার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের আগপর্যন্ত ১৫ বছর ধরে ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতের প্রধান সরকারি কৌঁসুলির (পিপি) দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন আবদুল্লাহ আবু। সরকার পতনের পর থেকে তিনি আদালতে আসছেন না। অন্তর্বর্তী সরকার গত ২৮ আগস্ট তাঁর নিয়োগ বাতিল করেছে।

এরপর প্রধান পিপির দায়িত্ব দেওয়া হয় বিশিষ্ট ফৌজদারি আইনজীবী এহসানুল হক সমাজীকে। তাঁর নিয়োগের বিরোধিতা করেন ঢাকা আইনজীবী সমিতির বিএনপি-সমর্থক আইনজীবীরা। পরে তিনিও যোগদানে অপারগতা জানান। পদটি এখনো শূন্য রয়েছে।

ঢাকার আদালত-সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতসহ বেশ কয়েকটি নিম্ন আদালতে আগের পিপিরা আসছেন না। তবে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১০সহ কয়েকটি আদালতে পিপিদের কেউ কেউ আসছেন।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের আলোচিত একটি মামলায় ২৬ সেপ্টেম্বর রায় দেন ঢাকার সিএমএম আদালত। এতে ১০ জনের সাজা হয়। খালাস পান ১১৪ জন। রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনাকারী সরকারি কৌঁসুলি মনিরুল ইসলাম রায় ঘোষণার দিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন না। মনিরুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, নানাবিধ কারণে তিনি বেশ কয়েক দিন আদালতে যাচ্ছেন না।

অবশ্য ঢাকার বিশেষ জজ আদালতে দায়িত্ব পালন করা একজন সরকারি কৌঁসুলি *প্রথম আলোকে* বলেন, ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর কয়েক দিন তিনি আদালতে যাননি। কিন্তু এক মাস ধরে নিয়মিত আদালতে যাচ্ছেন।

বিএনপি-সমর্থক কয়েকজন আইনজীবী *প্রথম আলোকে* বলেন, নতুন করে সরকারি কৌঁসুলি নিয়োগ দেওয়ার জন্য আইনজীবীদের একটি তালিকা আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

ঢাকার আদালতে নতুন সরকারি কৌঁসুলি নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন উল্লেখ করে ঢাকা আইনজীবী সমিতির অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ নজরুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, শিগগিরই নিয়োগের প্রজ্ঞাপন হবে বলে তিনি জানতে পেরেছেন।

জানতে চাইলে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের (সলিসিটর উইং) উপসলিসিটর (জিপি-পিপি) সানা মো. মাহ্রুফ হোসাইন গতকাল রোববার *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁর জানামতে, ঢাকার নিম্ন আদালতে পিপি-জিপি নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

ঢাকা আইনজীবী সমিতি সূত্র জানায়, ঢাকায় শতাধিক নিম্ন আদালত আছে। এসব আদালতে সরকারি কৌঁসুলির সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। এগুলোতে নতুন পিপি-জিপি নিয়োগ দেওয়া হয়নি।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) চেয়ারপারসন ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জেড আই খান পান্না *প্রথম আলোকে* বলেন, সরকার পতনের দুই মাস পার হতে চলল। অথচ ঢাকার নিম্ন আদালতগুলোয় নতুন সরকারি কৌঁসুলি নিয়োগ দেওয়া হয়নি। মামলার বিচার কার্যক্রমে স্থবিরতা চলছে। যত দ্রুত সম্ভব দক্ষ ও যোগ্য আইনজীবীদের মধ্য থেকে নতুন সরকারি কৌঁসুলি নিয়োগ দেওয়ার দাবি জানান প্রবীণ এই আইনজীবী।

আনসার ও দুই ব্যাংক কর্মকর্তাকে কুপিয়ে টাকা ছিনতাই

গাজীপুর

সোনালী ব্যাংকের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল উপশাখার ওই টাকা জমা দিতে তাঁরা যাচ্ছিলেন।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

গাজীপুরে সোনালী ব্যাংকের একটি উপশাখার দুই কর্মকর্তা ও দুই আনসার সদস্যকে কুপিয়ে ও ফাঁকা গুলি ছুড়ে ব্যাংকের সাত লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল রোববার বিকেলে জেলা শহরের রথখোলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ব্যাংক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সোনালী ব্যাংকের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল উপশাখার ওই টাকা জমা দিতে আনসার সদস্যদের নিয়ে ব্যাংকের দুই কর্মকর্তা গাজীপুর কোর্ট বিল্ডিং শাখায় যাচ্ছিলেন। পথে রথখোলা এলাকায় তাঁরা হামলার শিকার হন। এ ঘটনার পর ওই এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন সোনালী ব্যাংকের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল উপশাখার ইনচার্জ আতিকা পারভীন সুরভী (৩৯) ও ক্যাশ কর্মকর্তা ফারজানা নাজনীন সিমু (২৭) এবং আনসার সদস্য আল আমিন (৩০) ও রাজু মিয়া (৪০)।

সোনালী ব্যাংকের গাজীপুর কোর্ট বিল্ডিং শাখার সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) গাজী শহীদুজ্জামান জানান, অন্যান্য দিনের মতো গতকাল শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল উপশাখা থেকে সাত লক্ষাধিক টাকা নিয়ে ওই চারজন অটোরিকশায় কোর্ট বিল্ডিং শাখায় জমা দিতে যাচ্ছিলেন। বিকেল পাঁচটার দিকে তাঁরা রথখোলা এলাকায় পৌঁছালে ছয়টি মোটরসাইকেলে করে ১২ জন যুবক এসে তাঁদের গতি রোধ করেন। প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র ছিল। তাঁরা অটোরিকশা থামিয়ে টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। বাধা দিলে ফাঁকা গুলি ছুড়ে ও চারজনকে কুপিয়ে টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে যান। আশপাশের লোকজন আহত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান।

টাকা লুটের ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আশপাশের দোকানপাটও বন্ধ হয়ে যায়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ঘটনাস্থলের পাশের এক ব্যবসায়ী *প্রথম আলোকে* বলেন, হঠাৎ কয়েকটি মোটরসাইকেল একটি অটোরিকশাকে ঘেরাও করে। পরে কয়েকটি গুলি করে কয়েকজনকে কুপিয়ে টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই যুবক ও মধ্যবয়সী।

গাজীপুর সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রাহেদুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে। ছিনতাইকারীদের গ্রেপ্তার ও টাকা উদ্ধারে অভিযান চলছে।

ডিগ্রিতে অটো পাসের দাবিতে উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ডিগ্রি পাস কোর্স সর্বোচ্চ তিন বছরের মধ্যে শেষ করার কথা থাকলেও ফাইনাল পরীক্ষার চূড়ান্ত ধাপ এখনো শেষ হয়নি।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ২০১৯-২০ পরীক্ষা না নিয়ে অটো পাসের দাবিতে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। গতকাল দুপুরে। প্রথম আলো

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ২০১৯-২০ পরীক্ষা না নিয়ে অটো পাসের দাবিতে শিক্ষার্থীরা উপাচার্য অফিস ঘেরাও করেছেন। গতকাল রোববার দুপুর ১২টায় প্রথমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। পরে উপাচার্য কার্যালয় ঘেরাও করেন তাঁরা।

কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ডিগ্রি শিক্ষার্থীদের হয়রানি ও বৈষম্য নিরসনের জন্য এবং ডিগ্রি প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ফলাফলের ভিত্তিতে তৃতীয় বর্ষের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করতে হবে। ডিগ্রি পাস কোর্স সর্বোচ্চ তিন বছরের মধ্যে শেষ করার কথা থাকলেও ফাইনাল পরীক্ষার চূড়ান্ত ধাপ এখনো শেষ হয়নি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ডিগ্রি কোর্সে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর বেশির ভাগই নিয়মিত, অনিয়মিত, প্রাইভেট ও সার্টিফিকেট কোর্সের এবং নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। জীবিকার তাগিদে পড়ালেখার পাশাপাশি অনেকেই কাজ করেন। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অনেক সময় চাকরিও ছেড়ে দিতে হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময়ে অনেকেই আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন।

শিক্ষার্থীরা বলেন, আন্দোলনে আহত শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। এ ছাড়া বন্যায় অনেকের পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই বৈষম্য নিরসনের জন্য মানবিক কারণে দ্রুততার ভিত্তিতে শেষ করে অবিলম্বে ডিগ্রি প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের সঙ্গে ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষের সব সেশনের ফাইনাল শিক্ষার্থীদের দ্রুত অটো পাস দিয়ে ফলাফল প্রকাশের অনুরোধ জানান তাঁরা।

এ বিষয়ে জানতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ এস এম আমানুল্লাহর মুঠোফোনে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি ফোন ধরেননি।

ছাত্রীদের ওপর হামলার বিচার দাবি

১৫ জুলাইয়ের ঘটনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে মামলা করে হামলাকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি।

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

জুলাই বিপ্লবে নারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার বিচারের দাবিতে নারী সমাবেশ। গতকাল বিকেলে রাজু ভাস্কর্যের সামনে। প্রথম আলো

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি চত্বরে নারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালান ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। ওই হামলার বিচারের দাবিতে সমাবেশ করেছেন রাজধানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের একদল নারী শিক্ষার্থী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে মামলা করে হামলাকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

গতকাল রোববার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে ওই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জুলাই বিপ্লবে নারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের দাবিতে 'নারী শিক্ষার্থীবৃন্দের' ব্যানারে সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

সমাবেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ইডেন মহিলা কলেজের সমন্বয়ক শাহিনুর সুমি বলেন, 'ক্ষমতার পালাবদল হলেও দেশে আমূল পরিবর্তন হয়নি। গণমাধ্যম নারীদের ওপর হামলা নিয়ে কেন কথা বলছে না? ছাত্রলীগ-যুবলীগ ও "পুলিশ লীগের" বিরুদ্ধে কেন মামলা করা হচ্ছে না? কেন তাদের বিচারের আওতায় আনা হচ্ছে না? মেয়েদের ভিসি চত্বরে যারা পিটিয়েছে, তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে।'

ইডেন মহিলা কলেজের ছাত্রী মেহেরুন নেসা বলেন, '১৫ জুলাই ছাত্রলীগ নামের সন্ত্রাসীরা ছাত্রীদের নির্যাতন-নিপীড়ন করেছে। তারাই এখন ক্লাসে আসছে। স্বাধীন দেশে এ ঘটনার বিচার না হওয়াটা লজ্জার।'

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী জেবনি সুলতানা বলেন, 'জুলাই বিপ্লবে নারী শিক্ষার্থীরা লীগের সন্ত্রাসীদের দ্বারা আক্রমণ, নির্যাতন ও হুমকির শিকার হয়েছেন। ফ্যাসিস্ট সরকারের হয়ে আমলাতন্ত্রের যেসব মানুষ এসবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আমরা তাঁদেরও বিচার দেখতে চাই।'

পরিচয় উল্লেখ না করে এক ছাত্রী বলেন, 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নারীদের অবদান ও নির্যাতিত হওয়ার চিত্র আমরা ভুলতে বসেছি।...প্রশাসনকে আমরা বলব, ফুটেজ দেখে ধরে ধরে তাদের বিচারের আওতায় আনুন।'

সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ। তিনি বলেন, 'গণ-অভ্যুত্থানের দুই মাস পেরোতে চললেও নারী শিক্ষার্থীদের বিচারের দাবিতে রাস্তায় নামতে হচ্ছে। তাহলে সরকার ও প্রশাসন কী করছে?'

এই সমাবেশের পর 'ফ্যাসিবাদবিরোধী শিক্ষার্থীবৃন্দ' ব্যানারে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে শিক্ষার্থীদের আরেকটি অংশ বিক্ষোভ সমাবেশ করে। ছাত্র অধিকার পরিষদের সাবেক নেতা জাহিদ আহসান এ কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন।

সমাবেশ থেকে তিন দফা দাবি জানানো হয়। দাবিগুলো হলো ১৫ জুলাইসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর ফ্যাসিবাদী শাসনামলের বিভিন্ন সময়ে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের দ্বারা পরিচালিত হামলার বিচার ও হামলাকারীদের ছাত্রত্ব বাতিল; 'জুলাই গণহত্যায়' সমর্থনকারী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা এবং ফ্যাসিবাদী সিন্ডিকেট বিলুপ্ত করে নতুন সিন্ডিকেট গঠন।

‘রাশিয়াকে হারাতে চায় পশ্চিমারা’

রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ গত শনিবার বলেছেন, পশ্চিমারা রাশিয়াকে হারাতে ইউক্রেনকে ব্যবহার করছে। গার্ডিয়ান

সংক্ষেপে

সৌদি আরব

৯ মাসে ১৯৮ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

চলতি বছরের ৯ মাসে সৌদি আরবে ১৯৮ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। সর্বশেষ গত শনিবার তিনজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঘোষণা দেওয়া হয়। তিন দশকের মধ্যে সৌদি আরবে এবারই সবচেয়ে বেশি বন্দীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরে শীর্ষ দেশ ছিল চীন, এরপর ইরান আর সৌদি আরব ছিল তৃতীয় অবস্থানে। ওই বছর সৌদিতে ১৭০ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। লন্ডনভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, সৌদি আরবে এ বছর মৃত্যুদণ্ডের সর্বোচ্চ সংখ্যা ২০২২ সালকে ছাড়িয়ে গেছে। ওই বছর ১৯৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল উপসাগরীয় দেশটি। এর আগে সর্বোচ্চ ১৯২ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল ১৯৯৫ সালে। সংস্থাটি ১৯৯০ সাল থেকে প্রতিবছর মৃত্যুদণ্ডের তালিকা প্রকাশ করে আসছে। সৌদি প্রেস এজেন্সি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে মৃত্যুদণ্ডের তথ্য প্রকাশ করেছে।
এএফপি, *দুবাই*

যুক্তরাষ্ট্র

দুই নভোচারীকে আনতে গেল মহাকাশযান

আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে আটকে পড়া দুই নভোচারী সুনিতা উইলিয়ামস ও বুচ উইলমোরকে আনতে নভোযান পাঠিয়েছে ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্স। গত ৫ জুন মার্কিন উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের তৈরি স্টারলাইনার মহাকাশযানে চড়ে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে যান নাসার দুই নভোচারী সুনিতা উইলিয়ামস ও বুচ উইলমোর। জুন মাসের মধ্যেই মহাকাশযানটিতে করে পৃথিবীতে ফিরে আসার কথা ছিল তাঁদের। কিন্তু নিজেদের মহাকাশযান থেকে হিলিয়াম গ্যাস ছড়িয়ে পড়ায় (লিকেজ) প্রত্যাশিত সময়ের বেশি সময় ধরে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। স্টারলাইনার মহাকাশযান মেরামতের বিভিন্ন উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার পর দুই নভোচারীকে ফেরাতে ড্রাগন ক্যাপসুল নামের মহাকাশযান পাঠিয়েছে ইলন মাস্কের মালিকানাধীন স্পেসএক্স। গত শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে ড্রাগন ক্যাপসুল।
বিবিসি

নভোচারী সুনিতা উইলিয়ামস ও বুচ উইলমোর। ছবি : এএফপি

সম্ভাব্য স্থল হামলা শুরুর লক্ষ্যে লেবাননের দক্ষিণ সীমান্তে ট্যাংক জড়ো করছে ইসরায়েলি বাহিনী। গতকাল সীমান্তের আপার গ্যালিলিও অঞ্চলে। ছবি : এএফপি

হিজবুল্লাহর রয়েছে ঘুরে দাঁড়ানোর ইতিহাস

লেবাননে ইসরায়েলি আগ্রাসন

২০০৮ সালে ইসরায়েল হিজবুল্লাহর সামরিক নেতা ইমাদ মুগনিয়াকে হত্যা করে, তারপরও সংগঠনটি আরও শক্তিশালী হয়েছে।

সিএনএন

হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরুল্লাহ মৃত্যুর খবর গত শনিবার নিশ্চিত করেছে সংগঠনটি। শুক্রবার বৈরুতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় তিনি নিহত হন। তাঁর মৃত্যু মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক ইতিহাসে একটি বড় ঘটনা হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু এর দীর্ঘমেয়াদি পরিণতি অনিশ্চিত। তাঁর মৃত্যু গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন সামনে এনেছে আর তা হচ্ছে, হিজবুল্লাহ নেতাদের এভাবে হত্যা করে কি সংগঠনটিকে দমিয়ে রাখা যাবে? এর সংক্ষিপ্ত উত্তর হচ্ছে, তাদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করা যাবে না। তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর ইতিহাস রয়েছে।

ইসরায়েলের নিজস্ব ইতিহাস থেকে জানা উচিত যে এ ধরনের হামলা সব সময় একটি সশস্ত্র গোষ্ঠীকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। এর আগে ২০০৮ সালে ইসরায়েল হিজবুল্লাহর সামরিক নেতা ইমাদ মুগনিয়াকে সিরিয়ার দামেস্কে হত্যা করে। তাঁকে হত্যার পর থেকে সংগঠনটি আরও শক্তিশালী হয়েছে। চার বছর আগে ইসরায়েল হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমেদ ইয়াসিনকে হত্যা করে। তাতেও হামাসকে দমানো যায়নি। দুই দশক পর তারা ইসরায়েলে বড় ধরনের হামলা করেছে। গত বছরের ৭ অক্টোবর হামলায় ১ দিনে ১ হাজার ২০০ জনকে হত্যা করেছে হামাস।

গত জুলাই মাসে ইসরায়েলি হামলায় নিহত হন হামাসের সামরিক শাখার প্রধান মোহাম্মদ দেইফ। তারপরও গাজায় যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে তারা।

যুক্তরাষ্ট্রের এভাবে সশস্ত্র সংগঠনের নেতাদের হত্যার ইতিহাস রয়েছে। ২০০৬ সালে ইরাকে আল-কায়েদা নেতা আবু মুসাব আল-জারকায়িকে হত্যা করে যুক্তরাষ্ট্র। একে তারা বড় সাফল্য হিসেবে দেখেছিল। কিন্তু আট বছর পর ইরাকে আল-কায়েদা আইসিস-রূপে আবির্ভূত হয়। এরপর পশ্চিমাদের ত্রাস হয়ে ওঠে।

২০১৬ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা পাকিস্তানে হামলা করে তালেবান নেতা মোল্লা আখতার মোহাম্মদ মনসুরকে হত্যা করেন। কিন্তু এখনো তালেবান আফগানিস্তানে ক্ষমতায়।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাগদাদে হামলা করে ২০২০ সালের জানুয়ারিতে ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডসের কুদস ফোর্সের

> ইরাকে আল-কায়েদা নেতা আবু মুসাব আল-জারকায়িকে হত্যা করে যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু পরে আল-কায়েদা আইসিস-রূপে আবির্ভূত হয় ইরাকে।

> চার বছর আগে ইসরায়েল হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমেদ ইয়াসিনকে হত্যা করে। কিন্তু তাতেও হামাসকে দমানো যায়নি।

প্রধান কাশেম সোলাইমানিকে হত্যা করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু ইরানের আঞ্চলিক শক্তি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে দমাতে পারেনি। এরপরও হিজবুল্লাহ, হামাস ও ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা ইসরায়েল ও ইরাকে মার্কিন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করে যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র তালেবান, হুতি, হামাস, আইসিস ও হিজবুল্লাহকে সন্ত্রাসী সংগঠনের তকমা দিয়েছে।

সশস্ত্র গোষ্ঠীকে কীভাবে নিষ্ক্রিয় করা যায়

কোনো সশস্ত্র গোষ্ঠীকে নিষ্ক্রিয় করতে হলে যতটা সম্ভব এর নেতা ও মধ্যসারির ব্যবস্থাপকদের টেকসই অভিযানের মাধ্যমে সরিয়ে দিতে হবে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান নিউ আমেরিকার তথ্য অনুযায়ী, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ২০০৮ সালে আফগানিস্তান সীমান্তে আল-কায়েদার অনেক নেতাকে এভাবে হত্যা করেছিল।

পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে ওসামা বিন লাদেনকে হত্যায় অংশ নেওয়া মার্কিন নেভি সিলের উদ্ধার করা নথি অনুযায়ী, আল-কায়েদার নেতারা নিয়মিত তাঁদের অনুসারীদের বার্তা দিতেন যাতে তাঁরা মার্কিন ড্রোন থেকে দূরে থাকেন। যেসব মেঘলা দিনে ড্রোনের কার্যকারিতা কম থাকে, সেসব দিনেই কেবল তাঁরা চলাফেরা করতেন। ওসামা বিন লাদেনের মৃত্যু জঙ্গিদের প্রতি আল-কায়েদার আবেদন ও হামলা চালানোর ক্ষমতা কমাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

ওসামার উত্তরসূরি আয়মান আল-জাওয়াহিরির আল-কায়েদাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ক্যারিশমা বা সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল না।

নাসরুল্লাহর হত্যাকে ইসরায়েলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার বলা যায়। তবে ইতিহাস বলে, হিজবুল্লাহ আবার ঘুরে দাঁড়াবে এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের দীর্ঘ লড়াই চালু রাখতে অন্য নেতাদের দায়িত্ব বণ্টন করে দেবে।

১৪৪ ধারা ভেঙে পিটিআইয়ের বিক্ষোভ, লাঠিপেটা-গ্রেপ্তার

ডন, *রাওয়ালপিন্ডি*

পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) রাওয়ালপিন্ডির লিয়াকতবাগে গত শনিবার সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছিল। পরে সমাবেশের পরিবর্তে একই স্থানে বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়। কিন্তু লিয়াকতবাগে যাওয়ার সব কটি পথ কনটেইনার দিয়ে বন্ধ করে দেয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। বিক্ষোভ ঠেকাতে ১৪৪ ধারা জারি করে পাঞ্জাব পুলিশ।

শেষ পর্যন্ত ১৪৪ ধারা ভেঙে এবং পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে লিয়াকতবাগের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন পিটিআই নেতা-কর্মীরা। এ নিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে তাঁদের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। গ্রেপ্তার করা হয় শতাধিক নেতা-কর্মীকে। পিটিআই চেয়ারম্যান গহর আলীকেও কিছুক্ষণের জন্য হেফাজতে নেয় পুলিশ।

দলের প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে পিটিআই এ বিক্ষোভের ডাক দেয়। এ বিক্ষোভ ঘিরে শনিবার কার্যত অবরুদ্ধ ছিল রাওয়ালপিন্ডি। লিয়াকতবাগের দিকে যাওয়ার সব পথ কনটেইনার দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২৫টির বেশি প্রবেশমুখ বন্ধ করে কাঁদানে গ্যাসের শেল ও রাবার বুলেট নিয়ে অবস্থান নেন দাঙ্গা দমনে প্রশিক্ষিত পুলিশ সদস্যরা। বিক্ষোভ দমাতে ৪ হাজার ২০ পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়।

দুপুরের পর ছোট ছোট দলে লিয়াকতবাগ অভিমুখে রওনা হন পিটিআই নেতা-কর্মীরা। পুলিশি বাধা এড়াতে জনবহুল এলাকার গলিপথ দিয়ে এগিয়ে মুরি সড়কে অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করেন তাঁরা। তবে পুলিশের বাধায় শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। এ সময় পুলিশের সঙ্গে তাঁদের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে পুলিশ তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

এর কিছুক্ষণ পর কলেজ রোডে জড়ো হন পিটিআই নেতা-কর্মীরা। তবে সড়কটি কনটেইনার দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল পুলিশ। বিক্ষোভকারীরা কনটেইনার সরানোর চেষ্টা করলেও পুলিশের মুহুর্মুহু কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপের ফলে পিছু হটেন তাঁরা।

পরে বিকেলে রাওয়ালপিন্ডি জেলা আদালতে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেন পিটিআইয়ের আইনজীবীরা।

দুই অঙ্গরাজ্যে তীব্র লড়াই হবে

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

মিশিগান ও উইসকনসিনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, জরিপে মিশিগানে কমলার সমর্থন ৪৮ শতাংশ আর ট্রাম্পের সমর্থন ৪৭ শতাংশ।

কমলা হ্যারিস

ডোনাল্ড ট্রাম্প

রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে দোদুল্যমান দুই অঙ্গরাজ্য মিশিগান ও উইসকনসিন। এখানে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে জনসমর্থনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। *দ্য নিউইয়র্ক টাইমস* ও সিয়েনা কলেজের গত শনিবারের প্রকাশ করা জরিপে বিষয়টি উঠে এসেছে।

জরিপে দেখা গেছে, মিশিগানে কমলার সমর্থন ৪৮ শতাংশ আর ট্রাম্পের সমর্থন ৪৭ শতাংশ। অন্যদিকে উইসকনসিনে কমলার সমর্থন ৪৯ শতাংশ আর ট্রাম্পের ৪৭ শতাংশ। ২১ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টেলিফোনে ভোটারদের মতামত নেওয়া হয়। মিশিগানে ৬৮৮ ও উইসকনসিনে ৬৮৯ জন ভোটার তাঁদের মতামত দেন। এ জরিপে অবশ্য মার্জিন অব এরর বা ভুলের মাত্রা ৪ শতাংশ।

জরিপে আরও দেখা গেছে, নেব্রাস্কায় ট্রাম্পের চেয়ে ৯ পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছেন কমলা। এখানকার ইলেকটোরাল কলেজ ভোট অবশ্য মাত্র একটি। কিন্তু এটিও নির্বাচনের ফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

এদিকে মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এক সপ্তাহ ধরে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের চেয়ে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিষয়ে বেশি বেশি কথা শুনছেন দেশটির নাগরিকেরা। সিএনএনের করা জরিপে বিষয়টি উঠে এসেছে। দ্য ব্রেকথ্রু নামে জরিপে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারকালে মার্কিন ভোটাররা কী শুনছেন, পড়ছেন ও দেখছেন, তা খতিয়ে দেখা হয়।

গত সপ্তাহগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ খবর হিসেবে কমলা ও ট্রাম্পের মধ্যে নির্বাচনী বিতর্ক, ফ্লোরিডায় ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তারের মতো বিষয়গুলো সংবাদের শিরোনাম হয়ে ওঠে। তবে সিএনএনের তথ্য বলছে, এ সপ্তাহে দুই প্রার্থীর সমর্থকেরা যেসব কথা শুনেছেন, তার মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য দেখা গেছে। রিপাবলিকান প্রার্থীরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন গত মাসে ফ্লোরিডায় ট্রাম্পের ওপর গুলি করার ঘটনার ওপর। অন্যদিকে ডেমোক্র্যাটরা বলছেন, তাঁরা ওহাইওতে হাইতি অভিবাসীরা বিড়াল ধরে খাচ্ছেন বলে যে ভিত্তিহীন অভিযোগ উঠেছে, সে কথা বেশি শুনেছেন।

২০ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর সিএনএনের পক্ষে করা এসএসআরএস ও ভেরাসাইটের জরিপে দেখা গেছে, এক-তৃতীয়াংশ ভোটার বলেছেন, তাঁরা ট্রাম্পের সম্পর্কে খবর শুনেছেন বেশি। এর আগে আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে দুজনের বিষয়ে খবর শোনার হার সমান ছিল।

রিপাবলিকানদের পক্ষ থেকে গুপ্তহত্যাসহ ট্রাম্পকে হত্যা-সম্পর্কিত শব্দ বেশি শোনার কথা বলা হয়েছে। ডেমোক্র্যাটরা এখনো বিতর্কে কমলার ফলাফল নিয়ে কথা বলে যাচ্ছেন। এর মধ্যে হাইতি অভিবাসীদের বিড়াল ধরে খাওয়ার মতো বিষয়গুলো।

ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান সমর্থকদের মধ্যে খবর শোনা, পড়া ও দেখার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও স্বতন্ত্র ভোটারদের মধ্যে তাঁরা দুই ধরনের কথাই শুনেছেন। এর বাইরে নির্বাচনী প্রচার, নির্বাচন শব্দগুলো তাঁরা বেশি শুনেছেন।

এ ঘটনা মধ্যপ্রাচ্যের জন্য এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্য চরম বিপজ্জনক একটা মুহূর্ত

হিজবুল্লাহপ্রধান হাসান নাসরুল্লাহর হত্যাকাণ্ড নিয়ে দ্য ডন-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

নিষিদ্ধ পলিথিন

বাস্তবায়নে জনগণকেও সচেতন হতে হবে

পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর জেনেও আমরা বছরের পর বছর পলিথিন বা পলিপ্রোপাইলিন শপিং ব্যাগ ব্যবহার করে আসছি। বিএনপি সরকার ২০০২ সালে পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করে একটি আইনও করেছিল; যদিও তা সংশ্লিষ্টদের অবহেলা ও অমনোযোগিতার কারণে বাস্তবায়িত হয়নি। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় পলিথিনের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়।

এই পটভূমিতে নিষিদ্ধ পলিথিন ও পলিপ্রোপাইলিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন, মজুত, পরিবহন, বিপণন ও ব্যবহার বন্ধের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। কাঁচাবাজারসহ দেশের সব ধরনের বাজার কর্তৃপক্ষ ১ অক্টোবর থেকে নিজ উদ্যোগে অবৈধ পলিথিন শপিং ব্যাগ বর্জন করবে—এই আশাবাদ ব্যক্ত করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, পরিবেশ অধিদপ্তর সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। সরকারের পাশাপাশি ব্যবসায়ীদেরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। পলিথিনের বিকল্প হিসেবে সব সুপারশপে বা শপের সামনে পাট ও কাপড়ের ব্যাগ ক্রেতাদের জন্য রাখা হবে বলেও জানান তিনি।

গত বুধবার দোকান মালিক সমিতি ও প্লাস্টিক পণ্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরামর্শক সভায় পরিবেশ উপদেষ্টা পরিবেশের সুরক্ষা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য প্লাস্টিক ব্যবহারের বিকল্প খুঁজে বের করার ওপর জোর দেন। এর আগে ২৯ সেপ্টেম্বর পরিবেশ অধিদপ্তরে প্লাস্টিকের বিকল্প মেলার আয়োজন করা হয়েছে। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধের বিষয়টি প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু জনসচেতনতা বাড়াতে সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের কাজে লাগানোর যে উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে, সেটি খুব বেশি কার্যকর হয়নি।

প্রথম আলোর খবর থেকে জানা যায়, দেশে তিন হাজার কারখানায় দিনে ১ কোটি ৪০ লাখ প্লাস্টিক-পলিথিন ব্যাগ উৎপাদিত হয়। পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করে আইন থাকা সত্ত্বেও ৮০ শতাংশ মানুষ প্রতিদিন পলিথিন ও প্লাস্টিকসামগ্রী ব্যবহার করছেন। দেশের প্লাস্টিক ও পলিথিন মূলত মাটি ও নদীতে গিয়ে জমা হয়। এসব সামগ্রী জমে কী ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হয়, তার প্রমাণ বুড়িগঙ্গাসহ ঢাকার চারপাশের নদীগুলো। পলিথিন ও প্লাস্টিক জমে যাওয়ার কারণে এসব নদী খনন করাও যাচ্ছে না। বাংলাদেশ পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের (বাপা) হিসাব অনুযায়ী, শুধু ঢাকাতেই প্রতিদিন প্রায় দুই কোটি পলিথিন ব্যাগ জমা হয়। পলিথিন ছাড়া অন্য প্লাস্টিক বর্জ্যও পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি।

সরকার ১ নভেম্বর থেকে পলিথিন কারখানাগুলোয় অভিযান চালানোর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমরা তাকে স্বাগত জানাই। তবে এ ক্ষেত্রে কারখানার শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের কথাও ভাবতে হবে। সরকারের উচিত বিকল্প ব্যাগের কারখানা প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করা। ক্রেতারা সাশ্রয়ী দামে পলিথিন ব্যাগ পান বলেই কিনে থাকেন। তাঁরা সাশ্রয়ী দামে না পেলে অন্য ব্যাগ কিনতে তাঁরা উৎসাহী হবেন না। তবে ক্ষতিকর পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ করতে হলে সরকারের সিদ্ধান্ত ও একক উদ্যোগই যথেষ্ট নয়। এ বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে। মানুষকে পলিথিনের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে জানাতে হবে।

কথায় বলে, 'আপনি আচরি ধর্ম শেখাও অপরে।' সরকারের নীতিনির্ধারকেরা তার কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্লাস্টিক সামগ্রী নিষিদ্ধ করতে কাচের গ্লাস ব্যবহার করা হচ্ছে। অন্যদিকে ডিসেম্বরের মধ্যে সচিবালয়কে 'ওয়ান টাইম বা একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিক'মুক্ত করার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সেটা বাস্তবায়িত হবে আশা করা যায়। নীতিনির্ধারকেরা পলিথিন ও প্লাস্টিক সামগ্রী বর্জন করলে সাধারণ মানুষও এসব ব্যবহার করার ক্ষেত্রে দশবার চিন্তা করবেন।

দেড় মাস ধরে বন্যার পানি

এলাকাবাসীর ভোগান্তি দূর করুন

দেশের পূর্বাঞ্চল স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় আক্রান্ত হয়। দেড় মাস আগে সেই বন্যায় ফেনী ও কুমিল্লা জেলা নিয়ে দেশজুড়ে চরম উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। উদ্ধার কার্যক্রম ও ত্রাণসহায়তায় সরকারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগে সেই দুর্যোগের প্রাথমিক ধাক্কাটা মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু দুর্যোগ-পরবর্তী অনেক সংকট এখনো থেকে গেছে দুর্গত এলাকাগুলোতে। দেড় মাস পরও কোনো কোনো এলাকা এখনো পানিবন্দী হয়ে আছে। সেসব এলাকার ভোগান্তি দূর করা এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রথম আলোর প্রতিবেদন জানাচ্ছে, এবারের বন্যায় কুমিল্লার ১৭টি উপজেলার মধ্যে ১৪টিতেই পরিস্থিতি খুব খারাপ ছিল। অন্যান্য উপজেলার তুলনায় মনোহরগঞ্জের বন্যার পানি এখনো তেমন নামেনি। দেড় মাস পরও উপজেলাটির অর্ধলক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী। মনোহরগঞ্জে এখনো ৭০ শতাংশ গ্রামীণ সড়ক পানিতে তলিয়ে রয়েছে। মনোহরগঞ্জ ছাড়া পাশের লাকসাম ও নাঙ্গলকোট উপজেলার দক্ষিণের কয়েকটি স্থানেও বানের পানি সেভাবে নামতে না পারায় এসব এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। মূলত জমে থাকা বন্যার পানি রূপ নিয়েছে দীর্ঘমেয়াদি জলাবদ্ধতায়। এতে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন বাসিন্দারা। এমন পরিস্থিতিতে সেখানে পানিবাহিত বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে।

স্থানীয় লোকজন বলছেন, এই উপজেলা থেকে বন্যার পানি দুভাবে নামার কথা। একটি ডাকাতিয়া নদী। বর্তমানে নদীর বেশির ভাগ এলাকা কচুরিপানায় ভর্তি। নদীর প্রধান শাখা খালগুলোরও একই অবস্থা। ডাকাতিয়া নদীর নদনা খালের মুখে নির্মিত স্লুইসগেট এখন গলার কাঁটা হয়ে আছে। দেড় যুগ আগে প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয়ে কুমিল্লা পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) গেটটি নির্মাণ করে। নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পরের বছরই সেটি অকেজো হয়ে পড়ে। সেটি আর মেরামত বা সংস্কার করা হয়নি।

পাউবো কর্মকর্তারা বলছেন, অবাধে নদী, খাল ও জলাশয় দখল-ভরাটের কারণে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। খাল দখল ও ভরাটের কারণে পানি চলাচলের পথ বন্ধ হওয়ায় বন্যার পানি দ্রুত নামতে পারছে না। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বক্তব্য, 'আমরা যেখানেই খবর পাচ্ছি, সেখানেই নদী-খালের বাঁধ অপসারণে অভিযান চালাচ্ছি। পানি কেন কমছে না, তা খতিয়ে দেখতে ছয় সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি করা হয়েছে।'

আমরা আশা করব, স্লুইসগেটটা মেরামত বা সংস্কারে দ্রুত পদক্ষেপ নেবে পাউবো। প্রশাসন অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাতেও পানি নামছে না। মাছ চাষের জন্য যাঁরা পানি নামার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন, নদী ও খাল ভরাট ও দখলে নিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

আর নদী-খাল ও জলাশয় দখলমুক্ত করতে নাগরিক আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরি।

চিঠিপত্র

কারখানার বর্জ্য

স্বাধীনতার পর এ দেশে শিল্পকারখানার সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩। বর্তমানে উৎপাদনমুখী কলকারখানার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫০ হাজার। এর মধ্যে বৃহৎ কারখানা প্রায় তিন হাজার। বিভিন্ন ধরনের কলকারখানার মধ্যে রয়েছে লেদার করপোরেশন, গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড, ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, রাবার ইন্ডাস্ট্রি, ট্যানারিজ লিমিটেড, দুগ্ধ কারখানা, মেটাল ইন্ডাস্ট্রি, সিল্ক মিলস লিমিটেড, কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি, চামড়া ইন্ডাস্ট্রি, প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি ইত্যাদি। এসব কলকারখানা থেকে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুরসহ অসংখ্য জলাশয়ে নির্গত হচ্ছে।

এক গবেষণায় দেখা গেছে, মোট বায়ুদূষণের ৫০ শতাংশের বেশি, নদীদূষণের প্রায় ৬০ শতাংশ এবং শব্দদূষণের প্রায় ৩০ শতাংশ শিল্পকারখানা থেকে সৃষ্ট। এসব কলকারখানা থেকে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর পদার্থ নির্গত হয়। এর মধ্যে রয়েছে ভারী ধাতু আর্সেনিক, সিসা, মার্কারি, ক্রোমিয়াম ইত্যাদি। এ ছাড়া রয়েছে অ্যানিলিন, সালফায়েড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, ক্যালসিয়াম অক্সাইড, ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড ইত্যাদি।

কলকারখানার এসব বর্জ্য দ্বারা দূষিত পানি মানবদেহে প্রাণঘাতী ক্যানসার, স্নায়বিক রোগ, হৃদ্‌রোগ, পেটের পীড়া ইত্যাদি সৃষ্টি করছে। এ ছাড়া কলকারখানার এসব বর্জ্য জলাশয়ের মাছ এবং জমির ধান ও নানা ধরনের ফসলের ক্ষতি সাধন করে থাকে। ফসল ও পরিবেশকে এই ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে শিল্প কলকারখানা কর্তৃপক্ষ যাতে বর্জ্য শোধনাগার স্থাপন করে, সে ব্যাপারে সরকারের তদারকি বাড়াতে হবে। আসুন আমাদের পরিবেশ সজীব ও সুন্দর করি।

মো. শাহাজাহান হোসেন
শিক্ষার্থী, ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী সমাজ

ফ্যাসাদ তৈরির 'প্ল্যান বি' রোখা যাবে কীভাবে

আলতাফ পারভেজ

সারা দেশে মাজারে হামলার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফকিরি গান ও ভাব আলোচনা। ছবি : প্রথম আলো

রাজনীতি তাঁদের পেশা নয়। তাই স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র-জনতা সেপ্টেম্বর থেকেই লেখাপড়ায়, নিজ পেশায় ফিরতে চাইছেন। আগস্টে থেমে যাওয়া নিত্যদিনের রুটিনে আবার সচল হতে চাইছে সমাজ। মন বসাতে চাইছে যার যার জীবনধারায়। সময় পেলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঢুকে একপলক দেশের হালহকিকতও বুঝতে চাইছে। তবে সেখানে শান্তি ও স্বস্তির বার্তা কম। উল্টো মনে হয় গণ-অভ্যুত্থানের শক্তিগুলোর মধ্যে দূরত্ব তৈরির পরিকল্পিত চেষ্টা চলছে সেখানে। ব্যাপারগুলো অবজ্ঞা করার মতোও নয়।

'৩৭ জুলাই' থেকে এ রকম অপচেষ্টার শুরু। একের পর এক জ্বালানি জোগানো হচ্ছে গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী সমাজে কোলাহল ও কলহ বাড়াতে।

প্রথমে দাবিদাওয়া তুলে ধরতে আসা বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষদের হরেদরে 'লীগ' বলে আখ্যায়িত করা শুরু হয়। ফলে অনেক পেশার মানুষ নিজেদের দাবি নিয়ে চুপ হয়ে যেতে বাধ্য হন। দেখা গেল শ্রমিকদের 'শিল্পবিরোধী' জনগোষ্ঠী হিসেবে দেখানোর অপচেষ্টাও। অথচ তাঁদের কিছু ন্যায্য দাবি পরে ঠিকই মানা হলো। অন্য পেশাজীবীরা অতটা মরিয়া নয় বলে চুপচাপ বিষণ্ন হয়ে থাকছেন।

তারপর, অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে বিএনপির দূরত্ব তৈরির একটি চেষ্টা হলো। একটি বিশেষ দলের সেই চেষ্টা বিএনপি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এড়িয়ে গেল। কিন্তু স্বৈরাচারবিরোধী কাফেলায় ফাটল একটু থেকেই গেল।

তৃতীয় পর্যায়ে কিছু কিছু জায়গায় 'লীগ' তাড়ানোর নামে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের গণ-অভ্যুত্থানের পরিসর থেকে দূরে ঠেলার চেষ্টা হলো। অনলাইনে ঘোষণা দিয়ে মাজার ভাঙা শুরু হলো। প্রশ্ন ওঠানো হলো পূজার জায়গা নিয়েও। যদিও বাস্তবে এসব কয়েক শ বা হাজার মানুষের কারবার মাত্র, কিন্তু দেশে-বিদেশে এতে গণ-অভ্যুত্থানের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলো। বিদেশে দূতাবাসগুলোতে কর্মকর্তাদের সেসব নিয়ে জবাবদিহি করায় ব্যস্ত হতে হলো। অথচ মাজার, পূজা, নামাজ কিছু নিয়ে গণ-অভ্যুত্থানের দিনগুলোতে কোনো তরফে কোনো আপত্তি ছিল না। সব ধর্ম-সংস্কৃতির অনুসারীদের একসঙ্গে নিয়েই সফল হয়েছিল গণ-অভ্যুত্থান।

এর মাঝেই চতুর্থ পর্যায়ে কয়েকজন পাহাড়িকে মেরে জাতিগত দূরত্ব বাড়ানোর অপচেষ্টা হলো। পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঘিরে অনেক অসত্য ভুয়া সংবাদের ফটোকার্ডে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ভরে গেল। এতেও দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের নবীন সরকার নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থায় বিস্তর প্রশ্ন উঠতে শুরু করল।

পঞ্চম পর্যায়ে খামাখাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্তন শিক্ষার্থী, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মীদের আসা-যাওয়াকে ঘিরে 'বহিরাগত' ইস্যু তৈরির একটা হাস্যকর চেষ্টা দেখা গেল। মনে হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক চরিত্র থেকে একে বিচ্ছিন্ন না করে কারও ঘুম হচ্ছে না। যেন কথিত এই 'বহিরাগত'দের জন্য সেখানকার শিক্ষা-গবেষণা সব আটকে আছে।

ষষ্ঠত, ছাত্ররাজনীতি বন্ধের বিষয়টিতে বিতর্ক হবে জেনেও এর বাস্তবায়নে বাড়তি আগ্রহ দেখা যেতে থাকল বিশেষ মহলে। এতে শিক্ষাঙ্গনে এত দিনকার ঐক্যের পরিবেশটি অপ্রয়োজনীয়ভাবে বিধ্বস্ত হলো। একই সঙ্গে কয়েকটি মহল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'সাংস্কৃতিক যুদ্ধের' জ্বালানি জোগানো হতে থাকল নিয়মিত। সবই হলো বা হচ্ছে 'শহীদ'দের দোহাই দিয়ে।

জাতীয় সংগীত গেয়ে অভ্যুত্থানের পথে বহু সমাবেশ হয়েছে। কিন্তু '৩৭ জুলাই' পার হতেই সেটা নিয়ে প্রশ্ন তুলে 'ভাগ করো' নীতির ঢেউ তোলা হলো।

এরপর দেখছি, সুপরিচিত শিক্ষক, শিল্পী প্রমুখকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আক্রমণ। সরকার যখন এ রকম কাউকে কোনো কাজে নিয়োগ দিচ্ছে, তখন আদর্শিকভাবে পছন্দ না হলেই নিয়োগপ্রাপ্তদের কাউকে কাউকে বিতর্কিত করার পরিকল্পিত প্রচেষ্টা শুরু হলো। কোনো বিষয়ে আপত্তি তোলার জন্যও যে যোগ্যতা দরকার, তার তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। প্রতিক্রিয়াশীল জমায়েত ক্ষমতার এ রকম জীবন্ত হুমকি দেখে সম্ভাব্য যোগ্যরাও সরকারের প্রয়োজনে সাড়া দিতে ইতস্তত করেন এখন। অথচ দেশ-বিদেশে বহু স্কলার এই সময় দেশ গঠনে বিনা পারিশ্রমিকে যুক্ত হতে আগ্রহী ছিলেন। আমরা দেখছি 'মবের' দাবির মুখে পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জনের জন্য গঠিত সমন্বয় কমিটি বাতিল করে দিল। এর মানে সংস্কারের একটি উদ্যোগ শুরুতেই হোঁচট খেল।

এই তালিকার অষ্টম প্রচেষ্টাটি বোধ হয় সবচেয়ে আত্মঘাতী। গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব দাবি করে গুটিকয় দাবিদার সক্রিয় হয়ে গেলেন। তাঁদের 'দাবি'তে মোহর দেওয়ার লোকেরও অভাব হলো না। রাজধানী থেকে জেলা শহর পর্যন্ত জুলাই-আগস্টে যে লাখ লাখ সাধারণ মানুষ আন্দোলন করেছেন, মিছিলে ছিলেন, তাঁরা অবাক হয়ে বিচ্ছিন্নতার বোধে আক্রান্ত হলেন। মনে হলো কোনো এক অদৃশ্য হাত গণ-অভ্যুত্থানের মালিকানা থেকে তাঁদের সরাতে নেমেছে। অথচ জনপদ থেকে জনপদে এখনো রক্তের দাগ শুকায়নি। মাতমও থামেনি।

জুলাই-আগস্টের আন্দোলনের চরিত্র অন্তর্ভুক্তিমূলক। এ রকম সব প্রয়াসের মিলিত ফল, উদ্দেশ্য হতে পারে সেই অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্র নষ্ট করা। আরও সহজ করে বললে, প্রশাসনিক-রাজনৈতিক-সংস্কারমূলক লক্ষ্যগুলোতে বাধা তৈরি। পাশাপাশি দেশে-বিদেশে আন্দোলনের চরিত্রহনন এবং ঐক্যের জায়গাটা নষ্ট করা। এর ভিন্ন একটা 'প্রাপ্তি'ও আছে অনেকের জন্য। এতে করে গত দেড় দশকের আমলাতন্ত্রকে মোটামুটি অক্ষত রাখা যাচ্ছে। বিশেষভাবে শত শত শহীদের ন্যায়ভিত্তিক বাজারব্যবস্থার প্রত্যাশাও পুরোপুরি আড়ালে থাকছে।

এ রকম সব 'প্রকল্পে'র পার্শ্বফলও আছে। আন্দোলনের প্রতিপক্ষ শক্তি অল্প সময়ের ভেতর গণ-অভ্যুত্থানের ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করতে পারবে বলে আশা করতেই পারে এখন। সন্দেহ করা যায় যে সমাজে ফ্যাসাদ তৈরির এই কাজগুলো হচ্ছে পুরোনো ফ্যাসিবাদী শক্তিরই নানা ভ্রাতৃপ্রতিম উপদলের। যদিও আপাতদৃষ্টে তা কার্যকর হচ্ছে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নানা আদলে। সম্ভবত এটা তাদের অসামরিক প্ল্যান বি।

এ রকম বিপজ্জনক প্রবণতাগুলো রুখতে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক শক্ত উদ্যোগ দৃশ্যমান নয়। ফলে জনতার মাঝে গণ-অভ্যুত্থানের অন্তর্গত শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে সন্দেহ-অবিশ্বাস বাড়ছে। গাজীপুরসহ বিভিন্ন জায়গায় ছাত্র-শ্রমিক-জনতার পুরোনো ঐক্য ধরে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু এ-ও বেশ স্পষ্ট যে অন্তর্বর্তী সরকার নয়; বাইরের কিছু দল, গোষ্ঠী, ব্যক্তি সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করেই সব সিদ্ধান্ত দিতে চাইছে। 'মব জাস্টিস'কেই আইন বলতে চাইছে তারা। নিজেরাই তারা 'গণপরিষদ' হয়ে উঠতে চাইছে। মাঠপর্যায়ে জনপ্রতিনিধি না থাকায় এক শ-দুই শ অনুসারীকে একত্র করেই অনেকে জাতীয় বিভেদরেখা বাড়িয়ে ঘটিয়ে ফেলছেন আন্তর্জাতিক মনোযোগে আসার মতো অঘটন। হতবিহ্বল পুলিশ এসব থামানোর জায়গায় নেই আর।

এই অবস্থা রুখে নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠকে আবার সক্রিয় করতে পারে নির্দলীয় ধাঁচের স্থানীয় সরকার নির্বাচন। বিভিন্ন দলের মার্কা বাদ দিয়ে স্থানীয় সরকারের এক-দুটি স্তরে এখনই নির্বাচন দরকার। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসনে দলীয় চাপ না থাকলে এ রকম নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হতে বাস্তব কোনো বাধা নেই। জাতীয় নির্বাচনকে সম্ভাব্য সংস্কারের পরের করণীয় হিসেবে রেখে স্থানীয় সমাজকে বিভেদবাদীদের হাত থেকে বাঁচাতে এখনই দরকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাজ করতে দেওয়া। কেবল এই পথেই 'জুলাই-আগস্টের' ছাত্র-জনতা 'সমাজে' চালকের আসন ধরে রাখতে পারবে।

● **আলতাফ পারভেজ** গবেষক ও লেখক

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত

নাসরুল্লাহকে হত্যা করে হিজবুল্লাহকে কি দমানো যাবে

আব্বাস নাসির

হিজবুল্লাহ নেতা সৈয়দ হাসান নাসরুল্লাহকে ইসরায়েল হত্যা করেছে। এর মধ্য দিয়ে দেশটি বিশ্বকে হয়তো তার ক্ষমতা দেখাতে চেয়েছে। কিন্তু দেশটির ফিলিস্তিন দখল, গাজায় গণহত্যা চালানো এবং লেবাননের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক সামরিক কার্যকলাপকে বিশ্ব কোন চোখে দেখে, তা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে স্পষ্ট হয়েছে।

দুদিন আগে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা দিতে যখন মঞ্চে ওঠেন, তখন আমরা সেখানে থাকা বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের একসঙ্গে উঠে যেতে দেখলাম। নেতানিয়াহুর বিভ্রান্তিকর বক্তৃতার পর শুধু ইসরায়েলি প্রতিনিধি ও গণহত্যা সমর্থনকারীদেরই গ্যালারিতে বসে হাততালি দিতে এবং উল্লাস করতে দেখলাম।

তবে নেতানিয়াহুর জন্য সবচেয়ে বিব্রতকর মুহূর্ত আসে তখন, যখন তিনি 'সন্ত্রাসবাদ' নির্মূল করার এবং সৌদি আরবের মতো অংশীদারদের সঙ্গে একজোট হয়ে একটি শান্তিপূর্ণ অঞ্চল গড়ার কথা বলছিলেন। তিনি যখন এ কথা বলছিলেন, তখন ক্যামেরা সৌদি প্রতিনিধির আসনে তাক করা হয়। বড় স্ক্রিনে দেখা যায়, আসনে জ্বলজ্বল করা হরফে লেখা রয়েছে, 'সৌদি আরব', কিন্তু আসন ফাঁকা; কারণ নেতানিয়াহু মঞ্চে ওঠামাত্রই তাঁর ভাষণ বর্জন করে সৌদির প্রতিনিধি উঠে চলে গেছেন।

গাজায় ও পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের ওপর দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েল গণহত্যা চালিয়ে আসছে এবং এখন লেবাননে মুসলমানদের ওপর তারা গণহত্যা চালাচ্ছে। এসব গণহত্যা বন্ধে ইসরায়েলকে বাধ্য করতে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলের সমর্থক অন্য পশ্চিমা দেশগুলোকে চাপ দিতে আরব বিশ্বের বৃহত্তর অংশের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। তবে আরব দেশগুলোর রাজপথে সাধারণ মানুষ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। সেই জনমতের প্রতিফলন হিসেবে জাতিসংঘে এই গণবর্জনের সিদ্ধান্ত এসেছে।

মধ্যপ্রাচ্যে হিজবুল্লাহই একমাত্র শক্তি, যারা পাঁচ দশক ধরে সফলভাবে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর মুখোমুখি হয়েছে। ২০০৬ সালের সংঘাতে তারা ইসরায়েলকে একটি বড় ধাক্কা দিয়েছিল এবং ইসরায়েলকে পিছু হটতে বাধ্য করেছিল। এই ঘটনার পর হাসান নাসরুল্লাহ আরব বিশ্বের এক জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েলকে সফলভাবে মোকাবিলা করে আসা হিজবুল্লাহকে দুর্বল করতে ইসরায়েল নিজের এবং পশ্চিমা মিত্রদের আর্থিক ও গোয়েন্দা সম্পদ ব্যবহার করে নানা পরিকল্পনা করে এসেছে।

হিজবুল্লাহ ও ইরানের অন্য সহযোগীরা যখন সিরিয়ার সরকারি বাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে সিরিয়ার ওপর চাপিয়ে দিতে চাওয়া সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আইএসের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছিল এবং সন্ত্রাসীদের থামিয়ে দিয়েছিল, সম্ভবত তখন থেকেই ইসরায়েল হিজবুল্লাহকে নিষ্ক্রিয় করার ব্যাপারে বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। অনেকেই বিশ্বাস করেন, হঠাৎ করে আবির্ভূত এই আইএস সন্ত্রাসী গোষ্ঠীটি আসলে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার পরিকল্পনায় সৃষ্টি হয়েছিল, অথবা নিদেনপক্ষে ইসরায়েল থেকে তারা বিপুল সহায়তা পেয়েছিল। হিজবুল্লাহ এবং ইরান, ইয়েমেন ও সিরিয়ার সমন্বয়ে গঠিত তথাকথিত প্রতিরোধ অক্ষটি হলো শিয়া। মজার বিষয় হলো, এই শিয়ারা গাজায় সুন্নি হামাস আন্দোলনের একমাত্র সক্রিয় 'সামরিক' মিত্র। উপসাগরীয় রাজতন্ত্র ও আমিরাত এবং মিসরের মার্কিন-সমর্থিত স্বৈরশাসক এই 'অক্ষ'কে সন্দেহের চোখে দেখে। সম্ভবত এই সন্দেহই তাদের ফিলিস্তিনিদের বাস্তবসম্মত সহায়তা দিতে অনিচ্ছুক করে তোলে।

পেজার বিস্ফোরণ ও ওয়াকিটকির মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটানো থেকে শুরু করে হাসান নাসরুল্লাহ ও হিজবুল্লাহর অন্য শীর্ষ নেতাদের হত্যা করাকে ইসরায়েল কেন বিশাল সাফল্য বলে দাবি করছে, তা এই প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু ইসরায়েল কয়েক দশক ধরে তার নাগরিকদের জন্য যে নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলে আসছে, তা কি তার এই স্বঘোষিত বিজয়গুলো এনে দিতে পারবে?

লেবাননে হাসান নাসরুল্লাহর বড় প্রতিকৃতি হাতে স্কাউটের দুই সদস্য। ছবি : রয়টার্স

১৯৯২ সালে দক্ষিণ লেবাননে হেলিকপ্টার গানশিপ হামলায় ইসরায়েল হিজবুল্লাহ নেতা আব্বাস আল-মুসাভি (নাসরুল্লাহর পূর্বসূরি), তাঁর স্ত্রী ও পাঁচ বছর বয়সী ছেলেকে হত্যা করে। এরপর ২০০৪ সালে গাজায় প্রায় অন্ধ ও হুইলচেয়ারে চলা হামাস নেতা শেখ আহমদ ইয়াসিনকে তারা হত্যা করে। এর বাইরে গাজা, পশ্চিম তীর, লেবানন এবং এমনকি সংঘাত অঞ্চলের বাইরের দেশগুলোতেও ইসরায়েল অনেক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

এই 'সাফল্য'গুলোর কোনোটি কি ইসরায়েলের জন্য শান্তি এবং নিরাপত্তা নিয়ে আসতে পেরেছে? উত্তর অবশ্যই 'না'। কিন্তু ইসরায়েল নিরলসভাবে এসব হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে শুধু একটি কারণে। সেটি হলো, তারা এটি করতে পারে এবং তাকে ঠেকানোর কেউ নেই। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশের কর্মকর্তারাসহ 'মুক্ত বিশ্বের' নেতারা ঠিক করেছেন, ইসরায়েল এই অঞ্চলে তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিত্র এবং দেশটি যা-ই করুক, তারা সেটাকে মেনে নেবে।

তারা সবাই মিলে ইসরায়েলের সামরিক সক্ষমতাকে বাড়াতে শত শত বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। তারা গাজায় চলমান গণহত্যা থামাতে কিছুই করেনি। এর পেছনে আমি তিনটি কারণ দেখতে পাই।

প্রথমটি হলো, হলোকাস্ট বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদি নিধনের অপরাধবোধ। দ্বিতীয়টি হলো, মধ্যপ্রাচ্যে এমন একটি মিত্র বসিয়ে রাখা, যে কিনা তাদের নিজস্ব ঔপনিবেশিক মানসিকতাকে প্রতিফলিত করে। তৃতীয়টি হলো মার্কিন এবং ইউরোপীয় রাজনীতিবিদদের প্রচারাভিযানে ইসরায়েলি পৃষ্ঠপোষকতা থেকে আসা অর্থায়ন। তবে আশা করা যায়, একদিন এসব দেশের ভোটাররা তাদের নেতাদের জিজ্ঞেস করবেন, ইসরায়েলকে এত ছাড় দেওয়ার প্রতিদানে তারা কী পেয়েছে? শেখ ইয়াসিনের উত্তরসূরি হিসেবে খালেদ মেশাল, ইসমাইল হানিয়া ও ইয়াহিয়া সিনওয়ারের মতো নেতারা এসেছেন। তাঁদের নেতৃত্বের ধারাবাহিকতায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এখনো বেঁচে আছে।

ঠিক সেভাবেই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও হিজবুল্লাহ নাসরুল্লাহর চাচাতো ভাই হাসেম সাফি আল-দিনের মতো কাউকে নেতা হিসেবে খুঁজে নেবে। হিজবুল্লাহ আবারও তার পায়ে দাঁড়াবে। আমরা জানি, ইসরায়েলের শক্তি ভয়ংকর। তবে এটাও জানিয়ে রাখা দরকার, যারা প্রতিরোধ করছে, তাদের ইচ্ছাশক্তিও কোনো অংশে কম নয়।

● **আব্বাস নাসির** ডন-এর সাবেক সম্পাদক

ডন থেকে নেওয়া, অনুবাদ : **সারফুদ্দিন আহমেদ**

স্বাস্থ্যসেবা

যক্ষ্মা ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে প্রয়োজন বেসরকারি অংশীদারত্ব

সায়েরা বানু

বাংলাদেশে যক্ষ্মার বিনা মূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হলেও এখনো অনেক মানুষ এ বিষয়ে সচেতন নন। অনেক যক্ষ্মা রোগী শনাক্তের বাইরে থেকে যান। আবার অনেকে রোগ গুরুতর আকার ধারণ করার পরেই চিকিৎসা নেন। এই অসচেতনতা কাটিয়ে উঠতে সামাজিক আন্দোলনের প্রয়োজন। সরকারের পাশাপাশি যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে বেসরকারি খাতের সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এ খাত সমাজের একটি বড় অংশের কাছে পৌঁছানোর ক্ষমতা রাখে। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে বেসরকারি খাতের কার্যক্রম দিন দিন বাড়ছে এবং তারা যক্ষ্মা রোগ প্রতিরোধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যক্ষ্মার মতো এমন সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে বেসরকারি খাতের সঠিক ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে।

বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে যুক্ত চিকিৎসকদের একটি বড় অংশ রয়েছে, যাঁরা প্রতিদিন অসংখ্য রোগীকে চিকিৎসা দেন। যক্ষ্মা রোগ শনাক্ত ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁদের সম্পৃক্ততা এখনো পর্যাপ্ত নয়। অনেক বেসরকারি চিকিৎসক তাঁদের ক্লিনিকে বা চেম্বারে যক্ষ্মা রোগীদের শনাক্ত করলেও তাঁরা জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিকে অবহিত করার সুযোগ পাচ্ছেন না। চিকিৎসকেরা 'জানাও' অ্যাপের মাধ্যমে যক্ষ্মা রোগীর নোটিফিকেশন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে পারেন। বেসরকারি চিকিৎসকদের যক্ষ্মা রোগীদের শনাক্ত করে যথাযথভাবে অবহিত করার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং তাঁদের এ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে। এ উদ্যোগে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সমন্বয় করা গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল এখন বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যারা দেশের বিশাল একটি অংশের নাগরিকদের চিকিৎসাসেবা দিচ্ছে। এই হাসপাতালগুলোর যক্ষ্মা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে উচ্চমানের যক্ষ্মা পরীক্ষার সুবিধা বেশি করে চালু করা উচিত। এ ধরনের সুবিধা নিশ্চিত করা গেলে রোগ শনাক্তের হার বাড়বে এবং দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হবে। এ ছাড়া বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করে রোগীদের সঠিক তথ্য প্রদান ও তাঁদের রিপোর্টিং সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

এ ছাড়া বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), বিভিন্ন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান (স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন), ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, গণমাধ্যমসহ সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যক্ষ্মা-সচেতনতা ও প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে। করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার (সিএসআর) অংশ হিসেবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে। করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সিএসআর কার্যক্রমের মধ্যে যক্ষ্মা রোগের সচেতনতা বৃদ্ধি, রোগনির্ণয় এবং চিকিৎসাসেবা প্রদানকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন করপোরেট প্রতিষ্ঠান

সচেতনতার অংশ হিসেবে যক্ষ্মাবিরোধী আন্দোলনে তরুণদের সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁদের এই সামাজিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে হবে

তাদের কর্মী ও গ্রাহকদের জন্য যক্ষ্মা পরীক্ষা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালু করতে পারে। এ ছাড়া তারা জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং অন্যান্য প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করতে পারে। এ ধরনের কার্যক্রম সমাজের সব স্তরের মানুষের কাছে যক্ষ্মার ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে। আইসিডিডিআরবি পরিচালিত ইউএসএআইডি 'অ্যালায়েন্স ফর কমব্যাটিং টিবি ইন বাংলাদেশ (এসিটিবি)' সচেতনতা বিকাশে কাজ করছে।

যক্ষ্মার মতো রোগের বিরুদ্ধে সর্বক্ষেত্রে সামাজিক আন্দোলন দরকার। বিশ্বের যে ৩০টি দেশে যক্ষ্মা রোগী বেশি, বাংলাদেশ তার মধ্যে রয়েছে। ঝুঁকি থাকলেও শহর ও গ্রামে রোগনির্ণয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা যাচ্ছে না। আমাদের দেশে এখনো অনেক মানুষ জানেন না যে সরকার যক্ষ্মার চিকিৎসা বিনা মূল্যে দিচ্ছে। এ জন্য সরকারের উচিত বেসরকারি খাতের সক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। এর মধ্যে বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোকে যক্ষ্মা নির্ণয় এবং চিকিৎসাসেবায় সম্পৃক্ত করতে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। এ ছাড়া সরকারি নিয়মনীতি ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে আরও দক্ষ ও কার্যকর করে তুলতে হবে। যক্ষ্মার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকার ও বেসরকারি খাতের মধ্যে একটি মজবুত অংশীদারত্ব গড়ে তোলা জরুরি। এ অংশীদারত্বের মাধ্যমে আমরা সমাজের প্রত্যন্ত অঞ্চল যেমন চরাঞ্চল, পাহাড়ি দুর্গম এলাকার মতো জায়গায় যক্ষ্মা প্রতিরোধ ও চিকিৎসাসেবা পৌঁছাতে পারব। এতে যক্ষ্মা রোগটি বাংলাদেশ থেকে নির্মূল করা সম্ভব হবে।

সচেতনতার অংশ হিসেবে যক্ষ্মাবিরোধী আন্দোলনে তরুণদের সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁদের এই সামাজিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে হবে। গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যক্ষ্মার বিরুদ্ধে সামাজিক যুদ্ধে অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হতে পারে। যক্ষ্মাবিষয়ক অনেক স্টিগমা ও কুসংস্কার চালু আছে। এ ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য প্রদান ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরি। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার গণমাধ্যমে আরও সচেতনতা বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ প্রয়োজন। যক্ষ্মা একটি গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা, যা শুধু সরকার বা স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা সমাধান করা সম্ভব নয়।

● **ডা. সায়েরা বানু** সিনিয়র সায়েন্টিস্ট ও হেড, প্রোগ্রাম অন ইমার্জিং ইনফেকশনস, আইডিডি, আইসিডিডিআরবি ও কোর গ্রুপ মেম্বার, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনস পিপিএম ওয়ার্কিং গ্রুপ

প্রথম আলো রেজি. নং ডিএ ১৮৮০ | **সম্পাদক ও প্রকাশক :** মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত | **নির্বাহী সম্পাদক :** সাজ্জাদ শরিফ **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক :** আনিসুল হক | **ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত | **প্রধান কার্যালয় :** প্রথম আলো ভবন ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬ | **বার্তা বিভাগ** ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১ ই-মেইল : news@prothomalo.com **সম্পাদকীয়** ই-মেইল : editorial@prothomalo.com | **বিজ্ঞাপন :** ৫৫০১২২১২ ই-মেইল : ad@prothomalo.com

উদ্ভিদের কোষপ্রাচীর

‘কোষপ্রাচীর’ উদ্ভিদ কোষের অনন্য বৈশিষ্ট্য। এর রাসায়নিক গঠন বেশ জটিল। এতে সেলুলোজ লিগনিন, পেকটিন ও সুবেরিন নামক পদার্থ থাকে।

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বিজ্ঞান
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. আবু সুফিয়ান, *শিক্ষক*
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৩

৩৯. ‘Rh’ ফ্যাক্টর কী?
ক. অ্যাগ্লুটিনোজেন
খ. অ্যান্টিবডি
গ. অ্যাগ্লুটিনিন
ঘ. নন-অ্যান্টিজেন

৪০. যেসব মানুষের রক্তে Rh ফ্যাক্টর অনুপস্থিত, তাদের কী বলা হয়?
ক. Rh++ খ. Rh--
গ. Rh+ ঘ. Rh-

৪১. মানুষের হৃৎপিণ্ড কয় প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হয়?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

৪২. পেরিকার্ডিয়াল পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে কোনটি?
ক. হৃৎপিণ্ড খ. শিরা
গ. ধমনি ঘ. কৈশিক জালিকা

৪৩. ‘অ্যাট্রিয়ামের’ অপর নাম কী?
ক. অলিন্দ খ. নিলয়
গ. ধমনি ঘ. শিরা

৪৪. ‘ভেন্ট্রিকলের’ অপর নাম কী?
ক. অলিন্দ খ. নিলয়
গ. ধমনি ঘ. শিরা

৪৫. শিরার উৎপত্তিস্থল কোথায়?
ক. কৈশিক জালিকা
খ. কৈশিক ধমনি
গ. ধমনি ঘ. উপশিরা

৪৬. হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে কী বলে?
ক. সিস্টোল খ. ডায়াস্টোল
গ. ডায়ালাইসিস ঘ. থ্রম্বোসিস

৪৭. স্বাভাবিক অবস্থায় ‘সিস্টোলিক চাপ’ কত?
ক. ১১০-১৪০ মিমি
খ. ১১৫-১৫০ মিমি
গ. ১২০-২৮০ মিমি
ঘ. ১৩০-১৯০ মিমি

৪৮. স্বাভাবিক অবস্থায় ‘ডায়াস্টোলিক চাপ’ কত?
ক. ৬০-৯০ মিমি
খ. ১০০-১২০ মিমি
গ. ১২০-১৮০ মিমি
ঘ. ১৭০-২০০ মিমি

৪৯. বাম নিলয়ের সঙ্গে কয়টি পালমোনারি শিরা যুক্ত থাকে?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৩ : ৩৯. ক ৪০. ঘ ৪১. গ ৪২. ক ৪৩. ক ৪৪. খ ৪৫. ক ৪৬. ক ৪৭. ক ৪৮. ক ৪৯. গ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

বাংলা ২য় পত্র | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

পরিচ্ছেদ ১০

১. নিচের কোনটি উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ?
ক. অভিযোগ খ. ভিখারি
গ. বাবুয়ানা ঘ. সেলাই

২. নিচের কোন শব্দে অপূর্ণ অর্থে ‘না’ উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. নাহক খ. নাজুক
গ. নালায়েক ঘ. নাদাবি

৩. ‘ঈষৎ’ অর্থ প্রকাশ করছে কোন উপসর্গযুক্ত শব্দটি?
ক. আখাম্বা খ. উপকূল
গ. অনভিজ্ঞ ঘ. আরক্ত

৪. নিচের কোনটি উপসর্গ?
ক. গুলো খ. উপ
গ. টা ঘ. ও

৫. ‘পাতি’ উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়?
ক. ছোট খ. বিপরীত
গ. নিম্ন ঘ. শূন্য

৬. বাংলা ভাষায় কতগুলো উপসর্গ রয়েছে?
ক. ৩০টি খ. ৪০টি
গ. ৫০টি ঘ. ৬০টি

৭. একাধিক উপসর্গ ব্যবহৃত হয়ে তৈরি শব্দ কোনটি?
ক. সম্প্রদান খ. অভিযোগ
গ. সম্পত্তি ঘ. অত্যাচার

৮. উপসর্গের নিজের কী নেই?
ক. অস্তিত্ব খ. অর্থ
গ. বাস্তবতা ঘ. অর্থদ্যোতনা

৯. উপসর্গের নিজের কী আছে?
ক. অর্থ খ. স্বাধীন ব্যবহার
গ. মান
ঘ. অর্থের দ্যোতনা তৈরির ক্ষমতা

১০. ‘অনুগমন’ ব্যবহৃত উপসর্গের দ্যোতনা কোনটি?
ক. বিকৃত খ. চমৎকার
গ. অর্ধেক ঘ. পেছনে

১১. ‘অতিরিক্ত’ অর্থে উপসর্গ যুক্ত হয়েছে কোন শব্দে?
ক. অধিকার খ. সুকৌশল
গ. অত্যাচার ঘ. গরহাজির

১২. ‘উত্তম’ অর্থে উপসর্গ ব্যবহারের উদাহরণ কোনটি?
ক. অভিজাত খ. অভিজ্ঞ
গ. ভরপেট ঘ. নিমরাজি

১৩. ‘নালায়েক’ শব্দে ‘না’ উপসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. অপূর্ণ খ. বিপরীত
গ. মন্দ ঘ. সদৃশ

১৪. ‘চূড়ান্ত’ অর্থে উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে কোন শব্দে?
ক. ভরজোয়ার খ. নিমখুন
গ. প্রতিধ্বনি ঘ. সংযোজন

১৫. ‘রোহিঙ্গারা উদ্বাস্তু হয়ে গেছে।’— এ বাক্যে উপসর্গযোগে গঠিত পদ কোনটি?
ক. রোহিঙ্গারা খ. উদ্বাস্তু
গ. হয়ে ঘ. গেছে

১৬. ‘মধ্যস্থ’ অর্থে উপসর্গ ব্যবহারের উদাহরণ কোনটি?
ক. কদবেল খ. দুর্মূল্য
গ. দরদালান ঘ. প্রগতি

১৭. ‘বিভুঁই’ শব্দে কী অর্থে উপসর্গ যুক্ত হয়েছে?
ক. বিপরীত খ. তুল্য
গ. সামান্য ঘ. ভিন্ন

১৮. ‘কায়েস সাহেব জীবনের আশা পরিত্যাগ করেছেন।’— এ বাক্যে ‘পরিত্যাগ’ শব্দে কী অর্থে উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. বিরুদ্ধ খ. সম্পূর্ণ
গ. প্রচণ্ড ঘ. অভাব

১৯. ‘অল্প’ অর্থে উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে কোন শব্দ?
ক. অবগুণ্ঠন খ. হাভাত
গ. পাতিহাঁস ঘ. বেদখল

২০. ‘কদবেল’ শব্দে ‘কদ’ উপসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. নেতি খ. অতিশয়
গ. গৌণ ঘ. তুল্য

২১. উপসর্গ ব্যবহারে অর্থের সংকোচন ঘটেছে কোন শব্দে?
ক. গরহাজির খ. সম্পূর্ণ
গ. অত্যাচার ঘ. সুনজর

২২. শব্দের অর্থ পরিবর্তন করা কার কাজ?
ক. উপসর্গের খ. প্রত্যয়ের
গ. বাক্যের ঘ. বিশেষণের

সঠিক উত্তর
পরিচ্ছেদ ১০ : ১. ক ২. গ ৩. ঘ ৪. খ ৫. ক ৬. গ ৭. ক ৮. খ ৯. ঘ ১০. ঘ ১১. গ ১২. ক ১৩. ক ১৪. ক ১৫. খ ১৬. গ ১৭. ঘ ১৮. খ ১৯. ক ২০. গ ২১. ঘ ২২. ক

ভূগোল ও পরিবেশ
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. শাকিরুল ইসলাম, *প্রভাষক*
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৩

২০. কোন দেশে প্রথম GIS কৌশলের ব্যবহার আরম্ভ হয়?
ক. যুক্তরাষ্ট্রে খ. জাপানে
গ. কানাডায় ঘ. মিসরে

২১. মানচিত্রের উৎপত্তি হয়েছে কেন?
ক. ব্যবসা করতে
খ. যুদ্ধের জন্য
গ. পড়াশোনা করতে
ঘ. ঘরে বসে বিশ্বকে জানতে

২২. ৩৬০° দ্রাঘিমারেখাকে কী দ্বারা ভাগ করা হয়েছে?
ক. অক্ষাংশ খ. স্থানীয় সময়
গ. মূল মধ্যরেখা ঘ. প্রমাণ সময়

২৩. কিসের ভিত্তিতে একটি দেশের প্রমাণ সময় একাধিক হতে পারে?
ক. দেশের আয়তন
খ. দেশের জনসংখ্যা
গ. জলবায়ুর অবস্থা
ঘ. সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

২৪. পৃথিবী নিজ মেরুরেখার চারদিকে কোন দিক থেকে কোন দিকে ঘোরে?
ক. পশ্চিম থেকে পূর্বে
খ. পূর্ব থেকে পশ্চিমে
গ. উত্তর থেকে দক্ষিণে
ঘ. দক্ষিণ থেকে উত্তরে

২৫. ক ও খ স্থানের দ্রাঘিমা যথাক্রমে ৯০° পূর্ব ও ৭০° পূর্ব। স্থান দুটির মধ্যে সময়ের পার্থক্য কত?
ক. ১ ঘণ্টা
খ. ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট
গ. ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
ঘ. ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

২৬. যুক্তরাষ্ট্রে চারটি প্রমাণ সময় থাকার যৌক্তিক কারণ কোনটি?
ক. অধিক জনসংখ্যা
খ. সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য
গ. বৃহৎ আয়তন
ঘ. পূর্ব দিকে অবস্থান

২৭. সাংস্কৃতিক মানচিত্রে যে ধরনের বিষয় থাকে-
i. ঐতিহাসিক স্থান
ii. অর্থনৈতিক অবস্থা
iii. রাষ্ট্রের সীমা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৩ : ২০. গ ২১. ঘ ২২. গ ২৩. ক ২৪. ক ২৫. খ ২৬. গ ২৭. ঘ

নোটিশ বোর্ড

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৭টি ভাষা কোর্সে ভর্তি

■ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৩-২০২৪ (জুলাই-ডিসেম্বর) শিক্ষাবর্ষে ইনস্টিটিউট অব ইংলিশ অ্যান্ড আদার ল্যাংগুয়েজেজে নিচের প্রোগ্রামে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
৬ মাস মেয়াদি সার্টিফিকেট কোর্স :
১. সার্টিফিকেট কোর্স ইন ইংলিশ (লেভেল-১, লেভেল-২)
২. সার্টিফিকেট কোর্স ইন ফ্রেঞ্চ (লেভেল-১, লেভেল-২)
৩. সার্টিফিকেট কোর্স ইন জার্মান (লেভেল-১, লেভেল-২)
৪. সার্টিফিকেট কোর্স ইন জাপানিজ
৫. সার্টিফিকেট কোর্স ইন চায়নিজ
৬. সার্টিফিকেট কোর্স ইন কোরিয়ান
৭. ইংলিশ ফর নার্সেস
ভর্তির যোগ্যতা : এইচএসসি বা সমমান পাস।
আবেদনের শেষ তারিখ : ৩০/০৯/২০২৪।
যোগাযোগ : রুম নং ২৩৩ (২য় তলা), ইনস্টিটিউট অব ইংলিশ অ্যান্ড আদার ল্যাংগুয়েজেজ, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী একাডেমিক ভবন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ও পিএইচডি কোর্সে ভর্তির সময় বৃদ্ধি

■ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদভুক্ত সব বিভাগে ২০২৪-২৪২৫ শিক্ষাবর্ষে এমফিল ও পিএইচডি কোর্সে ভর্তির জন্য প্রাথমিক আবেদনপত্র জমাদানের সময়সীমা ৩০/০৯/২০২৪ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
৯ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা শুরুর সম্ভাব্য তারিখ

■ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত ২০২৪ সালের এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষা ৩ ডিসেম্বর ২০২৪ (সম্ভাব্য) তারিখ হতে অনুষ্ঠিত হবে।
পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি ও ফরম পূরণের তথ্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। উক্ত বিষয়সমূহ, নম্বর বিন্যাস ও সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি শুধু ২০২৪ সালের এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম শ্রেণির পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য।

এইচএসসি পরীক্ষা : পুনর্বিন্যাসিত সিলেবাস

বাংলা ১ম পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. সুজাউদ দৌলা, *সহকারী অধ্যাপক*
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

সোনার তরী

১. ‘ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে’— এখানে ‘তুমি’ কে?
ক. কৃষক খ. তরী
গ. মাঝি ঘ. কবি

২. কবি ‘ছোট খেত’ বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন?
ক. আয়তনে ছোট খেত
খ. নদীর ছোট চর
গ. মানুষের জীবন পরিধি
ঘ. অজানার দেশ

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে ‘দুর্ভিক্ষের চিত্রমালা’, ‘সংগ্রাম’, ‘সাঁওতাল রমণী’, ‘ঝড়’সহ আরও অনেক ছবি। পৃথিবীর মানুষ এই শিল্পীর পেনসিলের আঁচড়ে প্রতিফলিত দুর্ভিক্ষতাড়িত মানুষ ও সেই সময়কে আজও অনুভব করে।

৩. জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে ‘সোনার তরী’ কবিতার কিসের সাদৃশ্য রয়েছে?
ক. মাঝি খ. ভরা নদী
গ. তরী ঘ. কৃষক

৪. উক্ত সাদৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কী বলা যায়?
ক. জীবন অতি সংক্ষিপ্ত
খ. সৃষ্টি অবিনশ্বর
গ. সম্পদ ক্ষণস্থায়ী ঘ. সময় অন্ত প্রবাহী

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫ বছর বয়সে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. ভানুসিংহের পদাবলি খ. বনফুল
গ. চিত্রা ঘ. সোনার তরী

৬. ‘শেষের কবিতা’ কোন ধরনের রচনা?
ক. ছোটগল্প খ. উপন্যাস
গ. প্রবন্ধ ঘ. কাব্যগ্রন্থ

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
ক. ১৮৬০ সালে খ. ১৮৬১ সালে
গ. ১৮৬২ সালে ঘ. ১৮৬৩ সালে

সঠিক উত্তর
সোনার তরী : ১. গ ২. গ ৩. ঘ ৪. খ ৫. খ ৬. খ ৭. খ

আগামীকাল থাকবে

■ **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ :** বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশ
■ **এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৫ :** রসায়ন ১ম পত্র
■ **অষ্টম শ্রেণি :** বাংলা
■ **নবম শ্রেণি :** ডিজিটাল প্রযুক্তি
■ **পরীক্ষার সময়সূচি :** জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২২ সালের ডিগ্রি পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স ৩য় বর্ষ পরীক্ষার সময়সূচি
■ **নোটিশ বোর্ড :** শাবিপ্রবিতে এমএসসি (ইঞ্জি), মাস্টার্স, এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি
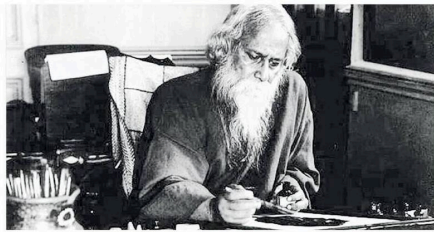
রসায়ন ১ম পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

তাপসী বণিক, *সহযোগী অধ্যাপক*
কলেজ অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ, ঢাকা

অধ্যায় ৪

১৬. আর্দ্র কপার সালফেটের তাপীয় বিয়োজন—
i. একমুখী বিক্রিয়া
ii. উভমুখী বিক্রিয়া
iii. অসম্পূর্ণ বিক্রিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৭. রাসায়নিক সাম্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক. বিক্রিয়ার সমাপ্তি
খ. বিক্রিয়ার একমুখিতা
গ. প্রভাবকের প্রয়োজনীয়তা
ঘ. সাম্যের স্থিতিশীলতা

১৮. কোনটি সাম্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য নয়?
ক. সাম্যের স্থায়িত্ব
খ. উভয় দিক থেকে সুগম্যতা
গ. বিক্রিয়ার হার ঘ. বিক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা

১৯. রাসায়নিক সাম্যাবস্থার ওপর নিচের কোনটির প্রভাব নেই?
ক. তাপের খ. চাপের
গ. ঘনমাত্রার ঘ. প্রভাবকের

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ১৬. গ ১৭. ঘ ১৮. গ ১৯. ঘ

প্রতিদিন ছাপা হচ্ছে
৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

২০২৪ সালের বার্ষিক পরীক্ষা ডিসেম্বর মাসে শুরু হবে।
৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, এককথায় উত্তর, সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নসহ সব ধরনের প্রস্তুতির জন্য দরকারি লেখা ছাপা হচ্ছে প্রতিদিন পড়াশোনা পাতায়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
২০২২ সালের ডিগ্রি পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স ২য় বর্ষ পরীক্ষার পরিবর্তিত সময়সূচি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০২২ সালের ডিগ্রি পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স ২য় বর্ষের স্থগিত হওয়া পরীক্ষা আগামী ২০/১০/২০২৪ তারিখ থেকে নিচের সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।
 # পরীক্ষার কোড : ১১০২, পরীক্ষা আরম্ভের সময় : বেলা ১.০০টা।

তারিখ ও দিন	বিষয় ও বিষয় কোড	পত্র
২০/১০/২০২৪ রোববার	গণিত (১২৩৭০১)/গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান (১২৩৮০১)/ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত (১২৪৫০১)	৩য় পত্র
২২/১০/২০২৪ মঙ্গলবার	বাংলা জাতীয় ভাষা (১৩১০০১)/ বাংলা জাতীয় ভাষা বিকল্পপত্র (১৩১০০৩)	আবশ্যিক
২৩/১০/২০২৪ বুধবার	বাংলা সাহিত্য (ঐচ্ছিক) (১২১০০১)/ ইংরেজি (ঐচ্ছিক) (১২১১০৫)/ বেসিক হোম ইকোনমিকস (১২৬০০১)/আরবি (১২১২০১)/ পালি (১২১৪০১)/সংস্কৃত (১২১৩০১)	৩য় পত্র
২৭/১০/২০২৪ রোববার	পরিসংখ্যান (১২৩৬০১)/রবীন্দ্রসঙ্গীত (১২৪৫০৩/ নজরুলসঙ্গীত (১২৪৫০৫)/লোকসঙ্গীত (১২৪৫০৭)	৩য় পত্র
২৯/১০/২০২৪ মঙ্গলবার	ইসলামিক স্টাডিজ (১২১৮০১)/অ্যাপ্লাইড হোম ইকোনমিকস (১২৬০০৯)/ব্যবস্থাপনা (১২২৬০১)	৩য় পত্র
০৪/১১/২০২৪ সোমবার	দর্শন (১২১৭০১)/মৃত্তিকাবিজ্ঞান (১২৩৩০১)	৩য় পত্র
১০/১১/২০২৪ রোববার	সমাজবিজ্ঞান (১২২০০১)/সমাজকর্ম (১২২১০১)/ পদার্থবিজ্ঞান (১২২৭০১)/মার্কেটিং (১২২৩০১)	৩য় পত্র
১১/১১/২০২৪ সোমবার	অর্থনীতি (১২২২০৩)/প্রাণিবিজ্ঞান (১২৩১০৩)	৪র্থ পত্র
১৩/১১/২০২৪ বুধবার	ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১২১৬০৩)/রসায়ন (১২২৮০৩)/ ইতিহাস (১২১৫০৩)/হিসাববিজ্ঞান (১২২৫০৩)	৪র্থ পত্র
১৮/১১/২০২৪ সোমবার	ইসলামিক স্টাডিজ (১২১৮০৩)/অ্যাপ্লাইড হোম ইকোনমিকস (১২৬০১১)/মার্কেটিং (১২২৩০৩)	৪র্থ পত্র
২০/১১/২০২৪ বুধবার	দর্শন (১২১৭০৩)/মৃত্তিকাবিজ্ঞান (১২৩৩০৩)	৪র্থ পত্র
২৫/১১/২০২৪ সোমবার	সমাজবিজ্ঞান (১২২০০৩)/সমাজকর্ম (১২২১০৩)/ পদার্থবিজ্ঞান (১২২৭০৩)	৪র্থ পত্র
২৭/১১/২০২৪ বুধবার	ভূগোল ও পরিবেশ (১২৩২০৩)/জেনারেল সায়েন্স ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন (১২৬০০৭)	৪র্থ পত্র
০২/১২/২০২৪ সোমবার	রাষ্ট্রবিজ্ঞান (১২১৯০৩)/উদ্ভিদবিজ্ঞান (১২৩০০৩)/ ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং (১২২৪০৩)	৪র্থ পত্র
০৪/১২/২০২৪ বুধবার	মনোবিজ্ঞান (১২৩৪০৩)/ক্রীড়াবিজ্ঞান (১২৪৬০৩)/ ব্যবস্থাপনা (১২২৬০৩)	৪র্থ পত্র
০৯/১২/২০২৪ সোমবার	গণিত (১২৩৭০৩)/গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান (১২৩৮০৩)/ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত (ব্যবহারিক) (১২৪৫০২)	৪র্থ পত্র
১০/১২/২০২৪ মঙ্গলবার	বাংলা সাহিত্য (ঐচ্ছিক) (১২১০০৩)/ইংরেজি (ঐচ্ছিক) (১২১১০৭)/ বেসিক হোম ইকোনমিকস (১২৬০০৩)/আরবি (১২১২০৩)/ পালি (১২১৪০৩)/সংস্কৃত (১২১৩০৩)	৪র্থ পত্র
১১/১২/২০২৪ বুধবার	গার্হস্থ্য অর্থনীতি (১২৩৫০৩)/ড্রামা অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ (১২৫১০৩)	৪র্থ পত্র
১২/১২/২০২৪ বৃহস্পতিবার	পরিসংখ্যান (১২৩৬০১)/রবীন্দ্রসঙ্গীত (ব্যবহারিক) (১২৪৫০৪)/ নজরুলসঙ্গীত (ব্যবহারিক) (১২৪৫০৬)/ লোকসঙ্গীত (ব্যবহারিক) (১২৪৫০৮)	৪র্থ পত্র

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ডিজিটাল প্রযুক্তি
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ২ : সেশন-২

৪. ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে কাউকে উত্ত্যক্ত বা বিরক্ত করাকে কী বলে?
ক. সাইবার বুলিং খ. ফিশিং
গ. ডিডস অ্যাটাক ঘ. সাইবার অ্যাটাক

৫. সামাজিক মাধ্যমে কারও সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া অথবা অবমাননাকর ছবি পোস্ট করা কিসের আওতায় পড়ে?
ক. সাইবার অ্যাটাক খ. সাইবার বুলিং
গ. মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম
ঘ. ফিশিং

৬. ভিডিও এডিট করে প্রচার করা কিসের আওতায় পড়ে?
ক. মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম
খ. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম
গ. সাইবার বুলিং
ঘ. সাইবার অ্যাটাক

৭. বাস্তব জীবনে ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে উভয় জায়গায় কাউকে বুলিং করার জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে?
ক. ফৌজদারি আইন
খ. সাধারণ আইন
গ. পারিবারিক আইন
ঘ. কঠোর শাস্তির আইন

৮. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অত্যধিক ব্যবহারে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বিস্তার ঘটছে কোনটি?
ক. পত্রিকা খ. টিভি
গ. ফেক ই-মেইল ঘ. ফেক নিউজ

৯. ফেক নিউজগুলো সাধারণত কোথায় বেশি ছড়িয়ে দেওয়া হয়?
ক. বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মে
খ. টিভিতে
গ. রেডিওতে ঘ. গণমাধ্যমে

১০. মিথ্যা বাক্য ব্যবহার করে কোনো ভুল ঘটনা অশুদ্ধ তথ্যের মাধ্যমে উপস্থাপনকে কী বলে?
ক. ফেক নিউজ খ. ইনফরমেশন
গ. গণমাধ্যম ঘ. পত্রিকা

১১. সাধারণত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা খবর বা গুজব রটিয়ে দেওয়া হয় কীভাবে?
ক. ই-মেইল ব্যবহার করে
খ. ছদ্মনাম ধারণ করে
গ. পত্রিকার মাধ্যমে
ঘ. টিভিতে বিজ্ঞাপন দিয়ে

১২. জীবন্ত মানুষকে মৃত ঘোষণার নিউজটি প্রচার করার কারণ কী?
ক. ভিউয়ার বৃদ্ধি করা
খ. সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি
গ. মানুষকে বিভ্রান্ত করা
ঘ. নিরাপত্তার জন্য

১৩. গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ফেক নিউজ প্রচার করার কারণ কী?
ক. মানুষকে বিভ্রান্ত করা
খ. সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি
গ. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিউয়ার বৃদ্ধি
ঘ. সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি

১৪. ধর্মীয় বিষয়ে ভুল তথ্য প্রচার করার কারণ কী?
ক. সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি
খ. নিরাপত্তার জন্য
গ. ভিউয়ার বৃদ্ধি
ঘ. মানুষকে বিভ্রান্ত করা

সঠিক উত্তর
সেশন ২ : ৪. ক ৫. খ ৬. গ ৭. ঘ ৮. ঘ ৯. ক ১০. ক ১১. খ ১২. গ ১৩. গ ১৪. ক

তিন কোম্পানির লেনদেন বন্ধ আজ | রেকর্ড তারিখের কারণে আজ এনভয় টেক্সটাইল, কনফিডেন্স সিমেন্ট ও ওয়ালটনের শেয়ার কেনাবেচা হবে না। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সিপিডি-ওইসিডি ওয়েবিনার

ধনী দেশগুলোর উন্নয়ন সহযোগিতা বাড়ছে না

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

বহুপক্ষীয় ব্যাংকগুলোতে ওইসিডি জোটভুক্ত ধনী দেশগুলোর অর্থায়নের পরিমাণ গত এক দশকে মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। তবে একই সময়ে এসব ব্যাংকের অর্থায়ন তথা ঋণ বিতরণের পরিমাণ বেড়েছে। ফলে তাদের তহবিলপ্রাপ্তি ও ঋণ বিতরণের মধ্যে একধরনের সামঞ্জস্যহীনতা তৈরি হয়েছে।

এ পরিস্থিতিতে বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শেয়ারবাজারসহ বিভিন্ন ধরনের অর্থায়নকৌশলের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতে হচ্ছে। অর্থাৎ এসব প্রতিষ্ঠান ক্রমাগত আর্থিক খাতের কাঠামোর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। এটা আবার ঝুঁকিপূর্ণ।

গতকাল রোববার অর্গানাইজেশন অব ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (ওইসিডি) বহুপক্ষীয় উন্নয়ন অর্থায়ন প্রতিবেদন ২০২৪ নিয়ে আয়োজিত এক ওয়েবিনারে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বক্তারা কথাগুলো বলেন। ঢাকায় অনুষ্ঠানটির সহ-আয়োজক ছিল বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন।

বক্তারা বলেন, ধনী দেশগুলো উন্নয়ন সহযোগিতার যে অঙ্গীকার করেছে, তা বাস্তবায়ন করা উচিত। তাদের অর্থায়ন কমলেও চীনসহ কিছু দেশ দ্রুত দাতার তালিকায় ওপরের দিকে উঠে আসছে। বাংলাদেশসহ যেসব দেশ স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বের হয়ে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে যাচ্ছে, তারা নানামুখী চ্যালেঞ্জের মুখে আছে। কারণ, এ উত্তরণের পর রপ্তানিতে এখনকার মতো শুল্কমুক্ত সুবিধা মিলবে না। স্বল্প সুদে ঋণও পাওয়া যাবে না। এসব দেশের জন্য বহুপক্ষীয় উন্নয়ন অর্থায়ন বাড়ানো প্রয়োজন। বহুপক্ষীয় ঋণ দাতা সংস্থাগুলোর কাছ থেকে তাদের আরও বেশি সহযোগিতা দরকার। কিন্তু ওইসিডিভুক্ত ধনী দেশগুলোর অর্থায়ন কমে যাওয়ায় সংকট দেখা দেবে।

সিপিডির গবেষণা ফেলো সৈয়দ ইউসুফ সাদাত বলেন, গত ১৫ বছর বাংলাদেশের ঋণ অনেকটা বেড়েছে। তবে স্বল্প সুদের ঋণ কমেছে। ফলে ঋণ পরিশোধের চাপ বাড়ছে।

ওইসিডির অর্থনীতিবিদ আবদুলায়ে ফ্যাব্রেগাস বলেন, বহুপক্ষীয় উন্নয়ন ব্যাংকগুলো সক্ষমতার চূড়ান্ত জায়গায় চলে গেছে। তাদের অর্থায়ন দরকার। সেই সঙ্গে কোন দেশে কোন খাতে অর্থায়ন করা হচ্ছে, সে বিষয়ে তাদের সতর্ক হতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ করে যেসব দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় হিমশিম খাচ্ছে বা যারা বিশ্বজুড়ে উচ্চ নীতি সুদহারের কারণে বিপদে পড়েছে, সেগুলোকে বেশি ঋণ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন সোশ্যাল পলিসি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের মুহাম্মদ আসিফ ইকবাল, বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল ইকোনমিক গভর্ন্যান্স ইনিশিয়েটিভের সহকারী পরিচালক ঋষিকেশ রাম ভান্ডারী, শ্রীলঙ্কার ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজের গবেষণা পরিচালক নিশা অরুণাতিলকে প্রমুখ।

বন্ধ চিনিকল চালুর চেষ্টা

বিএসএফআইসির উদ্যোগ

আখের সংকট ও লোকসানের কারণে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে ৬টি চিনিকল বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখন ধাপে ধাপে এসব চিনিকল চালুর চেষ্টা করা হচ্ছে।

- প্রথমে শ্যামপুর ও সেতাবগঞ্জ চিনিকলের যেকোনো একটি চালুর চিন্তা।
- একটি টাস্কফোর্স গঠনের কার্যক্রম ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।
- ১৫টি সরকারি চিনিকলের মধ্যে চালু আছে ৯টি।

শফিকুল ইসলাম, *ঢাকা*

ছয়টি সরকারি চিনিকলে প্রায় চার বছর ধরে আখমাড়াই বন্ধ রয়েছে। এসব চিনিকল পর্যায়ক্রমে আবার চালুর চিন্তাভাবনা করছে অন্তর্বর্তী সরকার। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে এ বিষয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠনের কার্যক্রম শুরু করেছে।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের (বিএসএফআইসি) অধীনে সরকারি মোট ১৫টি চিনিকল রয়েছে। এর মধ্যে ছয়টির কার্যক্রম বন্ধ আছে। এগুলো হচ্ছে কুষ্টিয়া, পাবনা, পঞ্চগড়, শ্যামপুর (রংপুর), রংপুর ও সেতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) চিনিকল। খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, বন্ধ থাকা চিনিকলগুলোর বেশির ভাগই বর্তমানে উৎপাদনের উপযোগী অবস্থায় নেই। আর দীর্ঘ সময় উৎপাদন বন্ধ থাকায় এলাকায় আখের উৎপাদনও কমেছে।

শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিএসএফআইসি সূত্র জানায়, বন্ধ থাকা কারখানাগুলো চালুর আগে আখের উৎপাদন বৃদ্ধি, কারখানা সংস্কার ও নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করা আবশ্যক। এ জন্য কয়েক শ কোটি টাকা লাগবে। তবে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ পাওয়ার সম্ভাবনা কম। তাই প্রাথমিকভাবে শ্যামপুর ও সেতাবগঞ্জের মধ্যে যেকোনো একটি চিনিকল চালুর বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছে বিএসএফআইসি। এতে সব মিলিয়ে ৩৫ কোটি টাকার মতো লাগতে পারে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, এ বছর একটি চিনিকল চালুর উদ্যোগ নেওয়ার মানে হচ্ছে, চলতি চাষ মৌসুমে প্রয়োজনীয় আখ চাষের ব্যবস্থা করা হবে। পরবর্তী মাড়াই মৌসুমে (নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি) ওই কারখানায় আখমাড়াই ও চিনির উৎপাদন সম্ভব হবে। আর এ বছর আখ রোপণ বাড়ানো না গেলে এই প্রক্রিয়া এক বছর পিছিয়ে যাবে।

বিএসএফআইসির সচিব মো. আনোয়ার কবীর *প্রথম আলো*কে বলেন, বন্ধ কারখানা চালুর বিষয়ে কার্যক্রম ইতিবাচক পর্যায়ে রয়েছে। এ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠনের নির্দেশনা এসেছে। এ মাসের মধ্যেই কমিটি গঠন করা হবে।

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, আখের সংকট ও লোকসানের কারণ দেখিয়ে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে ৬টি চিনিকল বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার। তবে গত আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় আনে জাতীয় শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ। সংগঠনটির নেতারা বন্ধ চিনিকলগুলো চালুর দাবিতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেন। এর পাশাপাশি তাঁরা শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খানের কাছে স্মারকলিপি দেন। পরে উপদেষ্টার নির্দেশে করপোরেশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠকও করে সংগঠনটি।

জাতীয় শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের সদস্য আবদুল্লাহ আল কাফি রতন জানান, 'বন্ধ থাকা চিনিকলগুলো কীভাবে লাভজনকভাবে চালু করা যায়, সেটি পর্যালোচনার জন্য বৈঠকে একটি টাস্কফোর্স গঠনের জন্য আমরা বলেছি। মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাবের কথা জানিয়েছে। টাস্কফোর্সে রাখার জন্য আমরা অংশীজন ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কয়েকজন সদস্যের নাম প্রস্তাব করেছি; বাকি সদস্যদের ঠিক করবে বিএসএফআইসি।' চলতি সপ্তাহের মধ্যে টাস্কফোর্স গঠনের কাজ শেষ হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

দেশে গত এক দশকে চিনির দাম দেড় শ গুণ বাড়লেও সে তুলনায় বাড়েনি আখের দাম। এ কারণে অনেক আখচাষি বিকল্প ফসলের দিকে ঝুঁকছেন। ফলে দিন দিন আখের উৎপাদন কমছে। আখের পর্যাপ্ত সরবরাহ না থাকার কারণেই মূলত ছয়টি চিনিকল বন্ধ করে দেয় সরকার। ফলে নতুন করে চিনিকল চালু করতে হলে আখের উৎপাদন বৃদ্ধি করা আবশ্যক বলে জানান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। এর সঙ্গে চিনিকলের যন্ত্রপাতিরও আধুনিকায়ন করতে হবে।

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ আল কাফি রতন বলেন, 'চিনিশিল্পকে বাঁচাতে হলে সব কটি চিনিকল চালু করা জরুরি। তবে একসঙ্গে সব কটি কারখানা চালু করার বাস্তবতা নেই, এটা আমরাও বুঝি। এ জন্য প্রাথমিকভাবে একটি বা দুটি কারখানা চালু করার দাবি জানিয়েছি। তাতে আশপাশের এলাকা থেকে সেখানে আখ সরবরাহ করা সম্ভব হবে।'

এস আলমের সঙ্গে চুক্তি বাতিল

এদিকে চিনিকল নিয়ে বিতর্কিত এস আলম গোষ্ঠীর সঙ্গে করা একটি সমঝোতা চুক্তি (এমওইউ) সরকার পরিবর্তনের পর বাতিল করেছে চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন। আখের উৎপাদন বৃদ্ধি ও লোকসানে থাকা চিনিকলকে আধুনিক করতে বিএসএফআইসি ও এস আলম অ্যান্ড কোম্পানির মধ্যে গত ৪ জুলাই ওই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছিল।

সমঝোতা অনুসারে, কৃষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আখের উৎপাদন বৃদ্ধি, আধুনিক আখ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন, ছয় মেগাওয়াট অ্যাগ্রোভোলটাইক সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন, বাইপ্রডাক্ট প্রসেসিং প্ল্যান্ট ও প্যাকেজিং কারখানা করার প্রস্তাব করেছিল এস আলম গ্রুপ।

এ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এস আলম গ্রুপের বিষয়ে আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ রয়েছে। এ জন্য প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে এমওইউ বাতিল করা হয়েছে। আর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য এমওইউ করলেও চিনিকলগুলোর মালিকানা বদলের বিষয়ে কোনো চুক্তি হয়নি। তাই কোনো জটিলতা ছাড়াই ওই এমওইউ বাতিল করা গেছে।

লোহার পাত পুরোনো জাহাজের লোহার পাত কাটছেন এক শ্রমিক, যা দিয়ে নানা ধরনের জিনিসপত্র বানানো হবে। গতকাল ঢাকার শ্যামপুরে। ছবি : আশরাফুল আলম

২০ বছর পর সাউথইস্ট ব্যাংকে চেয়ারম্যান পদে নতুন মুখ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাউথইস্ট ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদে ২০ বছর পর নতুন মুখ এসেছে। গতকাল রোববার ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন এম এ কাশেম। তিনি বেসরকারি এই ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। ২০২২ সালে তিনিসহ তিনজন পরিচালক পদ থেকে বাদ পড়েছিলেন। তাঁরা সবাই আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পরিচালক পদে ফিরে আসেন।

২০০৪ সাল থেকে টানা ২০ বছর সাউথইস্ট ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন আলমগীর কবির। তাঁর বিরুদ্ধে এই পদে থেকে বিভিন্ন অনিয়মের মাধ্যমে ঋণ দেওয়াসহ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পর্ষদে যুক্ত করার অভিযোগ রয়েছে। সেই সঙ্গে শেয়ারবাজারে কারসাজির অভিযোগও আছে তাঁর বিরুদ্ধে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এক পরিদর্শনে উঠে আসে, সাউথইস্ট ব্যাংক সীমা অতিক্রম করে দফায় দফায় ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির শেয়ার কেনে। ব্যাংকটির চেয়ারম্যান আলমগীর কবির তখন ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্সেরও উপদেষ্টা ছিলেন। আবার সাউথইস্ট ব্যাংকের সাবেক উপদেষ্টা জাকির আহমেদ খান ছিলেন ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্সের স্বতন্ত্র পরিচালক। শেয়ার কেনার জন্য বে লিজিং অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টের সহযোগী প্রতিষ্ঠান বিএলআই ক্যাপিটালকে ২০০ কোটি টাকা ঋণ দেয় সাউথইস্ট ব্যাংক। বে লিজিংয়ের শেয়ার ধারক রায়হান কবির সাউথইস্ট ব্যাংকের চেয়ারম্যান আলমগীর কবিরের ছেলে। আবার জাকির আহমেদ খানও বে লিজিংয়ের স্বতন্ত্র পরিচালক। এভাবে সাউথইস্ট ব্যাংক শেয়ারবাজারে কারসাজির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, যার সুবিধাভোগী সরাসরি ব্যাংকটির একাধিক পরিচালক ও তাঁদের পরিবার। এই অভিযোগে সাউথইস্ট ব্যাংককে ১০ লাখ টাকা জরিমানাও করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

এম এ কাশেম

২০২২ সালে এম এ কাশেম যখন সাউথইস্ট ব্যাংকের পর্ষদ থেকে বাদ পড়েন, তখন পরিচালক হয়েছিলেন আঞ্জুমান আরা শহীদ। তিনি পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফাতের স্ত্রী। ২০২২ সালে সাউথইস্ট ব্যাংক থেকে বাদ পড়ার পাশাপাশি নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি থেকেও বাদ পড়েন এম এ কাশেম, আজিম উদ্দিন আহমেদ ও রেহানা রহমান। গত ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর তাঁরা ৩ জনসহ ১২ জন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি পদ ফিরে পান।

এম এ কাশেম ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) সাবেক সভাপতি। তিনি রোজ কর্নার (প্রাইভেট) লিমিটেডের চেয়ারম্যান।

এম এ কাশেম *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমি যে অবস্থায় ব্যাংকটিকে রেখে গিয়েছিলাম, সেই অবস্থায় এটিকে ফিরিয়ে আনা এখন আমার প্রধান লক্ষ্য। শেয়ারধারী ও আমানতকারীদের স্বার্থ যাতে কোনোভাবে ক্ষুণ্ন না হয়, তা নিশ্চিত করা হবে। আমার অনুপস্থিতিতে ব্যাংকে কী হয়েছে, তা নিরীক্ষার মাধ্যমে বের করা যায় কি না, সেই সিদ্ধান্ত নেবে পর্ষদ।'

আবার 'বি' শ্রেণিতে এনার্জি পাওয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শেয়ারবাজারে 'জেড' শ্রেণিতে স্থানান্তরের এক দিন পরই আবার শ্রেণি পরিবর্তন হয়েছে এনার্জি পাওয়ার জেনারেশনের। কোম্পানিটি গতকাল রোববার থেকে আবার 'বি' শ্রেণিতে ফিরে এসেছে। প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা যায়। গত বৃহস্পতিবার কোম্পানিটিকে 'বি' থেকে 'জেড' শ্রেণিতে স্থানান্তর করা হয়েছিল।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গত বছরের জুনে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য ঘোষিত লভ্যাংশের ৮০ শতাংশ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিতরণের হালনাগাদ তথ্য দিতে না পারায় কোম্পানিটিকে দুর্বল মানের 'জেড' শ্রেণিতে স্থানান্তর করেছিল ডিএসই কর্তৃপক্ষ।

লভ্যাংশ বিতরণের শর্ত পূরণ করায় আবার এটিকে 'বি' শ্রেণিতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

আজ ৭ম অনলাইন আবাসন মেলা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সপ্তাহব্যাপী অনলাইন আবাসন মেলা ২০২৪ শুরু হচ্ছে আজ সোমবার। প্রথম আলো ডটকম 'সুযোগ এসেছে আবার, ঘরে বসেই স্বপ্নের আবাস খোঁজার' স্লোগানে সপ্তমবারের মতো এই মেলার আয়োজন করছে। মেলা চলবে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত।

আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত এই উদ্যোগের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ডিবিএল সিরামিকস, কৌশলগত অংশীদার আবাসন ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিহ্যাব, বিশেষ অংশীদার ব্র্যাক ব্যাংক, কো-স্পনসর ন্যাশনাল পলিমার ও বিক্রয় ডটকম। সহযোগিতায় রয়েছে হাতিল।

এবার পৃষ্ঠপোষক হয়েছে রূপায়ন হাউজিং, ট্রপিক্যাল হোমস, র‍্যাংগস প্রোপার্টিজ, আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক, ভাইয়া গ্রুপ, অঙ্গন প্রোপার্টিজ, নর্থ সাউথ গ্রুপ, ক্রিডেন্স হোল্ডিংস, পূর্বাচল মেরিন সিটি, নতুনধরা অ্যাসেটস, কমপ্রিহেনসিভ হোল্ডিংস, আমিন মোহাম্মদ ফাউন্ডেশন, স্বপ্ননিবাস অ্যাসেটস, জেবিএস, কিউব হোল্ডিংস, কনকর্ড গ্রুপ, দোয়েল ডেভেলপমেন্ট প্রোপার্টিজ, কৃষিবিদ গ্রুপ রিয়েল এস্টেট, অ্যাডভান্সড ডেভেলপমেন্টস টেকনোলজিস, শামসুল আলামিন রিয়েল এস্টেট, জেসিএক্স, নেস্ট ডেভেলপমেন্টস, ইউনিমাস হোল্ডিংস, সুবর্ণভূমি হাউজিং, এশিয়ান ডুপ্লেক্স টাউন, মাস্কট প্রোপার্টিজ, অ্যাসোর্ট হাউজিং অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, পারটেক্স বিল্ডার্স, ইনটেক প্রোপার্টিজ।

মেলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে abashonmela.pro ওয়েবসাইটে।

২০০ বিলিয়ন ডলার ক্লাবে জাকারবার্গ

ফেসবুকের মালিক কোম্পানি মেটার সিইও জাকারবার্গ এবার ২০ হাজার কোটি বা ২০০ বিলিয়ন ডলার ক্লাবে ঢুকেছেন। ব্লুমবার্গের বিলিয়নিয়ার ইনডেক্স অনুযায়ী, এখন তাঁর মোট সম্পদ ২০১ বিলিয়ন ডলার। সিএনএন

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য

গত ২০২৩-২৪ অর্থবছর শেষে আমদানি ও রপ্তানি খাতে বিলিয়ন বা শতকোটি মার্কিন ডলারের ক্লাবে স্থান করে নিয়েছে দেশের আট শিল্প গ্রুপ।

শতকোটি ডলার ক্লাবে শীর্ষে এমজিআই, ফিরল বিএসআরএম

মাসুদ মিলাদ

গ্রুপের নাম	আমদানি	রপ্তানি	মোট
এমজিআই	২৬১.৫	১৭.৫	২৭৯
আবুল খায়ের গ্রুপ	১৮৭.৬	৪.৪	১৯২
সিটি গ্রুপ	১৬৬	১.১	১৬৭
প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ	১১৪.৮	৪৪.৫	১৫৯
বিএসআরএম গ্রুপ	১১২.৪	১.৬	১১৪
স্কয়ার গ্রুপ	৭০.২	৩৭	১০৭
টি কে গ্রুপ	১০২.৩	০.৮	১০৩
বসুন্ধরা গ্রুপ	১০১.২	১.২	১০২

গ্রুপের নাম	আমদানি	রপ্তানি	মোট
এস আলম	৮১	০	৮১

আমদানি-রপ্তানিতে বিলিয়ন বা শতকোটি ডলারের ক্লাবে (১২ হাজার কোটি টাকার বেশি) শীর্ষে রয়েছে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ বা এমজিআই। এক বছর বিরতি দিয়ে আবার এই ক্লাবে ফিরেছে ইস্পাত খাতের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি বিএসআরএম গ্রুপ। এই ক্লাব থেকে ছিটকে গেছে আর্থিক খাতে লুটপাটের দায়ে ব্যাপকভাবে সমালোচিত এস আলম গ্রুপ। সব মিলিয়ে এবার বিলিয়ন ডলার ক্লাবে জায়গা করে নিয়েছে দেশের আট শিল্প গ্রুপ।

সদ্য বিদায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআরের আমদানি ও রপ্তানির তথ্য বিশ্লেষণ করে এই চিত্র পাওয়া গেছে। আর এ তথ্য বিশ্লেষণ করেছে প্রথম আলো। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি ক্রমতালিকা অনুযায়ী, বিলিয়ন বা শতকোটি ডলারের ক্লাবে জায়গা পাওয়া আট শিল্প গ্রুপ হলো যথাক্রমে এমজিআই, আবুল খায়ের গ্রুপ, সিটি গ্রুপ, প্রাণ-আরএফএল, বিএসআরএম গ্রুপ, স্কয়ার গ্রুপ, টি কে গ্রুপ ও বসুন্ধরা গ্রুপ।

গত অর্থবছরে এই আট শিল্প গ্রুপের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য ছিল ১ হাজার ২২৩ কোটি ডলারের। এর আগে ২০২২-২৩ অর্থবছরে শীর্ষ আট শিল্প গ্রুপের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৩৬৬ কোটি ডলার। সেই হিসাবে শীর্ষ আটটি শিল্প গ্রুপের সম্মিলিত আমদানি-রপ্তানি আগের অর্থবছরের চেয়ে ১০ শতাংশ কমেছে।

বিলিয়ন ডলার ক্লাবে জায়গা করে নেওয়া শিল্প গ্রুপগুলোর আমদানির বড় অংশই শিল্পের কাঁচামাল, ভোগ্যপণ্য ও মূলধনি যন্ত্রপাতি। আর রপ্তানির তালিকায় রয়েছে খাদ্যপণ্য, ইলেকট্রনিকস, রাসায়নিক, পোশাক ও বস্ত্র। ডলার-সংকটে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পণ্য আমদানি ব্যাহত হয়েছে বড় শিল্পগোষ্ঠীগুলোর। তাতে আমদানি কমেছে অনেকের। তবে ডলার-সংকটে পড়ে রপ্তানিতে জোর দিয়েছে অনেকে। তাতে আমদানি কমলেও বেশির ভাগ শিল্প গ্রুপের রপ্তানি বেড়েছে।

শিল্প গ্রুপগুলোর আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ বিলিয়ন ডলার হওয়ার অর্থ হলো এসব গ্রুপের বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ আমদানি-রপ্তানির পরিমাণের চেয়ে বেশি। কারণ, কাঁচামাল থেকে পণ্য উৎপাদনে যে মূল্য সংযোজন হয়, তা গ্রুপগুলোর বার্ষিক লেনদেন বাড়িয়ে দেয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান দুই খাত আমদানি-রপ্তানির লেনদেন ধরে দ্বিতীয়বারের মতো প্রথম আলো বিলিয়ন ডলার ক্লাবের এই তালিকা তৈরি করেছে। শিল্প গ্রুপগুলোর শুধু মূল প্রতিষ্ঠানের আমদানি-রপ্তানির হিসাব এ তালিকা তৈরিতে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। শীর্ষস্থানীয় গ্রুপের যৌথ বিনিয়োগ ও মূল গ্রুপের বাইরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের হিসাব এ তালিকায় ধরা হয়নি। এ ছাড়া বিদেশি প্রতিষ্ঠানকেও তালিকায় বিবেচনায় নেওয়া হয়নি।

এবারও শীর্ষে এমজিআই

কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি হিসেবে অবস্থান ধরে রেখেছে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ বা এমজিআই। নতুন নতুন শিল্পকারখানায় বিনিয়োগ ও কাঁচামাল আমদানি করে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে গ্রুপটি। গ্রুপটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৭২ লাখ টন কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্ক-করসহ ব্যয় করেছে ২৬১ কোটি ৪৫ লাখ ডলার বা ২৮ হাজার ৯২৭ কোটি টাকা (কাস্টমস নির্ধারিত ডলারের বিনিময়মূল্য বিবেচনায়)। গ্রুপটির আমদানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে শিল্পের কাঁচামাল, মূলধনি যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ। গত অর্থবছরে শিল্প গ্রুপটির রপ্তানির পরিমাণ ১৭ কোটি ৪৭ লাখ ডলার। এর মধ্যে ৮ কোটি ১৭ লাখ ডলার আয় হয়েছে পণ্য রপ্তানি করে। বাকি ৯ কোটি ৩০ লাখ ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে সমুদ্রগামী জাহাজে পণ্য পরিবহন খাত থেকে। সব মিলিয়ে গ্রুপটি গত অর্থবছরে আমদানি-রপ্তানিতে ২৭৯ কোটি ডলার বা ৩০ হাজার ৮৫০ কোটি টাকা লেনদেন করেছে। আমদানি পর্যায়ে সরকারকে রাজস্ব দিয়েছে ৪ হাজার ৬০ কোটি টাকা।

প্রায় ৪৭ বছর আগে উদ্যোক্তা মোস্তফা কামালের হাত ধরে এমজিআই শিল্পগোষ্ঠীর যাত্রা শুরু হয়। গ্রুপটির প্রধান ব্র্যান্ড 'ফ্রেশ'। গ্রুপটিতে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ৫৩ হাজার মানুষের। শিল্প গ্রুপটির ২২টি খাতে অর্ধশত কারখানা রয়েছে। গ্রুপটির হাতে রয়েছে চারটি বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলও।

জানতে চাইলে এমজিআইয়ের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল *প্রথম আলো*কে বলেন, '২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিশ্ববাজারে কাঁচামালের দাম আগের তুলনায় কম ছিল। আবার আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও চাহিদা কমায় বিগত অর্থবছরে আমদানি কমেছে। তবে দেশীয় বাজারের পাশাপাশি কয়েক বছর ধরে আমরা বিদেশের বাজারে দেশীয় পণ্য ও সেবা রপ্তানি বাড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি। এ কারণে রপ্তানি বাড়তির দিকে রয়েছে।' তিনি মনে করেন, দেশের চলমান পরিস্থিতি ও ব্যবসার পরিবেশ স্থিতিশীল হলে নতুন বিনিয়োগ হবে। তাতে কর্মসংস্থানও বাড়বে।

> দেশীয় বাজারের পাশাপাশি কয়েক বছর ধরে আমরা বিদেশের বাজারে দেশীয় পণ্য ও সেবা রপ্তানি বাড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি।
>
> **মোস্তফা কামাল**
> চেয়ারম্যান, এমজিআই

এগিয়েছে আবুল খায়ের গ্রুপ

এক বছরের ব্যবধানে সিটি গ্রুপকে পেছনে ফেলে আমদানি-রপ্তানিতে দ্বিতীয় শীর্ষ স্থানে উঠে এসেছে আবুল খায়ের গ্রুপ। গ্রুপটি মূলত সিমেন্ট, রড ও ঢেউটিনের মতো ভারী শিল্পে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তামাক, খাদ্যপণ্য ও চা খাতেও ব্যবসা রয়েছে তাদের। গ্রুপটি গত অর্থবছরে ৯০ লাখ টন কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানিতে ব্যয় করেছে ১৮৭ কোটি ৬২ লাখ ডলার। আমদানিতে খরচ বেড়ে যাওয়ার কারণ হলো গ্রুপটি ইস্পাত খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়েছে।

আমদানির পাশাপাশি আবুল খায়ের গ্রুপের রপ্তানিও আগের অর্থবছরের চেয়ে দ্বিগুণ বেড়ে গত অর্থবছরে ৪ কোটি ৩৫ লাখ ডলারে উন্নীত হয়েছে। সব মিলিয়ে গত অর্থবছরে গ্রুপটি আমদানি-রপ্তানিতে লেনদেন করেছে ১৯২ কোটি ডলার বা ২২ হাজার ১১৪ কোটি টাকা। এ সময় আমদানিতে সরকারকে রাজস্ব দিয়েছে ৩ হাজার ৩৯৬ কোটি টাকা।

আবুল খায়ের গ্রুপের যাত্রা শুরু হয়েছিল শিল্পোদ্যোক্তা আবুল খায়েরের হাত ধরে। ১৯৫০ সালে মুদিদোকান দিয়ে যাত্রা শুরু হওয়া এই গ্রুপকে শীর্ষে নিয়ে গেছেন আবুল খায়েরের সন্তানেরা।

তৃতীয় অবস্থানে সিটি গ্রুপ

বিলিয়ন ডলার ক্লাবে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সিটি গ্রুপ। গত অর্থবছর গ্রুপটি সাড়ে ২১ লাখ টন পণ্য আমদানিতে শুল্ক-করসহ খরচ করেছে ১৬৬ কোটি ডলার। এর মধ্যে ৯৫ শতাংশ অর্থই খরচ হয়েছে ভোগ্যপণ্যের কাঁচামাল, আমদানিতে।

গত অর্থবছরে গ্রুপটির রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৮ লাখ ডলার। রপ্তানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে খাদ্যপণ্য ও ভোজ্যতেল। সব মিলিয়ে গত অর্থবছরে গ্রুপটি আমদানি-রপ্তানিতে লেনদেন করেছে ১৬৭ কোটি ডলার বা ১৮ হাজার ৩৭৩ কোটি টাকা। নিত্যপণ্য প্রক্রিয়াজাত করে বাজারজাতই সিটি গ্রুপের মূল ব্যবসা। প্রয়াত শিল্পোদ্যোক্তা ফজলুর রহমানের হাত ধরে ১৯৭২ সালে যাত্রা শুরু হয় সিটি গ্রুপের। গত বছর ফজলুর রহমান মৃত্যুবরণ করেন। এখন দ্বিতীয় প্রজন্ম এই গ্রুপের হাল ধরেছে। গত দুই দশকে গ্রুপটির বহরে যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান। গ্রুপটির প্রধান ব্র্যান্ড তীর।

রপ্তানিতে শীর্ষে প্রাণ-আরএফএল

বিলিয়ন ডলার ক্লাবে চতুর্থ অবস্থানে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ। তবে এই ক্লাবে থাকা কোম্পানিগুলোর মধ্যে রপ্তানিতে শীর্ষস্থানটা বরাবরের মতো শুধুই প্রাণ-আরএফএলের।

গত অর্থবছরে গ্রুপটি প্রায় ১০৯ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করেছে। এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে আমদানি প্রতিস্থাপক ও রপ্তানিমুখী শিল্পের কাঁচামাল। গ্রুপটি গত অর্থবছর পোশাকের বাইরে ৩৬ কোটি ৫৩ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে। পোশাক খাতে তাদের রপ্তানি ৭ কোটি ৯৬ লাখ ডলার। সব মিলিয়ে গত অর্থবছরে গ্রুপটি আমদানি-রপ্তানিতে লেনদেন করেছে ১৫৯ কোটি ডলার বা ১৭ হাজার ৫৫৯ কোটি টাকা।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমরা রপ্তানি বাজার ও পণ্যের বহুমুখীকরণে চেষ্টা করে যাচ্ছি। এ জন্য বিনিয়োগ অব্যাহত আছে। নানা উদ্যোগের কারণে রপ্তানিও বেড়েছে। আর অনেক পণ্য ও মধ্যবর্তী কাঁচামাল এখন আমরা দেশেই উৎপাদন করছি বলে আমদানি কমেছে।'

আহসান খান চৌধুরী আরও বলেন, 'আমাদের অনেক প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা আছে। তবু আমরা যদি সবাই মিলে বাংলাদেশকে ইতিবাচকভাবে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরি, তাহলে বিশ্বও আমাদের ইতিবাচকভাবে দেখবে।'

> আমরা যদি সবাই মিলে বাংলাদেশকে ইতিবাচকভাবে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরি, তাহলে বিশ্বও আমাদের ইতিবাচকভাবে দেখবে।
>
> **আহসান খান চৌধুরী**
> চেয়ারম্যান, প্রাণ-আরএফএল

আবার শীর্ষ আটে ফিরল বিএসআরএম

শুধু একটি খাতের ব্যবসা দিয়েই বিলিয়ন ডলারের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের শীর্ষ আটে জায়গা করে নিয়েছে লোহা ও ইস্পাত খাতের বিএসআরএম গ্রুপ। দেশের রডের বাজারের বড় অংশই গ্রুপটির হাতে।

গত অর্থবছর গ্রুপটি ১১২ কোটি ৪২ লাখ ডলারের পণ্য আমদানি করেছে। আমদানির ৭৬ শতাংশই রড তৈরির মধ্যবর্তী কাঁচামাল পুরোনো লোহার টুকরা। একই সময়ে গ্রুপটি ১ কোটি ৫৬ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে। ১৯৫২ সালে যাত্রা শুরু করা গ্রুপটির নেতৃত্ব দিচ্ছে এখন তৃতীয় প্রজন্ম।

বিএসআরএম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমের আলীহুসাইন *প্রথম আলো*কে বলেন, 'অবকাঠামো খাতে আমাদের আরও ভালো করার সুযোগ আছে। এ জন্য এ খাতের প্রধান উপকরণ ইস্পাত পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ অব্যাহত রেখেছি। তবে এখন অবকাঠামো খাতে যে স্থবিরতা চলছে, তা দ্রুত কাটিয়ে উঠতে হলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়াতে হবে। তা না হলে বিনিয়োগ বাড়বে না। কর্মসংস্থানও বাড়বে না।'

> এখন অবকাঠামো খাতে যে স্থবিরতা চলছে, তা দ্রুত কাটিয়ে উঠতে হলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়াতে হবে। তা না হলে বিনিয়োগ বাড়বে না।
>
> **আমের আলীহুসাইন**
> ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএসআরএম

১০০ দেশে রপ্তানির মাইলফলকে স্কয়ার গ্রুপ

দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী স্কয়ার গ্রুপের রপ্তানি পণ্যের গন্তব্যও এখন শততম বা ১০০ দেশ ছাড়িয়েছে। গত দুই অর্থবছর মিলিয়ে গ্রুপটি ১০২টি দেশে তাদের পণ্য রপ্তানি করেছে।

গত অর্থবছর গ্রুপটি ৭০ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করেছে। আমদানি পণ্যের তালিকায় রয়েছে ওষুধ, প্রসাধন, পোশাক ও বস্ত্রশিল্পের কাঁচামাল, মসলা এবং মূলধনি যন্ত্রপাতি। আর গত অর্থবছরে গ্রুপটি রপ্তানি করেছে প্রায় ৩৭ কোটি ডলারের পণ্য। রপ্তানির বড় অংশই তৈরি পোশাক খাতের। তৈরি পোশাক ছাড়াও ওষুধ, প্রসাধন, খাদ্যপণ্য রপ্তানি করে গ্রুপটি। সব মিলিয়ে গ্রুপটি গত অর্থবছরে আমদানি-রপ্তানিতে ১০৭ কোটি ডলার বা ১১ হাজার ৮১৬ কোটি টাকা লেনদেন করেছে। স্কয়ার গ্রুপ এবার বিলিয়ন ডলার ক্লাবের তালিকায় দুই ধাপ এগিয়ে ষষ্ঠ অবস্থানে উন্নীত হয়েছে।

চার বন্ধুর হাত ধরে ১৯৫৮ সালে যাত্রা শুরু করলেও স্কয়ারের মূল কান্ডারি ছিলেন স্যামসন এইচ চৌধুরী। তাঁর প্রয়াণের পর সন্তানেরাই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন দেশের অন্যতম পুরোনো এই শিল্প গ্রুপকে।

জানতে চাইলে স্কয়ার টেক্সটাইলের চেয়ারম্যান ও স্কয়ার ফার্মার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরী *প্রথম আলো*কে বলেন, 'যেভাবে দেশে বছর বছর ব্যবসার খরচ বাড়ছে, তাতে আমরা বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হারিয়ে ফেলছি। এ কারণে আমাদের সম্ভাবনাকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাতে পারছি না। পণ্যের উৎপাদন খরচ যাতে না বাড়ে এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় যাতে আমরা এগিয়ে থাকতে পারি, সরকারের পক্ষ থেকে এমন নীতিসহায়তা পেলে আমাদের রপ্তানি ও পণ্যের বিশ্ববাজার আরও বড় হবে। সেই সঙ্গে দেশে কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগও বাড়বে। বর্তমানে ব্যবসার খরচ অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় বিনিয়োগে কিছুটা স্থবিরতা দেখা দিয়েছে।'

> প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় যাতে আমরা এগিয়ে থাকতে পারি, সরকারের পক্ষ থেকে এমন নীতিসহায়তা পেলে আমাদের রপ্তানি ও পণ্যের বিশ্ববাজার আরও বড় হবে।
>
> **তপন চৌধুরী**
> ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস

টি কে গ্রুপ

গত অর্থবছর গ্রুপটি ১০২ কোটি ২৬ লাখ ডলারের পণ্য আমদানি করেছে। গ্রুপটির আমদানির তালিকায় রয়েছে ভোগ্যপণ্যের কাঁচামাল, ইস্পাত পাত, ঢেউটিনসহ শিল্পের কাঁচামাল। গ্রুপটি গত অর্থবছরে রপ্তানি করেছে ৮৩ লাখ ডলারের পণ্য। রপ্তানি পণ্যের তালিকায় রয়েছে খাদ্যপণ্য, প্রক্রিয়াজাত চামড়া ও কারখানার নানা উপজাত। সব মিলিয়ে গ্রুপটি গত অর্থবছরে আমদানি-রপ্তানি খাতে লেনদেন করেছে ১০৩ কোটি ডলার বা ১২ হাজর ২১৯ কোটি টাকা।

প্রায় অর্ধশত বছর আগে টি কে গ্রুপের সূচনা হয়েছিল মোহাম্মদ আবু তৈয়ব ও মোহাম্মদ আবুল কালাম—দুই ভাইয়ের হাত ধরে। বাংলাদেশে শিল্পায়নের শুরুর দিকে অনেক খাতে প্রথম কারখানার সূচনা হয়েছিল তাঁদের হাতে।

বসুন্ধরা গ্রুপ

বিলিয়ন ডলার ক্লাবে অষ্টম অবস্থানে রয়েছে বসুন্ধরা গ্রুপ। গত অর্থবছরে গ্রুপটি ১০১ কোটি ডলারের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানি করেছে। গ্রুপটির আমদানির তালিকায় রয়েছে সিমেন্ট, ভোগ্যপণ্য, কাগজ ও বিটুমিন শিল্পের কাঁচামাল। গ্রুপটি কয়লা ও পাথরের বাণিজ্যেও যুক্ত হয়েছে। গ্রুপটি রপ্তানি করেছে ১ কোটি ১৬ লাখ ডলারের পণ্য। এই তালিকায় রয়েছে খাদ্যপণ্য, টিস্যু, কাগজ ইত্যাদি। সব মিলিয়ে গ্রুপটি গত অর্থবছরে আমদানি-রপ্তানি খাতে ১০২ কোটি ডলার বা ১১ হাজার ২৪৪ কোটি টাকা লেনদেন করেছে।

ছিটকে গেছে এস আলম

২০২২-২৩ অর্থবছরে এস আলম গ্রুপ ১৪০ কোটি ডলারের ভোগ্যপণ্য আমদানি করে মূলত বিলিয়ন ডলারের ক্লাবে নাম লিখিয়েছিল। ট্রেডিং-নির্ভর হয়ে ওঠা গ্রুপটি সর্বশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৮১ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করেছে, যার সিংহভাগ ভোগ্যপণ্য। আমদানি কমে যাওয়ায় বিলিয়ন ডলার ক্লাব থেকে ছিটকে পড়েছে গ্রুপটি।

শক্তি দেশীয় বাজার, নজর রপ্তানিতে

দেশে নিত্যপণ্য থেকে নিত্যব্যবহার্য পণ্য কিংবা সাধারণ পণ্য থেকে শিল্পপণ্যের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। এই চাহিদাকে পুঁজি করে বিলিয়ন ডলারের গ্রুপগুলো আমদানি প্রতিস্থাপক কারখানা গড়ে তুলেছে। তাদের শক্তির জায়গা দেশীয় বাজার।

তবে দুই বছরের বেশি সময় ধরে ডলার-সংকট শিল্প গ্রুপগুলোকে ভাবিয়ে তুলেছে। তাই প্রাণ-আরএফএল ও স্কয়ার গ্রুপের মতো অন্য গ্রুপগুলোও এখন রপ্তানিতে নজর দিয়েছে। যদিও আমদানির তুলনায় তাদের রপ্তানি এখনো নগণ্য। তবু এসব গ্রুপের রপ্তানি বাড়তে শুরু করেছে।

জানতে চাইলে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, ক্রমবর্ধমান স্থানীয় বাজারের ওপর ভিত্তি করে আমদানি প্রতিস্থাপক কারখানা গড়ে তুলেছেন উদ্যোক্তারা। এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পণ্যের মান উন্নয়ন করে রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অর্জন করছেন তাঁরা। এতে প্রস্তুত পণ্যের আমদানি কমছে, রপ্তানি বাড়ছে—যা শিল্পায়নের ভালো দিক। তবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প যাতে বিকাশের সুযোগ পায়, সেটিও নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে তারাও একদিন বড় হবে।

বিশ্ব বাণিজ্য

মন্দা সময়ে নাইকির সিইওর দায়িত্ব পেলেন ইলিয়ট হিল

প্র-বাণিজ্য ডেস্ক

ইলিয়ট হিল

সম্প্রতি বিশ্ববিখ্যাত ক্রীড়াসামগ্রীর ব্র্যান্ড নাইকির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ইলিয়ট হিল। কোম্পানির এক চ্যালেঞ্জিং সময়ে খুব সাবলীলভাবে দায়িত্ব নিয়েছেন। এ ঘটনা কোম্পানির নেতৃত্বের পালাবদলে বড় নজির হয়ে থাকবে বলে অনেকেই মনে করেন। নাইকির ব্যবসায়ে এখন কিছুটা মন্দাভাব দেখা যাচ্ছে। এ অবস্থায় নাইকি যাতে আবারও আগের জায়গায় ফিরে আসতে পারে, সে লক্ষ্যেই ইলিয়ট হিলকে কোম্পানির প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ফোর্বস ম্যাগাজিনের সংবাদে বলা হয়েছে, নেতৃত্বের এমন নির্বিঘ্ন পালাবদল কোম্পানির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, একটি কোম্পানির করপোরেট সংস্কৃতি কেমন হবে এবং নতুন নেতৃত্ব দায়িত্ব নেওয়ার পর কতটা সফল হবে, তা কোম্পানির কর্মীদের ওপরই অনেকটা নির্ভর করে। স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট জার্নালের গবেষণার সূত্রে এই খবর দিয়েছে *ফোর্বস*। গবেষণায় দেখা গেছে, কোম্পানির কর্মীরা সিইও বা প্রধান নির্বাহীর বিষয়ে সন্তুষ্ট হলে প্রধান নির্বাহীদের চাকরি যাওয়ার হার কমে যায়।

সংকটের সময় করপোরেট সংস্কৃতি কেমন হতে পারে, সে বিষয়েও একটি মডেল তৈরি করেছে নাইকি। বলা হয়েছে, সংকটের সময় ব্যবসায়িক নেতাদের কোম্পানির কর্মীদের কথা শোনা এবং নিজেদের কথা জানানো উচিত। তা না করা হলে অনেক অপ্রয়োজনীয় সংকট সৃষ্টি হয়।

নেতৃত্ববিষয়ক পরামর্শক ও ব্যবসায়ী মার্শাল টেরিন ফোর্বসকে বলেন, কর্মক্ষেত্রের মানদণ্ড ও পরিবেশ নির্ধারণ করে দেওয়া নেতৃত্বের কাজ। নেতা হিসেবে যাঁরা শক্তিশালী, তাঁরা নজির স্থাপন করে নেতৃত্ব দেন। *ফোর্বস* বলছে, নাইকিতে যেভাবে মসৃণভাবে নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটে গেল, তা ব্যবসায়িক নেতৃত্বের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ নজির হয়ে থাকবে। সংগঠনের অভ্যন্তরীণ নেতৃত্বকে যে গতিশীল হতে হয়, এই ঘটনা তার প্রমাণ। সময়মতো পরিবর্তন ও কর্মসংস্কৃতির উন্নতির জন্য উদ্ভাবনমূলক হওয়া জরুরি।

সবার মতামতের ভিত্তিতে নেতৃত্ব বদল

কোম্পানিতে পরিবর্তন হলে তার প্রভাব অনেকের ওপর পড়ে। কোম্পানির নতুন নীতি ও কৌশল সফল হবে কি না, তা অনেকাংশে এসব মানুষের ওপর নির্ভরশীল। এই অংশীজনদের মধ্যে আছেন ক্রেতা, কর্মী, পর্ষদ সদস্য, সরবরাহকারী ও শেয়ারহোল্ডার। কোম্পানি যত ছোট বা বড় হোক না কেন, তার ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণে এই অংশীজনেরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। কোম্পানির দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে যাঁদের কায়েমি স্বার্থ আছে, তাঁদের সঙ্গে আস্থার সম্পর্ক তৈরি করা জরুরি। এর একটি পথ হলো, অংশীজনদের কথা আমলে নিয়ে কোম্পানির নেতৃত্বের মসৃণ পরিবর্তন নিশ্চিত করা।

কোম্পানির বর্তমান হাওয়া বোঝা

পরিবর্তনের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা নেতৃত্বের জন্য কঠিন হতে পারে, বিশেষ করে কোম্পানি যখন কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়। কোম্পানি কী অবস্থায় আছে, সেটি বোঝা এবং এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে কৌশল নির্ধারণ করা জরুরি।

আবার দেখা যায়, অনেক কোম্পানির পক্ষে অতীত সফলতার ছায়া অতিক্রম করা কঠিন হয়ে ওঠে। ফলে উদ্ভাবন করা এবং বাজারের বিদ্যমান চাহিদা পূরণ করা কঠিন হয়ে ওঠে। অতীতের সফলতা অন্তর্দৃষ্টি হিসেবে ভালো হলেও কেবল তার ভিত্তিতে কোম্পানির কৌশল নির্ধারণ করা কাজের কথা নয়। নাইকির ক্ষেত্রে বিষয়টি একরকম পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল, কোভিড-১৯ মহামারির সময় তৎকালীন সিইও জন ডোনাহোর কৌশল গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা ঠিক; কিন্তু বাজারের বিদ্যমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নেতৃত্বের ধরন যথাযথ নয় বলে মনে করা হয়।

পুরোনো রীতি-কৌশল ফিরিয়ে আনা

অতীতে যে রীতি ও কৌশল কাজ করছে, তা ফিরিয়ে আনা অনেক সময় কাজে দেয়, যদিও বিষয়টি কখনো কখনো উপেক্ষিত থেকে যায়। বাস্তবতা হলো, সঠিকভাবে প্রয়োগ করা গেলে পুরোনো কৌশলের পুনর্ব্যবহার কাজে দেয়।

নাইকির নতুন সিইও ইলিয়ট হিল একসময় নাইকিতে কাজ করতেন। তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনার মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, নাইকির প্রবৃদ্ধিতে তাঁর অবদান ছিল। অর্থাৎ কোম্পানির সফল ইতিহাস কখনো কখনো ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টির উৎস হতে পারে।

ব্যবসায়িক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রতিটি সিদ্ধান্তই গুরুত্বপূর্ণ। ছোট বা বড়, যে ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হোক না কেন, এসব প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব প্রায়ই চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির মুখে পড়েন। সে জন্য সব বুঝেশুনে সিদ্ধান্ত নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

ইন্টারনেটের রয়েছে বহুমুখী ব্যবহার। একটা স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট—স্বাবলম্বী করে তুলতে পারে গ্রামের নারীদের। গ্রামে গ্রামে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সে বিষয়ে সচেতন করে তুলছে গ্রামীণফোন

একনজরে

উদ্যোগ
ইন্টারনেটের দুনিয়া সবার

আয়োজন
উঠান বৈঠক

আয়োজক
গ্রামীণফোন

সহযোগী
প্রথম আলো, নকিয়া ও ঢাকা ব্যাংক পিএলসি.

শুরু
২৩ মার্চ ২০২৩

ধরন
গ্রামীণ নারীদের অংশগ্রহণে ইউনিয়নভিত্তিক আয়োজন

সম্পন্ন হওয়া উঠান বৈঠক
১ হাজার ১০৩টি ইউনিয়নে (২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৬৫ হাজারের বেশি (২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)

উঠান বৈঠকে যা হয়
ইন্টারনেটে তথ্য খোঁজ (সার্চ) করার কৌশল শেখানো, স্বাস্থ্যসচেতনতা ও কৃষিবিষয়ক পরামর্শের ভিডিও প্রদর্শন এবং সফল নারী উদ্যোক্তাদের গল্প শোনানো।

ইন্টারনেট ব্যবহার করে নারীদের নানা কিছু শিখতে উৎসাহ দিতে সারা দেশে চলছে উঠান বৈঠক। ছবিতে দিনাজপুরে একটি ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠকের দৃশ্য। ছবি : প্রথম আলো

গ্রামীণ নারীদের ইন্টারনেটের বহুমুখী ব্যবহার শেখাতে গ্রামে গ্রামে চলছে গ্রামীণফোনের উদ্যোগে উঠান বৈঠক। এই প্রচারাভিযানের শিরোনাম 'ইন্টারনেটের দুনিয়া সবার'। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে *প্রথম আলোর* প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য নিয়ে লিখেছেন **তারেক মাহমুদ নিজামী**।

ইন্টারনেট ব্যবহার করে স্বপ্নপূরণের প্রচেষ্টা গ্রামীণ নারীদের

স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকেরা আগে থেকেই অংশগ্রহণকারীদের জানিয়ে দেন উঠান বৈঠকের স্থান, তারিখ ও সময়। নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হন বিভিন্ন বয়স ও পেশার গ্রামীণ নারীরা। প্রতিটি বৈঠকে একজন সঞ্চালক জানিয়ে দেন উঠান বৈঠকের উদ্দেশ্য। তেমনই একজন সঞ্চালক দিনাজপুর সরকারি কলেজের গণিত বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী ও প্রথম আলো দিনাজপুর বন্ধুসভার সহসাংগঠনিক সম্পাদক শবনম মুস্তারীন স্বর্ণা।

সঞ্চালকদের নির্দিষ্ট মডিউলের ওপর ছয় ঘণ্টার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষিত হয়ে শবনম পরিচালনা করেছেন ৩২টি উঠান বৈঠক। তিনি বলেন, 'এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনের অসাধারণ স্মৃতি হিসেবে থাকবে। কারণ, দিনাজপুরের অনেক গ্রামে নারীদের ইন্টারনেট সম্পর্কে জানানোর উদ্যোগের সঙ্গে আমি থাকতে পেরেছি।'

বৈঠকে যখন স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা হয়, তখন বিশেষ ভালো লাগা কাজ করে শবনম মুস্তারীনের মধ্যে। তিনি দেখতেন নানা বয়সী গ্রামীণ নারী স্মার্টফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করে তথ্য খুঁজে (সার্চ করে) স্বাস্থ্যের নানা বিষয় জানছেন। সঞ্চালক নিজেও ইন্টারনেটে কিছু খুঁজতে হলে আগে শব্দ লিখে লিখে খুঁজতেন। তবে উঠান বৈঠকে যুক্ত হওয়ার পর তিনি তথ্য খোঁজার কাজটা কথা বলেই (ভয়েস কমান্ড) বেশি করছেন।

'এ রকম গ্রামোত আসিয়া হামাক মেলা কিছু জানাইলেন'

'হামরা খালি মোবাইলত টাকা ঢুকাই, ইউটিউবত ভিডিও দেখি, টিকটক দেখি আর ছবির গান শুনি। মোবাইল দিয়া যে কত কিছু জানার আছে, আইজকা শিখির পাইনো। কাজকাম ফেলায়ে অনুষ্ঠানত আসিছি। খুব ভালো নাগিল। এ রকম গ্রামোত আসিয়া হামাক মেলা কিছু জানাইলেন।' বলছিলেন দিনাজপুরের সদর উপজেলার সুন্দরবন ইউনিয়নের গৃহিণী ফাতেমা আক্তার। তাঁর বাড়ি এই ইউনিয়নের বেলবাড়ী আশ্রয়ণপাড়া গ্রামে। ১৮ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টায় সুন্দরবন ইউনিয়নের উঠান বৈঠকে এসেছিলেন ফাতেমা আক্তার। একই গ্রামের নুরজাহান বেগমের কাছ থেকে উঠান বৈঠকের কথা জানতে পারেন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সচেতনতামূলক নানা তথ্য খোঁজার পাশাপাশি ঘরে বসেও যে আয় করা যায়—জেনে বেশ অবাক হয়েছেন ফাতেমা। বৈঠকের পর থেকে তিনি ইন্টারনেটে সার্চ করে বিভিন্ন তথ্য বের করতে পারেন। পরিবারের সবার পাশাপাশি নিজের যত্নের প্রতিও ফাতেমা বেশ সচেতন। উঠান বৈঠকে ভিডিও দেখে স্বাস্থ্যবিষয়ক নানা তথ্য জেনেছেন তিনি। বিশেষ করে মা ও শিশুর যত্নে করণীয়, পুষ্টিকর খাবারের বিষয়, নারীদের কয়েকটি রোগের উপসর্গ ও প্রতিকারে করণীয়—সম্পর্কে তিনি এখন সচেতন।

ইন্টারনেটের দুনিয়া সবার

ফাতেমা আক্তার। ছবি : প্রথম আলো

সাইফা এখন ইন্টারনেটেই সামলান নিজের উদ্যোগ

ফাতেমার মতো উঠান বৈঠকে এসে উপকৃত হয়েছেন সাইফা সুলতানাও। পটুয়াখালী সদর উপজেলার বদরপুর ইউনিয়নের হকতুল্লা গ্রামে থাকেন তিনি। উচ্চমাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। লেখাপড়ার পাশাপাশি সাইফার অনেক দিনের শখ অনলাইনে ব্যবসা করার। সে জন্য এক মাস আগে মায়ের স্মার্টফোন ব্যবহার করে ফেসবুকে একটি ব্যবসায়িক পেজ খুলেছেন। মা-বাবার কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে সেই ফেসবুক পেজের মাধ্যমে ব্যবসা শুরু করেন। ঢাকা থেকে এক আত্মীয়ের মাধ্যমে থ্রি-পিস, টি-শার্ট, প্রসাধনী ইত্যাদি পণ্য কিনে আনেন তিনি।

২১ সেপ্টেম্বর বিকেলে সাইফার এলাকায় হয় উঠান বৈঠক। বৈঠকের কথা শুনে সেখানে যান তিনি। বৈঠকে ভিডিওতে দেখেছেন বিভিন্ন নারীর স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার গল্প। উঠান বৈঠকে প্রশ্নোত্তরপর্বে সবার আগে সঠিক উত্তর দিয়ে পুরস্কার হিসেবে স্মার্টফোন জিতেছেন সাইফা। দুদিন পর সাইফাদের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, তিনি খুব ব্যস্ত। তাঁর দীর্ঘদিনের শখ পূরণ হওয়ার পথে। স্মার্টফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করে সামলাচ্ছেন নিজের ব্যবসা। স্মার্টফোনে চোখ বোলাচ্ছেন আর ক্রেতাদের অর্ডার লিখে রাখছেন ডায়েরিতে।

সাইফার ফেসবুক পেজের ক্রেতাদের প্রায় সবাই নারী। কলেজপড়ুয়াই বেশি। সাইফা জানান, পটুয়াখালী জেলা শহর থেকে দুমকি উপজেলার লেবুখালী এলাকার বাসিন্দারা তাঁর গ্রাহক। দুই ভাইবোনের মধ্যে সাইফা বড়। পিতা মো. মাসুম আলম ঢাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। মা জাকিয়া আক্তার চাকরি করেন স্থানীয় একটি বেসরকারি সংস্থায় (এনজিও)। সাইফা বলেন, 'উঠান বৈঠকে যোগ দেওয়ার পর অনলাইনে ব্যবসা করার আগ্রহ আরও বেড়ে গেছে। এখন আমার পরিকল্পনা, ইন্টারনেটে সফল উদ্যোক্তাদের ভিডিও দেখে নিজের পেজটাকে আরও সমৃদ্ধ করে এগিয়ে নেওয়া।'

দেশজুড়ে উঠান বৈঠক

সাইফার মতোই অনেক গ্রামীণ নারী ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে হয়ে উঠছেন স্বাবলম্বী। স্বপ্ন দেখছেন নিজের পায়ে দাঁড়ানোর। স্বপ্ন দেখা এমন গ্রামীণ নারীদের ইন্টারনেটের নানা বিষয় সম্পর্কে জানাতে দেশের দুই হাজার ইউনিয়নে এলাকায় চলছে উঠান বৈঠক। ২০২৩ সালের মার্চ থেকে শুরু হওয়া বিশেষ এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গতকাল বুধবার (২৯ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত ১ হাজার ১০৩টি ইউনিয়নে উঠান বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে।

> উঠান বৈঠকে যোগ দেওয়ার পর অনলাইনে ব্যবসা করার আগ্রহ আরও বেড়ে গেছে। এখন আমার পরিকল্পনা হচ্ছে, ইন্টারনেটে সফল উদ্যোক্তাদের ভিডিও দেখে নিজের ফেসবুক পেজকে এগিয়ে নেওয়া।
>
> **সাইফা সুলতানা**
> শিক্ষার্থী, হকতুল্লা গ্রাম, বদরপুর ইউনিয়ন, পটুয়াখালী সদর

> 'মাঝেমধ্যে মনে অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খায়; কিন্তু কাকে জিজ্ঞেস করব, বুঝতে পারি না। ইন্টারনেটে যে অনেক কিছু খুঁজে বের করা যায়, জেনে খুব আনন্দ পেলাম।'
>
> **আমেনা খাতুন**
> গৃহিণী, ৪ নম্বর মৌগাছি ইউনিয়ন, মোহনপুর উপজেলা, রাজশাহী

সাক্ষাৎকার

আমরা একসঙ্গে এগিয়ে যেতে চাই

ফারহা নাজ জামান
পরিচালক, মার্কেটিং, গ্রামীণফোন

প্রশ্ন : সারা দেশের ১ হাজারের বেশি ইউনিয়নে উঠান বৈঠক হয়ে গেছে। যে প্রত্যাশা ছিল, তার কতটা পূরণ হচ্ছে?

ফারহা নাজ জামান : প্রাথমিকভাবে দুই হাজার ইউনিয়নে উঠান বৈঠক আয়োজনের পরিকল্পনা করেছি আমরা। আমরা চেয়েছি গ্রামীণ নারীরা যেন ইন্টারনেটের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হন। ইন্টারনেট দিয়েও যে কত কিছু করা যায়, জানা যায়, শেখা যায়—এই ধারণা দেওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এখন বলতেই পারি, প্রত্যাশা পূরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। আমরা বিশ্বাস করি, এই উদ্যোগের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী। আর তা সমাজ ও দেশের জন্য ইতিবাচক হবে।

প্রশ্ন : নির্দিষ্ট মডিউল অনুসরণ করে গ্রামের নারীদের হাতে-কলমে ইন্টারনেটের বহুমুখী ব্যবহার শেখানো হচ্ছে। এ মডিউল তৈরির সময় কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখেছেন?

ফারহা নাজ জামান : প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা একাধিক মডিউল তৈরি করেছিলাম। প্রয়োজন বুঝে মডিউলে পরিবর্তন এনেছি। আরও পরিবর্তন আনার সুযোগ এখনো রয়েছে। সারা দেশের জন্য একই মডিউল যথাযথভাবে কাজ করবে কি না—এটাও ভাবতে হয়েছে। সবাই যেন সহজে বুঝতে পারে এটা ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। একদম অংশগ্রহণমূলক একটা বৈঠক যেন হয় এ বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। পুরো অধিবেশন যেন সহজ ও আনন্দময় হয়ে ওঠে, সে চেষ্টা করেছি। শেখানোর চেয়ে বেশি জোর দিয়েছি শেখার আগ্রহ তৈরিতে।

প্রশ্ন : 'উঠান বৈঠক' নিয়ে কী চ্যালেঞ্জ ছিল?

ফারহা নাজ জামান : যেকোনো নতুন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে গেলে এমন কিছু চ্যালেঞ্জ আসে, যেগুলো সম্পূর্ণ নতুন। 'ইন্টারনেটের দুনিয়া সবার' উদ্যোগটি বাস্তবায়নের আগে থেকেই বিভিন্ন পরিকল্পনা করেছি আমরা। তখন যেমন ভেবেছিলাম বাস্তবতা তা থেকে খুব একটা ভিন্ন না। গ্রামের নারীদের উঠান বৈঠকে একত্র করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। সাধারণত গ্রামের নারীরা কর্মব্যস্ত দিন কাটান। ঘরের কাজের পাশাপাশি কৃষি বা ব্যবসার কাজেও অনেকে যুক্ত থাকেন। তাঁদের ব্যস্ত সময় থেকে এক বা দেড় ঘণ্টা বের করাটা খুব এক সহজ কাজ না। তবে আমাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও অংশীদারদের সহযোগিতায় সফলভাবে উঠান বৈঠকের কার্যক্রম চলছে।

প্রশ্ন : গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়ন ও স্বপ্ন পূরণে গ্রামীণফোনের এ উদ্যোগ নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

ফারহা নাজ জামান : বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। নারীদের যে একটি বড় অংশ, বিশেষ করে গ্রামীণ অনেক নারীই ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না। অথচ তাঁদের রয়েছে এগিয়ে যাওয়ার দারুণ সম্ভাবনা। বর্তমান পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির বিকল্প নেই। দুই হাজার ইউনিয়নে উঠান বৈঠক করা 'ইন্টারনেটের দুনিয়া সবার' উদ্যোগের প্রাথমিক ধাপ। সামনে একে আরও এগিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এরই মধ্যে যাঁরা দৈনন্দিন জীবনে ইন্টারনেটের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন, তাঁদের নিয়ে অনলাইন ব্যবসায় উদ্যোগ, ইন্টারনেটের মাধ্যমে উপার্জন, এমনকি ফ্রিল্যান্সিং করার মতো দক্ষতা অর্জনেও সহযোগিতা করার কথাও আমাদের ভাবনায় রয়েছে। গ্রামীণফোন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই গ্রামীণ মানুষ, বিশেষ করে নারীদের ক্ষমতায়নে কাজ করেছে। 'ইন্টারনেটের দুনিয়া সবার' সে ধারাবাহিকতারই অংশ। আসলে এগিয়ে চলা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আমরা একসঙ্গে এগিয়ে যেতে চাই।

টুকরো খবর

উদ্যমী বন্ধু তাহমিনা

রাজশাহীর বাঘা উপজেলার আড়ানী ইউনিয়নে উঠান বৈঠকের বিকেলটা ছিল ব্যস্ততম। অনুষ্ঠান শেষে দ্রুত নানা সরঞ্জাম গুছিয়ে গাড়িতে তুলতে হচ্ছে। *প্রথম আলো* বন্ধুসভার সদস্যরা তৎপর। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বিদ্যুৎ না থাকায় বিকল্প হিসেবে জেনারেটরের ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে। বন্ধুসভার সদস্য তাহমিনা আকতারকে প্রথম আলোর রাজশাহীর প্রতিনিধি আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি জেনারেটরটা গাড়িতে তোলেন তো। পারবেন?'

'পারব না মানে?' বলে তাহমিনা একাই জেনারেটর ধরে টানাটানি শুরু করেন, কিন্তু নাড়াতে পারেন না। বিষয়টি লক্ষ করে সবাই হেসে ফেলেন। তবে তাহমিনার আত্মবিশ্বাস আর উদ্যম দেখে অনুপ্রাণিত হন অন্যরা।

পুরস্কার নিচ্ছেন শাপলা আক্তার (বাঁয়ে)

পুরস্কার পেয়ে আনন্দিত শাপলা

কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর উপজেলার উছমানপুর ইউনিয়নের গৃহিণী শাপলা আক্তার। উঠান বৈঠকে এসে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিয়ে জয়ী হন। পুরস্কার হিসেবে স্মার্টফোন হাতে পেয়ে আনন্দে কেঁদে ফেলেন তিনি। শাপলা বলেন, 'আমরা খুবই গরিব। আমার স্বামী ঋণ করে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। কয়েক দিন ধরে চেষ্টা করছি একটি স্মার্টফোন কিনতে। কিন্তু টাকা জোগাড় করতে পারিনি। কল্পনাও করিনি এখানে এসে স্মার্টফোন পুরস্কার পাব।'

ছবিতে উঠান বৈঠক

ইন্টারনেটের নানা বিষয় জানতে ও শিখতে এসে তৈরি করলেন 'কাগজের ফুল'। টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নে। ছবি : প্রথম আলো

শবনম মুস্তারীন সঞ্চালনা করেছেন ৩২টি উঠান বৈঠক

শিশুর যত্ন নিয়েও জানা যায় উঠান বৈঠকে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর

উঠান বৈঠকে জানানো হয় 'ইন্টারনেটের দুনিয়া সবার'। মাদারীপুর

উঠান বৈঠকে চলে প্রশ্নোত্তর পর্ব। তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✷ উত্তরা ১১নং সেক্টরের ১৭নং রোডে, ১৪০০ বর্গফুটের রেডি দক্ষিণমুখী সিঙ্গেল ইউনিট এপার্টমেন্ট বিক্রয়। মোবা : ০১৭১৩৩৭৭৮৮৫, ০১৭১৩৩৭৭৮৮৬। টিবু-৫৯৯৮৫০

✷ মগবাজারে রেডি ৮৩৪ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭৪৮৫১৭৪৪৪, ০১৭৪১২২০০৯১। সি-৫৯৯৮৬০

✷ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়! মিরপুর ২-এ আধুনিক জীবন-যাপনের সকল সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত দক্ষিণমুখী ১৫১৭-২০২৮ বর্গফুট। মোবাইল : ০১৭১৩১৭৮৬০৬, ০১৭১৩১৭৮৬১৬। টিবু-৫৯৯৮৪২

✷ উত্তরা ৩, ৪, ৫, ৬, ১৫, ১৬ ও ১৭নং সেক্টরে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ সিঙ্গেল ইউনিটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা : ০১৭১৩১৭৮৬২০, ০১৭১৩১৭৮৬০৩। টিবু-৫৯৯৮৪৫

✷ শ্যামলী আকর্ষণীয় লোকেশনে ১০০০ বফু রেডি ফ্ল্যাট। ২ বেড, ২ বাথ, ২ বারান্দা নগদে ৫০ লক্ষ টাকায় বিক্রয়। ২৮,০০০/- ভাড়া চলমান। ০১৭১৫-১৯১৮২৩। মো.বু-৫৯৯৮৪৩

পাত্রী চাই

✷ আমেরিকার সিটিজেন ফার্মাসিস্ট (৩২-৫´-৪´´) কানাডার সিটিজেন এমবিএ ব্যাংকার (২৮-৫´-৪´´) ডিভোর্সী পাত্রীদ্বয়ের উপযুক্ত লগন, গুলশান-১, ০১৭১৫২৫৯৭৮৭, ০১৭১০০৮৪০০৯, lagonmedia71@gmail.com সি-৫৯৯৮৬২

✷ ডক্টরেট ফার্মেসিতে পিএইচডি আমেরিকান সিটিজেন উচ্চপদে কর্মরত ঢাকা। আমেরিকা স্থায়ী (৫´-৮´´-৩২) পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৭১৪২৭০৪৩৯, alammoudud@gmail.com সি-৫৯৯৮৩৬

✷ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্র ও/এ লেভেল অস্ট্রেলিয়া হতে গ্র্যাজুয়েশন (৩১-৫´-৮´´) নিজ কোম্পানির ডিরেক্টর পাত্রের পাত্রী চাই। মোবাইল : ০১৬১৮-৮৭১০৪৬/০১৭২৯-২৬১৮৭৬। সি-৫৯৯৮৩৮

✷ পররাষ্ট্র (৩৩-৫´-১১´´) ঢাকা ইউনিভার্সিটি লেকচারার (৩৪-৫´-৮´´) বুয়েট লেকচারার (৩০-৫´-১০´´) ম্যাজিস্ট্রেট (৩১-৫´-৯´´) সুদর্শন পাত্রদের ম্যাট্রিমনি বাংলাদেশ হোম সার্ভিস। মোবা : ০১৮৯৬২২৪৫৬৫। সি-৫৯৯৮৩৪

✷ বিএসসি এমএসসি বুয়েট (ইইই) সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত পরিবারের একমাত্র পুত্র ঢাকা বসবাসরত (৩৩-৫´-১০´´) সুদর্শন পাত্রদের # ০১৮৯৬২২৪৫৫৮। সি-৫৯৯৮৩৫

✷ ঢাকায় স্থায়ী ডাক্তার প্রফেসরের পুত্র, ও/এ লেভেল বিএসসি+এমএসসি (ইইই) ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াটার-লু কানাডা সরকারি চাকরিরত সিটিজেন কানাডা (৫´-১০´´-২৯) সুদর্শনের আর্জেন্ট। ০১৯১১৬৭৪৯৩৯। সি-৫৯৯৮৬৫

বিবিধ

✷ **ব্যবসায়ী সহযোগী আবশ্যক :** শীতকালীন কেড্স আমদানীতে ব্যবসায়ী সহযোগী প্রয়োজন। বাইতুল খায়ের বিল্ডিং (লিফট-১১) পুরানা পল্টন, ঢাকা। ০১৯১৯১৪৮৯৭২, (হোয়াটসঅ্যাপ) ০১৮১৯১৪৮৯৭২। সি-৫৯৯৮৭২

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✷ বসুন্ধরায় ৩০০ ফিট রোড সংলগ্ন লেকের কাছে ১৩৮০-২১০০ বর্গফুটের ৩ ও ৪ বেডের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট কিস্তিতে বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭১৩৫০২৪৭৬, ০১৭১৩৫০২৩৯২। মো.বু-৫৯৯৮৪৪

✷ ৩০০ পূর্বাচল এক্সপ্রেস ওয়ের প্রথম ১৩০ প্রবেশ পথের সন্নিকটে এল-ব্লকে বসুন্ধরায় এক্সক্লুসিভ ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। সরাসরি : ০১৮১০০০৮০১০। ডি-৫৯৭৭৫৭

✷ বিশেষ ছাড়ে বসুন্ধরা আই-ব্লকে প্লেপেন স্কুলের কাছে ১৮০৯ বফু রেডি ও বনশ্রী, নবিনবাগ তিতাস রোডে ১২৩৪ বফু ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮৯৪৪৪২৯৯৯, ০১৮৫৫৯৯১১১১। মহাবু-৫৯৯৮৬৮

✷ আফতাবনগর, বনশ্রী, বসুন্ধরাতে ১৩৫০, ১৬০০, ১৮৫০, ২০০০, ২৭০০ বর্গফুটের রেডি/প্রায়রেডি ফ্ল্যাট জরুরি প্রয়োজনে বিশেষ ছাড়ে বিক্রয়। ০১৭১১০২৯৯১৩। খিলবু-৫৯৯৮৭৬

পাত্রী চাই

✷ ঢাকায় স্থায়ী বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পুত্র এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল, বিসিএস স্বাস্থ্য এফসিপিএস ২য় পার্ট রানিং মেডিসিন, (৩০+৫´-৯´´) সুদর্শনের উপযুক্ত। মোবাইল : ০১৯১০৭৩৩০৫৫। সি-৫৯৯৮৬৬

✷ বুয়েট গ্র্যাজুয়েট (৫´-১০´´-৩৩), (৫´-১০´´-২৮) ঢাকায় সেটেল্ড, পদস্থ কর্মকর্তা সুদর্শন পাত্রদ্বয়ের। "গুলশান মিডিয়া" বাড়ি ১৩, রোড ৯, গুলশান-১। ৫৮৮১৪০৪৪, ০১৫৫৬-৫৯০৮৮৪। www.gulshanmedia.net মহাবু-৫৯৯৮৬৯

✷ প্রফেসর, ডাক্তার পিতা-মাতার পুত্র, এমবিবিএস এমআরসিএস, লন্ডনের ডাক্তার এবং সিটিজেন (৩২-৫´-৮´´) সুদর্শন পাত্রের (আর্জেন্ট) পাত্রী চাই। মোবাইল : ০১৭৮২৫৫৬৫৯০। যাবু-৫৯৯৮৭৭

✷ আমেরিকান সিটিজেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ভার্জিনিয়া বিএসসি এমএসসি কম্পিউটার (বুয়েট) পিএইচডি আমেরিকা (৩৪+৫´-১০´´) শর্ট ডিভোর্স পাত্র ঢাকায় আর্জেন্ট # মোবাইল : ০১৯৩৯৫০০৭০৯। যাবু-৫৯৯৮৭৮

✷ বিবিএ এমবিএ আইবিএ ঢাকা ইউনিভার্সিটি উচ্চপদে কর্মরত ঢাকা। শিক্ষিত ছোট পরিবার (২৯-৫´-১০´´) সুদর্শন অভিভাবকগণ যোগাযোগ : ০১৭০৬৩৪৩১২১ হোয়াটসঅ্যাপ। যাবু-৫৯৯৮৭৯

✷ বাবা ডাক্তার, মা ডাক্তার, পাত্র বুয়েট হতে বিএসসি এমএসসি ইঞ্জিনিয়ার, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্পোরেট ব্রাঞ্চের কর্মকর্তা (২৯-৫´-৮´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী। ০১৭৯১৬৪৮৫৬৬। সি-৫৯৯৮৭৫

✷ ৩৯তম বিসিএস ডাক্তার। এমবিবিএস প্রাইভেট মেডিকেল। শিক্ষিত পরিবার (৩২-৫´-৭´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। যোগাযোগ : +৮৮০১৩১৭৮০১৭১১। সি-৫৯৯৮৭৩

হিন্দু পাত্রী চাই

✷ নমঃশূদ্র, কাশ্যপ গোত্র, দেবগণ, মকররাশি, বিএসসি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, নিজস্ব ব্যবসা, পাত্রের জন্য ''দেবগণ'' সুশ্রী পাত্রী চাই। মোবাইল ও হোয়াটসঅ্যাপ ০১৭১১১০৫৪৮৯, ০১৮১৭০৭৯২৫৬। সি-৫৯৯৮৮০

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✷ মোহাম্মদপুর আদাবর ১৪৩৫ বর্গফুটের ৩ বেডের ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট জরুরি বিক্রয়। ০১৯০৬১৯৮১০৮, ০১৭৯৭২৪২৩০২। সি-৫৯৯৮৮২

✷ ধানমন্ডি ৩নং রোডে ১৬৪৫ বর্গফুটের ৩ বেডের পার্কিং, লিফট, গ্যাস সংযোগসহ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১৩৭৩১২০৯, ০১৭১৩৩৫৮৮৯১। সি-৫৯৯৮৮১

পাত্র চাই

✷ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা ইউএসএ হতে গ্র্যাজুয়েশন (২৬-৫´-৩´´) পাত্রীর জন্য আর্মি পাত্র চাই। # ০১৬১৮-৮৭১০৪৭/০১৯৯৫-৫৮৫২৩৩। সি-৫৯৯৮৩৯

✷ স্কোয়াড্রন লিডার বাংলাদেশ এয়ারফোর্স, গ্র্যাজুয়েশন বিইউপি, ঢাকায় সেটেল্ড (২৯-৫´-৪´´) সুন্দরী নামাজি পাত্রীর জন্য ডিফেন্সসহ সরকারি প্রথম শ্রেণীর অফিসার পাত্র চাই। ০১৭৩২২৩১৩০৭। সি-৫৯৯৮৭৪

✷ মরহুম ব্যবসায়ী বাবার সুন্দরী ধার্মিক কন্যা। পাত্রীর নিজ নামে ব্যবসা (৩৭-৫´-৪´´) বয়স্ক সন্তানসহ পাত্র চলবে। সরাসরি : ০১৮৮৬-১৯৭৬৬১। সি-৫৯৯৮৮৪

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✷ খিলগাঁও, বসুন্ধরা, মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডিতে বিডিডিএল এর ৩/৪ বেডের নির্মাণাধীন লাক্সারি ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭৫৫৫১১০১৮, ০১৭৫৫৫১১০১৭। সি-৫৯৯৮৬৪

✷ মোহাম্মদপুর ১১০০, ১৩৭৫ বর্গফুট (রেডি) এবং উত্তরা ১৫৩০ বর্গফুট (চলমান) ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। মোবাইল : ০১৮১১৪১২১৪৬। সি-৫৯৯৮৮৬

পাত্র-পাত্রী চাই

✷ দীর্ঘ ১৫ বছর পাত্র-পাত্রী ম্যাচমেকিং-এর ক্ষেত্রে আস্থা, নিষ্ঠা, সততার মাধ্যমে অভিজাত উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত এবং পারিবারিক ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে কাজ করছে "ম্যারেজ সল্যুশন বিডি" "দৃষ্টিভঙ্গি বদলান/জীবন বদলে যাবে।" মোবাইল : ০১৭৪৫-৫৭৩৩৪৯/০১৬১৮-৮৭০৬৮৮। সি-৫৯৯৮৪০

✷ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডারসহ সকল ধরনের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ম্যাট্রিমনি-বাংলাদেশ-উত্তরা-হোম সার্ভিস # মোবাইল : ০১৩১৫-১৩১৩৫৭। সি-৫৯৯৮৪১

সোনালী ব্যাংক পিএলসি.

ধাপ শাখা, রংপুর।

অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ (সংশোধনী ২০১০) এর ১২ ধারা মোতাবেক বন্ধকী সম্পত্তির নিলাম বিজ্ঞপ্তি।

ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা : 'মেসার্স সাইফুল স্টোর' প্রোঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম, পিতা-মৃত মহির উদ্দিন, ঠিকানা : সিও বাজার কেল্লাবন্দ, উপশহর, রংপুর।

এই মর্মে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র শাখা হতে গৃহীত উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের ঋণ হিসেবে ১৪/০৭/২০২৪ তারিখ ভিত্তিক ব্যাংকের পাওনা=৭,৫৫,৯৬৮/- টাকা (কথায় : সাত লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার নয় শত আটষট্টি মাত্র) এবং আদায়কালতক অনারোপিত সুদসহ অন্যান্য পাওনাদি আদায়ের নিমিত্ত অত্র শাখার অনুকূলে বন্ধকীকৃত নিম্নবর্ণিত হাইপো/প্লেজ মালামাল (যেখানে যে অবস্থায় রহিয়াছে)/বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তি (নির্মাণাদিসহ) অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ (সংশোধনী ২০১০) এর ১২ ধারার বিধান মোতাবেক নিলামে বিক্রয় করা হইবে। নিলাম ক্রয়ে আগ্রহী ক্রেতাগণের নিকট হইতে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলীতে সীলমোহরকৃত দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে।

বন্ধকীকৃত সম্পত্তির তফশিল

মৌজা	জেএল নং	সিএস খতিয়ান নং	এসএ খতিয়ান নং	বিএস/ ডিপি খতিয়ান	খারিজ খতিয়ান নং	দাগ নং (সাবেক)	দাগ নং (নতুন)	জমির পরিমাণ (শতাংশ)
কেল্লাবন্দ	৬০	৬৪২	৫৮৯	৯৮৮	২৪০৭	৩৩৫	২১৯৩	৩৩.০০
কেল্লাবন্দ	৬০	২৭১	২৮২	৩৬২	১৫৫৭	১৮৬০ ১৮৬৭	৩৮৫, ৩৮৬	১০.২৫
							মোট জমি=	৪৩.২৫

শর্তসমূহ :

১.০ আগামী ৩০/১০/২০২৪ তারিখ বেলা ৪.০০ ঘটিকার মধ্যে দরপত্র সোনালী ব্যাংক পিএলসি., ধাপ শাখা/শাখা/অফিস কিংবা প্রিন্সিপাল অফিস, রংপুর এ রক্ষিত দরপত্র বাক্সে জমা দিতে হইবে। ঐ দিনই বেলা ৪.১৫ ঘটিকার সময় দরপত্রদাতাদের সামনে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র বাক্স খোলা হইবে। দরপত্র সরাসরি অথবা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করা যাইবে। রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণের ক্ষেত্রে তাহা অবশ্যই উক্ত নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে উক্ত শাখা/অফিসে পৌছাইতে হইবে।

২.০ দরপত্র সীলমোহরকৃত খামে এবং খামের উপর স্পষ্ট অক্ষরে বন্ধকী সম্পত্তি ক্রয়ের দরপত্র লিখিয়া দাখিল করিতে হইবে। দরপত্রে দরপত্রদাতার নাম, পিতা/স্বামীর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন/মোবাইল নম্বর এবং প্রস্তাবিত একক প্রতি দর ও মোট মূল্য অথবা গুদামে মজুদ সমুদয় মালামাল (যেখানে যে অবস্থায় রহিয়াছে)/সম্পত্তির মোট প্রস্তাবিত মূল্য উল্লেখ করিতে হইবে।

৩.০ পত্র দাখিল করিবার সময় প্রযোজ্য আর্নেস্ট মানি ও মূল্য পরিশোধের সময়সীমা নিম্নোক্ত ছকে দেওয়া হইলো :

আর্নেস্ট মানি/জামানতের পরিমাণ	অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধের সময়সীমা
ক) উদ্ধৃত দর ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দরপত্র মূল্যের ২০% হারে	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৩০ দিবসের মধ্যে
খ) উদ্ধৃত দর ১০.০১ লক্ষ টাকা হইতে ৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দরপত্র মূল্যের ১৫% হারে	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ দিবসের মধ্যে
গ) উদ্ধৃত দর ৫০.০০ লক্ষ টাকার অধিক হইলে দরপত্র মূল্যের ১০% হারে	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ দিবসের মধ্যে

৪.০ দাখিলকৃত দরপত্রে উল্লেখিত অবশিষ্ট মূল্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থতায় সর্বোচ্চ দরদাতার জামানত বাজেয়াপ্ত হইলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর এবং পূর্বে বাজেয়াপ্তকৃত জামানতের অর্থ একত্রে সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর অপেক্ষা কম না হইলে, উক্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে মালামাল/সম্পত্তি নিলাম খরিদ করিতে আহ্বান করা হইবে এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা (আহূত হইবার পর ০৩ নং অনুচ্ছেদে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে) সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার জামানতও বাজেয়াপ্ত করা হইবে। বাজেয়াপ্তকৃত জামানতের টাকা উক্ত দাবিকৃত টাকার সহিত সমন্বয় করা হইবে।

৫.০ দরপত্রে উল্লিখিত মালামাল/তফসিলভুক্ত সম্পত্তির প্রস্তাবকৃত মূল্য অস্বাভাবিকভাবে অপর্যাপ্ত বা কম প্রতীয়মান হইলে কর্তৃপক্ষ দরপত্র বাতিল করিতে পারিবে।

৬.০ দরপত্রদাতা এক বা একাধিক তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য দরপত্র জমা দিতে পারিবেন। তবে একই তফসিলভুক্ত সম্পত্তির আংশিক দরপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৭.০ নিলাম ক্রেতা কর্তৃক সমুদয় মূল্য পরিশোধের পর প্রয়োজনীয় আইনানুগ আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন সাপেক্ষে নিলাম ক্রেতার অনুকূলে মালামাল/সম্পত্তি হস্তান্তর করা হইবে। নিলাম ক্রেতাকে মালামাল হস্তান্তরের/সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন, দখল সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় বহন করিতে হইবে। প্রস্তাবকৃত মূল্যের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর দরপত্রদাতাকে বহন করিতে হইবে।

৮.০ ঋণগ্রহীতা/প্রতিষ্ঠানের নিকট নিলামতব্য সম্পত্তি/মালামাল সংক্রান্ত সরকারী কর/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কোন দাবি/পাওনা যথা বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানির বিল, পৌরকর, ভূমিকর ইত্যাদি বকেয়া থাকিলে তাহা নিলাম ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে।

৯.০ কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো কিংবা কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যেকোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১০.০ দরপত্র গৃহীত না হইলে দরপত্রদাতাকে জামানতের টাকা সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে ফেরত দেওয়া হইবে।

১১.০ নিলামে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর সহিত যোগাযোগ করতে পারিবেন।

ম্যানেজার
মোবাইল নম্বর : ০১৭৫৫৫৮৪৮০৬

প্লট বিক্রয়

✷ পূর্বাচল সংলগ্ন ও আর্মি হাউজিং (জলসিঁড়ি) প্রকল্পের গাঁ ঘেঁষেই ১০০% রেডি প্লট কাঠা নিম্ন ৫ লক্ষ টাকা। মোবাইল : ০১৩২৯৭১১৫৪০। টিবু-৫৯৯৮৪৭

✷ পূর্বাচল আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ির সাথেই আফতাব নগরের শেষে বালি ভরাটকৃত রেডি প্লট। কাঠা ৪০ লক্ষ টাকা। মোবাইল : ০১৭০৮-৪৩৩৯২৩। সি-৫৯৯৮৬১

✷ পূর্বাচলের ১০, ২৭নং সেক্টরে ৩ কাঠা, ১১, ২৫নং সেক্টরে ৫ কাঠা, ১০, ২নং সেক্টরে ৭.৫ কাঠা, ১১, ১৭নং সেক্টরে ১০ কাঠা, আফতাবনগর এফ-ব্লকে ৫ কাঠা, নিকুঞ্জ-১, বিল্ডিংসহ ৩ কাঠা। ০১৭৩১৬১৩৯১৮। সি-৫৯৯৮৬৩

✷ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় আই এক্সটেনশন ব্লকে ৪ কাঠা এবং ৫ কাঠা প্লট বিক্রয় হবে। মোবাইল : ০১৭৮০-৮০৮০৮৫। সি-৫৯৯৮৮৫

প্লট বিক্রয়

✷ ঢাকা-মাওয়া ৪০০ ফিট এক্সপ্রেসওয়ে-সংলগ্ন, বাউন্ডারিকৃত হস্তান্তরযোগ্য রেডি প্লট বিক্রয় চলছে। ০১৮৯৪৮০১৯২১। টিবু-৫৯৯৮৪৮

✷ পূর্বাচল ২৭নং সেক্টরের সাথে বালি ভরাট চলমান, কাঠা প্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। ০১৮৯৭৬২৩৯৭৭। টিবু-৫৯৯৮৪৬

জমি বিক্রয়

✷ গ্রীণ মডেল টাউন (মুগদা) ব্লক-এইচ এক্স., বাড়ি করার উপযোগী ১০ কাঠা জমি, ৮০ ফিট রাস্তা (৩২ জন শেয়ার হোল্ডার) ১টি শেয়ার জরুরি বিক্রয়। প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ : ০১৭১৬১২৯৬৯৬। সি-৫৯৯৮৫৯

✷ ঢাকা উত্তরখানের (ময়নারটেক) ২০ ফিট রাস্তার পাশে ৫.৫ কাঠা নিষ্কণ্টক জমি বিক্রয় হবে। ফাইন হোমস লি.। ০১৭১১৩২১০৫৭, ০১৭০৬৩১৪১০১। সি-৫৯৯৭৮০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র অধিদপ্তর
বিটিএমসি ভবন (১০ম তলা)
৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা।
www.dot.gov.bd

স্মারক নং-২৪.০২.০০০০.০০৩.১৮.০০৫.২৪-২৭৮ — তারিখ : ১১ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ। / ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩-২০২৪

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত এবং বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কালিহাতী, টাংগাইল-এ নিম্নলিখিত বিভাগ ও আসন সংখ্যায় ৪ (চার) বছর মেয়াদি বি. এসসি. ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামের ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে লেভেল-১ টার্ম-১ এ ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের নিকট থেকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে।

১. কলেজের নাম, ঠিকানা ও আসন সংখ্যা :

ক্র. নং	কলেজের নাম ও ঠিকানা	বিভাগ অনুযায়ী আসন সংখ্যা
১।	বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কালিহাতী, টাংগাইল ওয়েবসাইট : https://btec.portal.gov.bd ইমেইল : btec.gov.bd@gmail.com	ইয়ার্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং -৩০ ফেব্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং -৩০ ওয়েট প্রসেসিং ইঞ্জিনিয়ারিং -৩০ এ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিং -৩০
		মোট=১২০

২। ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ন্যূনতম যোগ্যতা

(ক) প্রার্থীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
(খ) প্রার্থীকে বাংলাদেশের যে কোনো মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/কারিগরি শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট/দাখিল বা সমমানের পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতিতে ৫.০০ এর স্কেলে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ (ঐচ্ছিক বিষয়সহ) পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।
(গ) প্রার্থীকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং/ ডিপ্লোমা ইন জুট টেকনোলজী/ ডিপ্লোমা ইন গার্মেন্টস ডিজাইন এন্ড প্যাটার্ণ মেকিং কোর্সের পরীক্ষায় ৪.০০ এর স্কেলে কমপক্ষে সিজিপিএ (CGPA) ২.৭৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।
(ঘ) ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং/ ডিপ্লোমা ইন জুট টেকনোলজী/ডিপ্লোমা ইন গার্মেন্টস ডিজাইন এন্ড প্যাটার্ণ মেকিং কোর্সের পরীক্ষায় ২০২১ ও তৎপরবর্তী সনে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাই ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সেক্টর, কর্পোরেশন-এ শিক্ষকতাসহ অন্যান্য পদে কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।
(ঙ) চাকুরীরত প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

৩। সংরক্ষিত আসন

(ক) উক্ত কলেজে নির্ধারিত আসনের অতিরিক্ত মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ০৪টি এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কোটায় ০১টিসহ মোট ০৫টি আসন সংরক্ষিত থাকবে।
(খ) সংরক্ষিত আসনের জন্য ভর্তি পরীক্ষায় যোগ্য বিবেচিত হলে ভর্তির সময় অবশ্যই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মর্মে প্রত্যয়নপত্র এবং মুক্তিযোদ্ধা কোটার ক্ষেত্রে সরকারি বিধি মোতাবেক প্রদত্ত মূল সার্টিফিকেট দেখাতে হবে এবং এর সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে।
(গ) সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীদেরও ভর্তি পরীক্ষায় যথারীতি অংশগ্রহণ করতে হবে এবং মেধা ভিত্তিক নির্বাচন করা হবে।

৪। আবেদন ফি

ভর্তি পরীক্ষায় আবেদন ফি ১২০০/- (এক হাজার দুইশত) টাকা।

৫। আবেদন পূরণ সংক্রান্ত শর্তাবলী

ক. পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ http://btec.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।
(i) অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষায় ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময় : ১০/১০/২০২৪ খ্রি. তারিখ সকাল ১০ :০০টা;
(ii) অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময় : ০৯/১১/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ০৫ :০০টা। উক্ত সময়সীমার মধ্যে User ID প্রাপ্তগণ Online এ আবেদনপত্র Submit এর সময় থেকে পরবর্তী ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টার মধ্যে এসএমএস-এ পরীক্ষার ফি জমা দিবেন।
খ. Online আবেদনপত্রে তার রঙ্গিন ছবি (দৈর্ঘ্য ৩০০ x প্রস্থ ৩০০) pixel ও স্বাক্ষর (দৈর্ঘ্য ৩০০ x প্রস্থ ৮০) pixel স্ক্যান করে নির্ধারিত স্থানে Upload করবেন। ছবির সাইজ সর্বোচ্চ 100 kb ও স্বাক্ষরের সাইজ 60 kb হতে হবে।
গ. Online আবেদনপত্রে পূরণকৃত তথ্যই যেহেতু পরবর্তী সকল কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে, সেহেতু Online এ আবেদনপত্র Submit করার পূর্বেই পূরণকৃত সকল তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে প্রার্থী নিজে শতভাগ নিশ্চিত হবেন।
ঘ. প্রার্থী Online এ পূরণকৃত আবেদনপত্রের প্রিন্ট কপি পরীক্ষা সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনের সহায়ক হিসেবে সংরক্ষণ করবেন এবং ভর্তির সময় এক কপি জমা দিবেন।
ঙ. **SMS প্রেরণ ও পরীক্ষার ফি প্রদানের নিয়মাবলী** : Online এ আবেদনপত্র (Application Form) যথাযথ পূরণ করে নির্দেশনামতে ছবি এবং Signature Upload করে আবেদনপত্র Submit করা সম্পন্ন হলে ছবিসহ Application Preview দেখা যাবে। নির্ভুলভাবে আবেদনপত্র Submit করা সম্পন্ন প্রার্থী একটি User ID, ছবি এবং স্বাক্ষরযুক্ত ১টি Applicant's Copy পাবেন। উক্ত Application's Copy প্রার্থী প্রিন্ট অথবা Download করে সংরক্ষণ করবেন। Applicant's Copy তে একটি User ID নম্বর দেয়া থাকবে User ID নম্বর ব্যবহার করে প্রার্থী নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যেকোন Teletalk Pre-paid mobile নম্বরের মাধ্যমে এসএমএস করে আবেদন ফি বাবদ ১২০০/- (এক হাজার দুইশত) টাকা অনধিক ৭২ ঘন্টার মধ্যে জমা দিবেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য Online আবেদনপত্রের সকল অংশ পূরণ করে Submit করা হলেও আবেদন ফি জমা দেয়া না পর্যন্ত Online আবেদনপত্র কোন অবস্থাতেই গৃহীত হবে না।
প্রথম SMS: BTEC <space> User ID লিখে Send করতে হবে ১৬২২২ নম্বরে।
Example: BTEC ABCDEF
Reply: Applicant's name, Tk. 1,200 will be charged as application fee. Your PIN is XXXXXXXX. To pay fee Type BTEC <space> Yes<space> PIN and send to ১৬২২২ নম্বরে।
দ্বিতীয় SMS: BTEC <space>YES<space> PIN লিখে Send করতে হবে ১৬২২২ নম্বরে।
Example: BTEC YES xxxxxxxxx
Reply: Congratulations Applicant's name, payment completed successfully for BSc admission of BTEC. User ID is (ABCDEF) and password (xxxxxxxxx)
চ. প্রবেশপত্র প্রাপ্তির বিষয়টি http://btec.teletalk.com.bd এবং প্রার্থীর মোবাইল ফোনে SMS এর মাধ্যমে (শুধুমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের) যথাসময়ে জানানো হবে। Online আবেদনপত্রে প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত মোবাইল ফোনে পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় যোগাযোগ সম্পন্ন করা হবে বিধায় উক্ত নম্বরটি সার্বক্ষণিক সচল রাখা, SMS পড়া এবং প্রাপ্ত নির্দেশনা তাৎক্ষণিকভাবে অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।
ছ. SMS এ প্রেরিত User ID এবং password ব্যবহার করে পরবর্তীতে রোল নম্বর, ছবি, পরীক্ষার তারিখ, সময় ও ভেন্যুর নাম ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত প্রবেশপত্র প্রার্থী Download পূর্বক Print (রঙ্গিন) করে নিবেন। প্রার্থী এই প্রবেশপত্রটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময়ে এবং উত্তীর্ণ হলে ভর্তির সময় অবশ্যই প্রদর্শন করবেন।
জ. শুধু টেলিটক প্রি-পেইড মোবাইল ফোন থেকে প্রার্থীগণ নিম্নবর্ণিত SMS পদ্ধতি অনুসরণ করে নিজ নিজ User ID, Password পুনরুদ্ধার করতে পারবেন।
(i) User ID জানা থাকলে BTEC <space> Help<space> User <space> User ID and Send to 16222.
Example: BTEC HELP USER ABCDEF
(ii) Pin Number জানা থাকলে BTEC<space>Help<space>PIN<space>Pin No and Send to 16222.
Example: BTEC Help Pin 12345678
ঝ. Online এ আবেদন করতে কোন সমস্যা হলে vas.query@teletalk.com.bd ই-মেইল অথবা যেকোনো টেলিটক নাম্বার থেকে ১২১ নাম্বারে কল করা যাবে।

৬। ভর্তি পরীক্ষার নিয়মাবলী

(ক) ভর্তি পরীক্ষা মোট ২০০ নম্বরের MCQ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।
✓ পরীক্ষায় ইয়ার্ণ ম্যানুফেকচারিং, ফেব্রিক ম্যানুফেকচারিং, ওয়েট প্রসেসিং এবং গার্মেন্টস ও ক্লদিং টেকনোলজি বিষয়ের উপর মোট (৪x৩০)=১২০ নম্বর এবং
✓ গণিত, পদার্থ, রসায়ন ও ইংরেজী বিষয়ের মোট (৪x২০)=৮০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে।
(খ) ভর্তি পরীক্ষা ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং/ ডিপ্লোমা ইন জুট টেকনোলজী/ডিপ্লোমা ইন গার্মেন্টস ডিজাইন এন্ড প্যাটার্ণ মেকিং টেকনোলজী কোর্সের জন্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত সর্বশেষ পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
(গ) প্রশ্নপত্রে ১০০টি প্রশ্ন থাকবে, প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর হবে ২, প্রতি প্রশ্নে ৪টি উত্তরের Options থাকবে, পরীক্ষার সময় হবে ১ ঘন্টা ২০ মিনিট।

৭। প্রার্থী নির্বাচন ও ফলাফল প্রণয়ন

মেধাতালিকা ও পছন্দের ক্রমানুযায়ী ভর্তির জন্য নির্বাচিত ১২৫ জনের তালিকা ২৫/১১/২০২৪ খ্রি. তারিখে বস্ত্র অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট ও কলেজের ওয়েব সাইট এবং কলেজের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হবে। উল্লেখ্য যে, কোটাসমূহে ভর্তির উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া গেলে আসন শূন্য থাকবে।

৮। ভর্তি সংশ্লিষ্ট তারিখ ও সময়সূচী

ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম	তারিখ
(ক) অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষায় ফি প্রদান শুরুর তারিখ ও সময়	১০/১০/২০২৪ খ্রি. তারিখ সকাল ১০ :০০টা থেকে ০৯/১১/২০২৪ খ্রি. তারিখ বিকাল ০৫ :০০টা পর্যন্ত।
(খ) প্রবেশপত্র ডাউনলোডের সময়সীমা	১৪/১১/২০২৪ খ্রি. হতে ২২/১১/২০২৪ খ্রি. তারিখ রাত ১২ :০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
(গ) ভর্তি পরীক্ষার স্থান	বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কালিহাতী, টাংগাইল
(ঘ) ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময়	২৩/১১/২০২৪ খ্রি. (শনিবার) সময় : সকাল ১১ :০০ ঘটিকা থেকে ১২ :২০ ঘটিকা পর্যন্ত।
(ঙ) নির্বাচিত প্রার্থীদের ফলাফল প্রকাশ	২৫/১১/২০২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে ওয়েবসাইট www.dot.gov.bd, https://btec.portal.gov.bd ও কলেজের নোটিশ বোর্ডে ফলাফল পাওয়া যাবে।

৯। প্রার্থী কর্তৃক করণীয় বিষয় :

ক) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও দুই কপি ডাউনলোডকৃত প্রবেশপত্র অবশ্যই সংগে আনতে হবে এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে।
খ) OMR শিটের সমস্ত অংশ এবং বৃত্ত পূরণের জন্য কালো কালির বলপেন ব্যবহার করতে হবে।
গ) পেন্সিল, বই, ব্যাগ, ক্যালকুলেটর, মোবাইল ফোন, ঘড়ি বা কোনো ধরনের যোগাযোগ যন্ত্র নিয়ে আসতে পারবেন না।
ঘ) ভর্তি পরীক্ষার দিন অন্তত ৪৫ মিনিট পূর্বে কেন্দ্রে এবং ৩০ মিনিট পূর্বে পরীক্ষার হলে উপস্থিত হতে হবে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১৫ মিনিট পর কোন প্রার্থী পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে পারবে না।
ঙ) প্রশ্নপত্র এবং OMR শিট পরীক্ষকের কাছে জমা দিতে হবে।
চ) প্রবেশপত্রে উল্লিখিত সকল নির্দেশাবলী যথাযথভাবে মেনে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে হবে।
ছ) ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে কোন তথ্য জানতে অফিস চলাকালীন (রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার, সকাল ৯ :০০টা হতে বিকাল ৪ :০০টা) ০১৭২৬০৫৮৫৯৩ নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
জ) ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য/সংশোধনী/ফলাফল জানার জন্য নিম্নোক্ত ওয়েব সাইট ভিজিট করা যেতে পারে।
www.dot.gov.bd http://btec.portal.gov.bd
ঝ) ভর্তি সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

২৫.০৯.২০২৪
(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
মহাপরিচালক
বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা।
আহ্বায়ক, কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটি।

USAID | BANGLADESH
FROM THE AMERICAN PEOPLE

Position Vacancy Announcement

Position: **Project Management Specialist (Budget), FSN – 10**

The United States Agency for International Development (USAID) in Bangladesh is seeking applications from qualified Bangladeshi nationals for the position of **Project Management Specialist (Budget), FSN – 10** in the Office of Population, Health, and Nutrition (OPHN) Location: USAID/Bangladesh, Deadline for application submission: October 13, 2024.

For a complete job description, required qualifications and detailed information on how to apply please visit USAID/Bangladesh website: http://www.usaid.gov/bangladesh/work-with-us/careers and www.bdjobs.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সাতক্ষীরা
রাজস্ব (এসএ) শাখা
www.satkhira.gov.bd

নং : ৩১.৪৪.৮৭০০.০০৬.১০.০০৬.২৪-১৬৩৬ — তারিখ : ১১ আশ্বিন ১৪৩১ / ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪

জলমহাল ইজারা বিজ্ঞপ্তি

'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯' অনুযায়ী সাতক্ষীরা জেলার ২০ (বিশ) একরের উর্ধ্বে ০৮ (আট)টি বদ্ধ জলমহাল (১) আশাশুনি উপজেলাধীন দাড়ার খাল (বদ্ধ) জলমহাল ২১.৩৫ একর (২) আশাশুনি উপজেলাধীন কোদালশা-১ নদী (বদ্ধ) ৪৫.২৯ একর (৩) আশাশুনি উপজেলাধীন তিতুখালী-১ খাল (বদ্ধ) জলমহাল ২৫.৫০ একর (৪) আশাশুনি ও তালা উপজেলাধীন বলুয়া বাওড় (বদ্ধ) জলমহাল ৭০.৬৭ একর (৫) আশাশুনি উপজেলাধীন হিমখালী খাল (বদ্ধ) ২০.২০ একর (৬) আশাশুনি উপজেলাধীন ধাপুয়ার খাল (বদ্ধ) ২২.০৮ একর (৭) শ্যামনগর উপজেলাধীন বড়সোরার খাল (বদ্ধ) ২৮.৮১ একর জলমহাল ও (৮) চরভরাটি চুনার নদী (বদ্ধ) ২৬.২৮ একর জলমহাল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাংলা ১৪৩২ সন হতে ১৪৩৭ সন পর্যন্ত ০৬ (ছয়) বছর মেয়াদে শুধুমাত্র নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন/সমিতির নিকট ইজারা প্রদানের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত সিডিউল অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৪৩২-১৪৩৭ বাংলা সন পর্যন্ত জলমহালের তথ্য জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা মহোদয়ের ওয়েবসাইট www.satkhira.gov.bd এ আপলোড করা হয়েছে। আগ্রহীগণকে www.lams.gov.bd ওয়েবসাইটে নির্দেশনা অনুসরণ করে দরপত্র দাখিল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

ক্র :	তারিখ	গৃহীতব্য কার্যক্রম
(১)	৩১ আশ্বিনের মধ্যে	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কর্তৃক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জলমহাল ইজারার আবেদন আহ্বান।
(২)	০৪ কার্তিক থেকে ৩০ কার্তিকের মধ্যে	ইজারার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অনলাইনে আবেদন দাখিল।
(৩)	৩০ কার্তিকের পরবর্তী ০৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দাখিল।
(৪)	২০ অগ্রহায়ণের মধ্যে	আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই অন্তে জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ।
(৫)	১১ পৌষের মধ্যে	মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরকারি জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠান।
(৬)	১৬ পৌষের মধ্যে	জলমহালের ইজারাদেশ/সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ।
(৭)	৩০ চৈত্রের মধ্যে	সরকারি পাওনাদি বুঝে নিয়ে অনুমোদিত ইজারাগ্রহীতাদের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও জলমহালের অনুমোদিত ইজারাদারদের নিকট দখল হস্তান্তর।

১৪৩২-১৪৩৭ বাংলা সন পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা নিম্নরূপ

ক্র : নং	উপজেলার নাম	সায়রাত মহালের নাম	আয়তন (একরে)	বাংলা ১৪৩১ সনের নির্ধারিত ইজারা মূল্য	আবেদনপত্রের মূল্য (অফেরতযোগ্য)	মন্তব্য
০১	আশাশুনি	দাড়ার খাল (বদ্ধ) জলমহাল	২১.৩৫	১,৪৮,৭৮৫/-	৫০০/-	সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ এ ৭.(৬) মোতাবেক বিগত তিন বছরের ইজারামূল্যের মধ্যে যে ইজারামূল্য বেশি সেটি নির্ধারণ করা হয়েছে।
০২	আশাশুনি	কোদালশা-১ নদী (বদ্ধ) জলমহাল	৪৫.২৯	২,৮০,০০০/-	৫০০/-	
০৩	আশাশুনি	তিতুখালী-১ খাল (বদ্ধ) জলমহাল	২৫.৫০	১,১০,২০০/-	৫০০/-	
০৪	আশাশুনি ও তালা	বলুয়া বাওড় (বদ্ধ) জলমহাল	৭০.৬৭	৮,৯৫,৭৮২/-	৫০০/-	
০৫	শ্যামনগর	ঝাপা মৌজার চরভরাটি (বদ্ধ)	৩০.০০	১,৭০,০০০/-	৫০০/-	
০৬	শ্যামনগর	হাসার খাল (বদ্ধ)	২৬.০০	৮৫,০০০/-	৫০০/-	
০৭	শ্যামনগর	বড় সোড়ার খাল (বদ্ধ) জলমহাল	২৮.৮১	৬৫,১০০/-	৫০০/-	
০৮	শ্যামনগর	চরভরাটি চুনার নদী (বদ্ধ) জলমহাল	২৬.২৮	২,৬০,০০০/-	৫০০/-	

এতদ্ব্যতীত জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত শর্তাবলী ও বিস্তারিত বিবরণ অফিস চলাকালীন (রাজস্ব শাখা) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সাতক্ষীরা থেকে জানা যাবে।

স্বাক্ষরিত
মোস্তাক আহমেদ
জেলা প্রশাসক
সাতক্ষীরা
ফোন-০২৪৭৭৭৪১০৭১
ই-মেইল : dcsatkhira@mopa.gov.bd

সোনালী ব্যাংক পিএলসি

বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।

বিষয় : অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ৩৩ (৫) ধারার বিধান মোতাবেক বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ ও অর্থঋণ আদালত নং-১, গাজীপুর কর্তৃক ব্যাংকের অনুকূলে প্রদত্ত সনদে উল্লেখিত বন্ধকীকৃত সম্পত্তি নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের লক্ষ্যে :

: নিলাম দরপত্র বিজ্ঞপ্তি :

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠান :-

০১) নিউ গোল্ডেন এগ্রো ফার্মস লিমিটেড, ব্যবস্থাপনা পরিচালক- আলহাজ হাফেজ মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রধান কার্যালয় : হাউজ নং-১২, সেক্টর-১৩ (৪র্থ তলা), গরীব-ই-নেওয়াজ এভিনিউ, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। ফ্যাক্টরী- সাং- নিজ মাওনা, পোঃ-নিজ মাওনা, থানা- শ্রীপুর, জেলা- গাজীপুর। অফিস-মোসলেম সুপার মার্কেট, মাওনা বাজার রোড, মাওনা চৌরাস্তা, শ্রীপুর, গাজীপুর।

০২) জনাব আলহাজ হাফেজ মোঃ রফিকুল ইসলাম, পিতা- মোঃ ছফুর উদ্দিন, সাং- টেপির বাড়ী, ডাকঘর- টেংরা, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর, ব্যবস্থাপনা পরিচালক- নিউ গোল্ডেন এগ্রো ফার্মস লিমিটেড, অফিস-মোসলেম সুপার মার্কেট, মাওনা বাজার রোড, মাওনা চৌরাস্তা, শ্রীপুর, গাজীপুর।

০৩) জনাব মোঃ নাজমুল হুদা, পিতা- হাজী মোঃ হেলাল উদ্দিন সরকার, সাং-উজিলাব, ওয়ার্ড নং-৬, শ্রীপুর পৌরসভা, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা- গাজীপুর, চেয়ারম্যান- নিউ গোল্ডেন এগ্রো ফার্মস লিমিটেড, প্রধান কার্যালয় : হাউজ নং-১২, সেক্টর-১৩ (৪র্থ তলা), গরীব-ই-নেওয়াজ এভিনিউ, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। ফ্যাক্টরী- সাং- নিজ মাওনা, পো :-নিজ মাওনা, থানা- শ্রীপুর, জেলা- গাজীপুর। অফিস-মোসলেম সুপার মার্কেট, মাওনা বাজার রোড, মাওনা চৌরাস্তা, শ্রীপুর, গাজীপুর।

এর নিকট আদালতের ডিক্রীমতে ৩১-০৮-২০২৪ পর্যন্ত ৬,২২,৯৬,২৭৫.০০ (ছয় কোটি বাইশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার দুইশত পঁচাত্তর) টাকা ও আদায়কালতক পর্যন্ত সুদ এবং মামলা ও অন্যান্য খরচ আদায়ের নিমিত্ত বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ ও অর্থঋণ আদালত নং-১, গাজীপুর কর্তৃক ৩৩(৫) ধারার বিধান মোতাবেক ডিক্রীদার সোনালী ব্যাংক পিএলসি, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর অনুকূলে দখল ও ভোগের অধিকার সংক্রান্ত সার্টিফিকেট প্রাপ্ত নিম্নোক্ত তফসিলভুক্ত স্থাবর সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের জন্য নিম্ন বর্ণিত শর্তাবলীতে আগ্রহী নিলাম ক্রেতাদের নিকট থেকে সীলমোহরকৃত নিলাম দরপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে :-

তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির বিবরণঃ
'তফসিল-খ'

১। জেলা-গাজীপুর, থানা/উপজেলা- শ্রীপুর, মৌজা-গাজীপুর'স্থিত, জে এল নং-৩, খতিয়ান নং- এস এ-২১৯ (দুইশত উনিশ), আর এস-৪১৪ (চারশত চৌদ্দ) ও ৩৯০৯ নং খারিজী খতিয়ান জোত, দাগ নং- সি.এস ও এস.এ-৮৭৯ (আটশত উনআশি) আর.এস-৯২০৫ (নয় হাজার দুইশত পাঁচ), মোট জমির পরিমাণ- ২৩৭ শতাংশ ইহার কাতে ৫৬ (ছাপ্পান্ন) শতাংশ সম্পত্তি যাহার চৌহদ্দি- উত্তরে- ইউ.পি. রাস্তা, দক্ষিণে গ্রহীতার বায়নাকৃত জমি, পূর্বে- রাস্তা এবং পশ্চিমে- গ্রহীতার বায়নাকৃত জমি।

২। জেলা-গাজীপুর, থানা/উপজেলা-শ্রীপুর, মৌজা- গাজীপুর'স্থিত, জে এল নং-৩, খতিয়ান নং-এস.এ. ২১৯ (দুইশত উনিশ), আর,এস-৪১৪ (চারশত চৌদ্দ) ও ৩৯০৯ নং খারিজী খতিয়ান জোত, দাগ নং- সি.এস ও এস,এ-৮৭৯ (আটশত উনআশি), আর.এস-৯২০৫ (নয় হাজার দুইশত পাঁচ), মোট জমির পরিমাণ- ২৩৭ শতাংশ ইহার কাতে ৬৪ (চৌষট্টি) শতাংশ সম্পত্তি। যাহার চৌহদ্দি উত্তরে- নিউ গোল্ডেন এগ্রো ফার্মস লিঃ, দক্ষিণে- রাস্তা, পূর্বে- রাস্তা এবং পশ্চিমে- মারফত আলী গং।

৩। জেলা-গাজীপুর, থানা/উপজেলা-শ্রীপুর, মৌজা- গাজীপুর'স্থিত, জে এল নং-৩, খতিয়ান নং-এস.এ. ২১৯ (দুইশত উনিশ), আর,এস-৪১৪ (চারশত চৌদ্দ) ও ৩৯০৯ নং খারিজী খতিয়ান জোত, দাগ নং- সি.এস ও এস.এ-৮৭৯ (আটশত উনআশি), আর.এস-৯২০৫ (নয় হাজার দুইশত পাঁচ), মোট জমির পরিমাণ- ২৩৭ শতাংশ ইহার কাতে ৮০ শতাংশ- সম্পত্তি যাহার চৌহদ্দি- উত্তরে- রাস্তা, দক্ষিণে- রাস্তা, পূর্বে- রাস্তা এবং পশ্চিমে- মারফত আলী গং।

৪। জেলা-গাজীপুর, থানা/উপজেলা- শ্রীপুর ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস-শ্রীপুর, মৌজা-উজিলাব'স্থিত, জে এল নং-৪২, খতিয়ান নং- সি.এস-৫(পাঁচ) এস.এ-১১(এগার), আর.এস-৩৭৩ (তিনশত তিয়াত্তর), দাগ নং- সি.এস ও এস.এ-৪০৯ (চারশত নয়), আর,এস-২৮৩ (দুইশত তিরাশি), মোট জমির পরিমাণ- ৩৭ শতাংশ এবং খতিয়ান নং- এস.এ-১১ (এগার), ১২ (বার), আর.এস- ১৮৮ (একশত আটাশি), দাগ নং- সি.এস ও এস.এ-৪৩৮ (চারশত আটত্রিশ), আর.এস-২৮৩ (দুইশত তিরাশি), জমির পরিমাণ- ৩৫ শতাংশ। অর্থাৎ মোট জমির পরিমাণ-(৩৭+৩৫)=৭২ (বাহাত্তর) শতাংশ সম্পত্তি। যাহার চৌহদ্দি- উত্তরে- আবুল হোসেন ও ছামাদ গং, দক্ষিণে- আঃ আলী, পূর্বে- সিরাজুল হক ও আবদুল হক গং এবং পশ্চিমে- পৌরসভার রাস্তা।

শর্তাবলীঃ-

১) প্রত্যেক দরপত্রদাতা অত্র বিজ্ঞপ্তি সহকারে তাহাদের নিজস্ব প্যাডে বা সাদা কাগজে স্পষ্ট অক্ষরে নিলাম ক্রেতার নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে) প্রদত্ত দর অংকে ও কথায় লিখিয়া সীলমোহরকৃত খামে দরপত্র জমা দিতে হবে এবং খামের উপর স্পষ্ট অক্ষরে 'সম্পত্তি ক্রয়ের দরপত্র' উল্লেখ করতে হবে।

২) দরপত্র আগামী ০৪-১১-২০২৪ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকা হইতে বিকাল ৩.০০ ঘটিকার মধ্যে সোনালী ব্যাংক পিএলসি, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ঢাকায় রক্ষিত দরপত্র বাক্সে সরাসরি বা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে জমা দিতে হবে এবং ঐ দিন বেলা ৩.১৫ মিনিটের সময় নিলাম কমিটি এবং দরপত্র দাতাদের সামনে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র বাক্স খোলা হবে।

৩) প্রত্যেক দরপত্র দাতাকে উদ্ধৃত দর ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ২০%, উদ্ধৃত দর ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার অধিক ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ১৫% এবং উদ্ধৃত দর ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার অধিক হলে ১০% এর সমপরিমাণ টাকা জামানতস্বরূপ ব্যাংক ড্রাফট/পেমেন্ট অর্ডারের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক পিএলসি, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর অনুকূলে দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।

৪) অনূর্ধ্ব ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত উদ্ধৃত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার অধিক ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত উদ্ধৃত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে এবং ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার অধিক উদ্ধৃত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সমুদয় মূল্য পরিশোধ করবেন এবং তা করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন।

৫) দরপত্রে সম্পত্তির মূল্য অস্বাভাবিক কম বা অন্য কোন কারণে গ্রহণযোগ্য না হলে ব্যাংক তা গ্রহণে বাধ্য থাকবে না।

৬) সর্বোচ্চ/গৃহীত দরপত্র দাতা দরপত্রের শর্তানুযায়ী অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে কর্তৃপক্ষ পরবর্তী দরপত্র দাতার দরপত্র গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করতে পারবেন।

৭) সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ ও ক্রয়কৃত সম্পত্তির ভ্যাট, ট্যাক্সসহ মামলা খরচ নিলাম ক্রেতাকে বহন করতে হবে।

৮) তফসিলভুক্ত সম্পত্তির উপর কোন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের যেমনঃ ওয়াসা, পিডিবি, গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, উন্নয়নকর ইত্যাদিসহ অন্য যে কোন পাওনাদারের পাওনা বা দাবী থাকলে তা পরিশোধের সকল দায়িত্ব নিলাম ক্রেতাকে বহন করতে হবে।

কর্তৃপক্ষ কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা সকল দরপত্র বাতিল করার সর্বময় ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

(মোঃ আব্দুল কুদ্দুস)
জেনারেল ম্যানেজার
মোবাইল-০১৭৬৯১১০০৬৯

বিয়ে করলেন লানা

বিয়ে করেছেন সংগীতশিল্পী লানা ডেল রে। ২৬ সেপ্টেম্বর জেরেমি ডুফ্রেনকে বিয়ে করেন তিনি। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

আজ মুক্তি পাবে ‘মায়া’

ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বিঞ্জে আজ মুক্তি পাবে রায়হান রাফীর নতুন ওয়েব ফিল্ম *মায়া*। পারিবারিক টানাপোড়েন ও এ সময়ের নারীদের সংগ্রামের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে ওয়েব ফিল্মটি। এতে অভিনয় করেছেন ইমন, সারিকা প্রমুখ। **বিনোদন ডেস্ক**

মায়ার দৃশ্য। ছবি : বিঞ্জের ফেসবুক থেকে

সেরা হলো তথ্যচিত্র

৭২তম সান সেবাস্তিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবের সর্বোচ্চ পুরস্কার গোল্ডেন শেল জিতেছে আলবার্ট সেরার তথ্যচিত্র *আফটারনুনস অব সলিচুড*। গত শনিবার রাতে স্পেনের সান সেবাস্তিয়ানে নির্মাতার হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। তথ্যচিত্রটি নির্মিত হয়েছে স্পেনের বুলফাইট নিয়ে। **বিনোদন ডেস্ক**

পুরস্কার হাতে আলবার্ট সেরা।
ছবি : এএফপি

রাজনৈতিক পালাবদলের সময় থেকেই নাটকের ভিউ নিয়ে প্রযোজনাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল। কারণ, নাটক কম দেখছিলেন দর্শক। সে সময়ই বিরতি দিয়ে ফেরেন অভিনেতা **ফারহান আহমেদ জোভান**। প্রচারিত হয় তানজিন তিশার সঙ্গে তাঁর নাটক *কাপল অব দ্য ক্যাম্পাস* ও তানজিম সাইয়ারা তটিনীর সঙ্গে *হঠাৎ ভালোবাসা*। দুটি নাটকই সাড়া ফেলেছে। অভিনেতাকে নিয়ে লিখেছেন **মনজুরুল আলম**

‘প্রত্যাশা বাড়িয়ে ফিরেছেন জোভান’

আগে থেকেই দর্শকদের কাছে তিভান নামে পরিচিত তাঁরা। তানজিনের ‘তি’ ও জোভানের ‘ভান’ থেকে তিভান। একসময় নিয়মিত জুটি ছিলেন ফারহান আহমেদ জোভান ও তানজিন তিশা। দর্শকপ্রিয় হয়েছিল তাঁদের একাধিক নাটক। তিভানদের নাটক নিয়ে ভক্তদের চর্চারও কমতি ছিল না। কিন্তু হঠাৎই এই জুটির নাটকের সংখ্যা কমে যায়। একসঙ্গে অভিনয়েও বিরতি দেন তাঁরা। বিরতির পর *কাপল অব দ্য ক্যাম্পাস* দিয়ে ফিরেছেন সেই জুটি। দীর্ঘদিন পর ফেরা, নাটকটি নিয়ে তাই প্রত্যাশা ছিল বেশি। জোভান বলেন, ‘আমাদের একটা গ্রহণযোগ্যতা ছিল ভক্তদের কাছে। ভক্তদের কাছে প্রত্যাশাও ছিল বেশি। কিন্তু সময়টা এমন, কিছুটা চিন্তা ছিল। পরে দর্শকদের ভালোবাসা আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করেছে। ভক্তরা প্রশংসা করছেন। এখন দায়বদ্ধতা বেড়েছে। বুঝতে পারছি, আমাদের আরও ভালো ভালো কাজ করা উচিত।’

জনপ্রিয়তা বিচার

সময়ের জনপ্রিয় অভিনেতাদের মধ্যে একজন জোভান। মাসে অনেক চিত্রনাট্য হাতে পান। সেখান থেকে হাতে গোনা পাঁচ-সাতটিতে অভিনয় করেন। সেসব নাটক প্রচারের পর ইউটিউব ট্রেন্ডিংয়ে থাকে। এই অভিনেতার কাছে প্রশ্ন, জনপ্রিয়তাকে কীভাবে দেখেন? ‘জনপ্রিয়তার দিক থেকে শীর্ষে আছি, নাকি অন্য কোন জায়গায় আছি, সেটা আমি বলতে পারব না, এটা নিয়ে ভাবি না। কারণ, এটা পুরোপুরি দর্শকের ভালোবাসা। আমি কোনো র‍্যাঙ্কিংয়ে থাকতে চাই না। নিয়মিত অভিনয় করে যেতে চাই। দর্শকদের মনে থাকতে চাই, ভালোবাসার জায়গায় থাকতে চাই।’

সংস্কারভাবনা

দেশকে এগিয়ে নিতে হবে, এটাই মনে করেন জোভান। তিনি জানান, রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে কিছু ক্ষেত্রে কাজ কম হচ্ছে। এখনো পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অনেকেই সংস্কার নিয়ে কথা বলছেন। সবার মতামত নিয়েই সংস্কার আশা করেন এই অভিনেতা। ‘সবাই চাহিদার কথা জানালেই নানা প্রশ্নে কথা বলার সুযোগ তৈরি হবে। সেখান থেকেই সিদ্ধান্ত আসবে,’ উল্লেখ করে জোভান বলেন, ‘আমি নগণ্য একজন অভিনেতা। আমার একা কিছু করার বা বলার নেই। সবাই সবার মনের কথা বললেই চাহিদা পূরণ হবে। সবার বলার পরও যদি মনে হয় সংস্কারের জন্য আরও কিছু বলা লাগবে, তখন বলব।’

নিরিবিলির খোঁজে

১২ দিন যুক্তরাষ্ট্রে কাটিয়ে ফিরেছেন এই অভিনেতা। আট দিন শুটিং থাকলেও বাকি সময়গুলো ঘোরাঘুরি ছিল মূল কাজ। তিনি জানান, পছন্দের জায়গাগুলোতে ঘোরার সুযোগ হয়েছে। নায়াগ্রা জলপ্রপাত, নিউইয়র্ক সিটি, ম্যানহাটানের পছন্দের জায়গায় বেশি সময় কাটিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘ঘোরাঘুরির সময় আমার পছন্দ কাম অ্যান্ড কোয়াইট জায়গা, পিসফুল জায়গা। বাফেলো, নিউ জার্সির এমন সব জায়গায় ঘুরে মানসিকভাবে শান্তি পেয়েছি।’

প্রত্যাশা বাড়িয়ে ফেরা

ভক্তদের প্রত্যাশা দিন দিন বাড়ছে, সেটা বুঝতে পারেন এই অভিনেতা। তাঁর অভিনীত *হঠাৎ ভালোবাসা* নাটকও দর্শকদের পছন্দে শীর্ষে ছিল। যে কারণে এখন কাজের মানে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। তিনি বলেন, ‘ঈদের পর কিছু বিরতি নিতে আন্দোলনের আগে থেকেই আমি দেশের বাইরে ছিলাম। দেশে থাকতে পারিনি। সেভাবেই পরবর্তী সময়ে শিডিউল দেওয়া ছিল। যুক্তরাষ্ট্রেও শুটিং করেছি। পরে নাটক বিরতি দিয়ে প্রচারিত হলো। আগের চেয়েও দর্শকদের ভালোবাসা বেশি পাচ্ছি। আমাদের নিয়ে ভক্তদের প্রত্যাশা বাড়ছে। এখন বাড়তি প্রত্যাশার কথা মাথায় নিয়েই শুটিং করে যাচ্ছি। আশা করছি, আগামীর কাজগুলোও দর্শক পছন্দ করবেন।’

ফারহান আহমেদ জোভান।
ছবি : অভিনেতার ইনস্টাগ্রাম থেকে
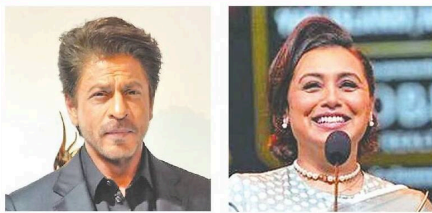
আইফায় শাহরুখ খান ও রানী মুখার্জি। ছবি : আইফার ইনস্টাগ্রাম থেকে

আইফায় সেরা শাহরুখ-রানী

বলিউড

বিনোদন ডেস্ক

‘কেবল এটাই বলতে চাই, ফিরতে পেরে দারুণ লাগছে। আমি পুরস্কার ভালোবাসি, পুরস্কার নিয়ে আমার লোভ আছে...মনে হয় অনেক দিন পর কাজে ফিরে আমি দর্শকের ভালোবাসা পেয়েছি,’ সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়ে এভাবেই প্রতিক্রিয়া জানান শাহরুখ খান। এবারের ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়ান ফিল্ম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে (আইফা) *জওয়ান* সিনেমার জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে বসেছিল আইফার এবারের আসর। ২৭ সেপ্টেম্বর মরু শহরে শুরু হয় দুই দিনের এই আয়োজন। গত শনিবার রাতে ঘোষণা করা হয় পুরস্কার।

প্রায় চার বছরের বিরতির পর গত বছর বড় পর্দায় ফেরেন শাহরুখ খান। তাঁর অভিনীত তিন সিনেমা *পাঠান*, জওয়ান ও *ডানকি* বক্স অফিসে সাফল্য পায়। সেরা অভিনেতা হয়ে এই প্রত্যাবর্তনকে স্মরণীয় করে রাখলেন শাহরুখ।

পর্দায় শাহরুখের সঙ্গে অনেক ছবিতে জুটি হয়েছেন রানী মুখার্জি। এবারের আইফায় তিনি পেয়েছেন সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার। *মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে* সিনেমায় অভিনয়ের জন্য এ পুরস্কার পান তিনি। ছবিতে সন্তানের জন্য লড়াইয়ে নামা এক মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেন তিনি।

গত বছরের অন্যতম আলোচিত সিনেমা *টুয়েলভথ ফেল*-এর জন্য সেরা পরিচালক হয়েছেন বিধু বিনোদ চোপড়া। *পারিন্দা* নির্মাতারও একধরনের প্রত্যাবর্তন হয়েছে গত বছর। ২০২৩ সালে অন্যতম চর্চিত সিনেমা ছিল সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার *অ্যানিমেল*। ছবিটি বক্স অফিসে সাফল্য পেলেও সমালোচিত হয়েছিল নির্মাতার নারীবিদ্বেষী মনোভাব। তবে আইফায় সেরা ছবি হয়েছে *অ্যানিমেল*। এ ছবিতে অভিনয় করে সেরা পার্শ্ব অভিনেতা হয়েছেন অনিল কাপুর, ববি দেওলের হাতে উঠেছে সেরা খল অভিনেতার পুরস্কার। *রকি অউর রানী কি প্রেম কাহানি*র জন্য সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী হয়েছেন শাবানা আজমি। *অ্যানিমেল*-এর ‘অর্জুন ভেল্লি’ গানের জন্য সেরা গায়ক হয়েছেন ভুপিন্দর বাব্বাল, *জওয়ান*-এর ‘চলেয়া’র জন্য সেরা গায়িকা শিল্পা রাও।

এ ছাড়া ভারতীয় সিনেমায় অসাধারণ অবদানের জন্য সম্মাননা জানানো হয়েছে অভিনেত্রী হেমা মালিনী ও প্রযোজক জয়ন্তী লাল গাডাকে। এবারের আইফা সঞ্চালনা করেন শাহরুখ খান ও ভিকি কৌশল। মঞ্চে পারফর্ম করেন রেখা, কৃতি শ্যানন, নোরা ফাতেহি, শহীদ কাপুর, অনন্যা পান্ডে প্রমুখ।

ওয়াশিংটনে ‘হাছন জানের রাজা’

ওয়াশিংটন ডিসির কেনেডি সেন্টারে মঞ্চস্থ হলো নাটক *হাছন জানের রাজা*। গত শনিবার নাটকটি মঞ্চস্থ করে ভার্জিনিয়াভিত্তিক সাংস্কৃতিক সংগঠন একতারা। এর আগে ২০২৩ সালের জুন ও অক্টোবরে ভার্জিনিয়া ও নিউইয়র্কে নাটকটির দুটি প্রদর্শনী হয়েছিল। মরমি কবি হাসন রাজার জীবননির্ভর নাটকটি লিখেছেন শাকুর মজিদ। নির্দেশনা দিয়েছেন শেখ মাওলা মিলন। অভিনয় করেছেন প্রাজ্ঞ আহমেদ, শামীম চৌধুরী, মুক্তা রোজারিও প্রমুখ। ছবি : আয়োজকদের সৌজন্যে

“ আমি নাকি অস্ত্রোপচার করাতে চাইনি **এবং** প্রচুর উপার্জন করি। এগুলো সত্য নয়।

ফ্রেংকি ডি ইয়ং
বেতন ও অস্ত্রোপচার নিয়ে ছড়ানো খবরকে **মিথ্যা** দাবি বার্সেলোনার ডাচ মিডফিল্ডারের

সাকিবের সামনে তিন বাধা

ঘরের মাঠে শেষ টেস্ট

দেশের মাটিতে শেষ টেস্ট খেলতে সাকিবকে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান পরিষ্কার করতে বলেছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা। কী করবেন সাকিব?

আসিফ মাহমুদ

“ জনগণের পক্ষ থেকে যদি নিরাপত্তার ঝুঁকি থাকে, সে নিরাপত্তা কেউ কাউকে দিতে পারবে না। শেখ হাসিনাকেও নিরাপত্তা দেওয়া যায়নি। তাঁকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে। তো সে জায়গা থেকে রাজনৈতিক বিষয়টা (সাকিবের) পরিষ্কার করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

সাকিবকে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের পরামর্শ

সাকিব আল হাসান

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ বল ঠেলে দিয়েছিলেন সরকারের কোর্টে। দিন কয়েক আগে ফারুক বলেছেন, সাকিব আল হাসানকে নিরাপত্তা দেওয়া বিসিবির নয়, সরকারের দায়িত্ব। গতকাল যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া সেই বল আবার ফেললেন সাকিব আল হাসানের কোর্টে। তিনি বলেছেন, সাকিবকে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান পরিষ্কার করতে হবে।

ভারতের বিপক্ষে কানপুর টেস্টের আগে সাকিব টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, ক্যারিয়ারের শেষ টেস্টটা খেলতে চান মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে এবং সেটা অক্টোবরে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজেই। কিন্তু সাকিবের এই ইচ্ছা পূরণের পথে অন্তত তিনটি বাধা আছে।

প্রথমত, যেহেতু তিনি বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের একজন সংসদ সদস্য ছিলেন এবং একটি হত্যা মামলায় তাঁকে আসামি করা হয়েছে, দেশে এসে যদি তাঁকে গ্রেপ্তার হতে হয়? দ্বিতীয়ত, শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর এখন পর্যন্ত বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের যাঁরাই প্রকাশ্যে এসেছেন, তাঁরা এসেছেন পুলিশি নিরাপত্তায় হাতকড়া পরা অবস্থায়। সাকিব খেলতে নামলে তিনিই হবেন বিগত সরকারের প্রথম কোনো সংসদ সদস্য, যিনি মুক্তভাবে প্রকাশ্যে আসবেন। সে ক্ষেত্রে জনতার মনোভাবটা তাঁর প্রতি কেমন হবে? তৃতীয়ত, সাকিব চান খেলা শেষে তিনি যেন নির্বিঘ্নে যুক্তরাষ্ট্রে পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারেন। কিন্তু মামলা থাকায় তাঁকে যদি দেশ ছাড়ার সময় বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হয়!

প্রথমটিকে অবশ্য আর বাধা বলে মনে হচ্ছে না। কারণ যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ গতকাল শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে আভাস দিয়েছেন, অন্তত গ্রেপ্তার আতঙ্কে ভোগার কোনো কারণ নেই সাকিবের, 'তাঁর নামে যে হত্যা মামলা হয়েছে, সেটার বিষয়ে আমরা বলেছি, আইন মন্ত্রণালয়ই বলেছে, সংশ্লিষ্টতা না থাকলে নামটা বাদ দেওয়া হবে।' এর আগে সরকারও বলেছে, যথাযথ তদন্ত ছাড়া কাউকে গ্রেপ্তার করা হবে না। ওদিকে আদাবর থানা সূত্রে জানা গেছে, সাকিবের বিরুদ্ধে হওয়া মামলার এখনো তদন্ত শুরু হয়নি। তাঁকে গ্রেপ্তার করার কোনো নির্দেশনাও তাঁদের কাছে নেই।

দেশে খেলতে এসে বা মাঠে নেমে সাকিব জনরোষে পড়বেন কি না, সেটা একটা বড় প্রশ্ন। তবে অন্তত সাকিবের কাছে এটাকে বড় কোনো সমস্যা মনে হচ্ছে না বলে দাবি তাঁর ঘনিষ্ঠ সূত্রের। সাকিবের দৃঢ় বিশ্বাস—খেলার মাঠে অন্তত তাঁকে রাজনৈতিক কারণে দর্শক-হেনস্তার শিকার হতে হবে না। তিনি বরং আশাবাদী, মিরপুরে দর্শক-সমর্থকদের মন জয় করেই তিনি টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে পারবেন।

কিন্তু সাকিব যেমন ভাবছেন, তেমনই যে হবে, তার নিশ্চয়তা কী? মানুষের মনে থাকা ক্ষোভ দূর করার একটা আগাম উদ্যোগ নেওয়ার দায়িত্ব তো তাঁরও আছে। আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য তো মাত্র ৭-৮ মাসের জন্য। আর একজন ক্রিকেটার হিসেবে দেশের মানুষের মনে তাঁর বসবাস ১৭ বছর ধরে। এই দুইয়ের মধ্যে কোনটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, সেটা নিশ্চয়ই সাকিবই ভালো বুঝবেন।

এ ক্ষেত্রে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টার একটা পরামর্শ আছে তাঁর জন্য। আসিফ মাহমুদ গতকাল বলেছেন, 'জনগণের পক্ষ থেকে যদি নিরাপত্তার ঝুঁকি থাকে, সে নিরাপত্তা কেউ কাউকে দিতে পারবে না। শেখ হাসিনাকেও নিরাপত্তা দেওয়া যায়নি। তাঁকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে। তো সে জায়গা থেকে রাজনৈতিক বিষয়টা (সাকিবের) পরিষ্কার করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।' এ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের আরেক সাবেক সংসদ সদস্য মাশরাফি বিন মুর্তজার উদাহরণ টেনেছেন তিনি, 'আমার মনে হয় ওনাকে (সাকিব) ওনার জায়গাটা পরিষ্কার করা প্রয়োজন, রাজনৈতিক জায়গা থেকে। ওনার যে রাজনৈতিক অবস্থান, সেটা নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন। মাশরাফি বিন মুর্তজা মনে হয় এরই মধ্যে সে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন।'

সাকিবের ওপর যদি মানুষের কোনো ক্ষোভ থাকে, সেটা সাকিবকেই প্রশমিত করতে হবে বলেও মন্তব্য করেছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা, 'আমার নিরাপত্তার জন্য পাঁচজন পুলিশ কনস্টেবল আর একজন গানম্যান থাকে। আমার ওপর যদি ১০ কোটি জনগণের ক্ষোভ থাকে, তাহলে এই ৫-৬ জন আমাকে কী নিরাপত্তা দেবে? সে ক্ষেত্রে জনগণের যদি কোথাও ক্ষোভ থাকে, সেটাকে তো আমাকেই কমাতে হবে আমার কথা দিয়ে।'

তবে একজন খেলোয়াড় হিসেবে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সাকিবকে পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা, 'সাকিব আল হাসানের পরিচয় দুইটা। খেলোয়াড় হিসেবে একটা পরিচয়, আরেকটা হচ্ছে ওনার রাজনৈতিক পরিচয়। আওয়ামী লীগের প্যানেল থেকে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচন করেছিলেন। মানুষের মধ্যে এই দুইটা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে। আমাদের একজন খেলোয়াড়কে যতটুকু নিরাপত্তা দেওয়া আমাদের দায়িত্ব, সেটা অবশ্যই আমরা দেব। তিনি দেশে এলে সেটা আমরা দেব।'

বাকি থাকল শেষ বাধাটি। খেলা শেষ সাকিব কি নির্বিঘ্নে দেশ ত্যাগ করতে পারবেন? ফিরে যেতে পারবেন যুক্তরাষ্ট্রে স্ত্রী-সন্তানদের কাছে? এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে কিছু বলা হয়নি। দেশে আসা নিয়ে সাকিবের দ্বিধাদ্বন্দ্বটাও এখানেই, যা তিনি অবসর ঘোষণার সময়ই বলেছেন।

নিয়তির নির্মম পরিহাস বোধ হয় একেই বলে! তর্কাতীতভাবে বাংলাদেশ ক্রিকেট ইতিহাসের সর্বকালের সেরা খেলোয়াড় তিনি, অথচ দেশের মাটিতে টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে চাওয়ার 'সামান্য' ইচ্ছা পূরণ হবে কি না—এটা হয়ে দাঁড়িয়েছে কোটি টাকার প্রশ্ন।

কোন পথে ক্রীড়াঙ্গন | **পর্ব-২**

রাজনীতিমুক্ত হবে কি ক্রীড়াঙ্গন

আওয়ামী লীগের টানা ১৫ বছরের শাসনামলে ক্রীড়াঙ্গনে চলেছে দেদার দলীয়করণ। সেই অধ্যায়ের সমাপ্তি টানতে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সংস্কারের রূপরেখা পাওয়া যাবে কিছুদিনের মধ্যেই। তার আগে বিগত দিনে ক্রীড়াঙ্গনের হালচাল নিয়ে এই ধারাবাহিক।

মাসুদ আলম, *ঢাকা*

রাজনীতিমুক্ত ক্রীড়াঙ্গনের অঙ্গীকার করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি তারা রাখেনি। দেদার দলীয় লোক বসিয়েছে ক্রীড়া ফেডারেশনের শীর্ষ পদে। দলীয়করণের ফলে ক্রীড়া ফেডারেশনগুলোতে ক্রীড়াসংশ্লিষ্ট সংগঠক এখন খুবই কম। আগে যেমন নিবেদিতপ্রাণ অনেক সংগঠক ছিলেন, এখন তা অনেক কমে গেছে। নেতৃত্বে আসার অসুস্থ প্রতিযোগিতায় তাঁরা টিকতে পারেননি।

গোপালগঞ্জের যুবলীগ নেতা এমবি সাইফ হয়েছেন সাঁতার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক। মতিঝিলের ক্লাবপাড়ায় ক্যাসিনো-কাণ্ডে অভিযুক্ত আলোচিত যুবলীগ নেতা মমিনুল হক সাঈদ হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পদে বসেন আওয়ামী লীগের প্রভাব কাজে লাগিয়ে। ক্যাসিনো নিয়ে পুলিশের অভিযানের পর পালিয়ে যাওয়া মমিনুল অনেক দিন পর দেশে ফিরে আবার হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পদে বসে যান। গত ৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের আগে ২৪ খেলোয়াড়সহ জাতীয় হকি দলের ৩০ জনের জিও (সরকারি আদেশ) করান তিনি জার্মানিতে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের জন্য। যে দলের ম্যানেজার করা হয়েছিল ক্যাসিনো-কাণ্ডে জেলে যাওয়া বিতর্কিত যুবলীগ নেতা ও পুলিশের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী ইসমাইল চৌধুরী সম্রাটকে। দলনেতা হিসেবে জিও নেন মমিনুল হক সাঈদ নিজেই। সরকার বদলের পর সেই জিও বাতিল করা হয়েছে। ফলে হকি দলের ইউরোপে যাওয়া হয়নি।

বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনের কয়েকজন সাধারণ সম্পাদক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ক্রীড়া উপকমিটির সদস্য। তাঁদের মধ্যে উশু ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক দুলাল হোসেন, সাইক্লিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক তাহেরুল আলম চৌধুরী, বক্সিংয়ের সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম ও রোলার স্কেটিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আহমেদ আসিফুল হাসানের নাম উল্লেখযোগ্য। আসিফুল অবশ্য বলেছেন, ক্রীড়াঙ্গনে তাঁর কাজ দেখে তাঁকে আওয়ামী লীগের উপকমিটিতে নেওয়া হয়েছে। তাহেরুল দাবি করেছেন, তিনি রাজনীতি করেন না এবং উপকমিটির সভায়ও কখনো যাননি।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফেরার পরপরই ২০০৯ সালে আহাদ আলী সরকার ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী থাকার সময় শেখ পরিবারের প্রভাব খাটিয়ে দাবা ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদে বসে পড়েন আওয়ামী লীগসংশ্লিষ্ট মোকাদ্দেস হোসাইন। কিন্তু তাঁকে সাধারণ সম্পাদক পদে মানতে পারেননি দেশের পাঁচ গ্র্যান্ডমাস্টারের চারজনই। তাঁদের মধ্যে তিনজন খেলার বাইরে চলে যান। মোকাদ্দেসের বিরুদ্ধে দাবাড়ুরা অনেক আন্দোলনও করেছেন। বাংলাদেশের দাবা যে ১৫ বছর ধরে কোনো গ্র্যান্ডমাস্টার পাচ্ছে না, এর কারণ হিসেবে মোকাদ্দেসের সেই সময়টাকে সামনে আনেন অনেকে। কয়েক বছর ধরে মোকাদ্দেস ফ্রান্সপ্রবাসী।

গত প্রায় ১৬ বছরে ফেডারেশনগুলোতে দলীয়করণ একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে সত্যি, তবে এর আগে বিএনপির সময়ও দলীয়করণ হয়েছে। দলের নেতাদের বিভিন্ন ফেডারেশনের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক পদে বসানো হয়েছে। বাফুফের সভাপতি ছিলেন দলটির সাবেক সংসদ সদস্য এস এ সুলতান, বিসিবির সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য আলী আসগর। অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের সভাপতি হয়েছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা আবদুস সালাম; একই ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পদে বসেন টাঙ্গাইলের আলী ইমাম, যিনি তখন টাঙ্গাইল জেলা যুবদলের সভাপতি ছিলেন। সাঁতার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হন বগুড়ার আমিনুল হক দেওয়ান। কুস্তির সভাপতি হন বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ। ছাত্রদলের প্রয়াত সভাপতি নাসির উদ্দীন পিন্টুকে সাইক্লিং ফেডারেশনের সভাপতি করা হয়েছিল, একই ফেডারেশনে সভাপতি হয়েছিলেন আওয়ামী লীগের হাজি সেলিমও।

নানা রঙের সভাপতি

ক্রীড়া ফেডারেশনে সভাপতি নিয়োগে সরকারের কোনো নীতিমালা নেই। সরকার চাইলে যে কাউকে বসাতে পারে এই পদে। আর সেই সুযোগে আওয়ামী লীগ সরকারদলীয় নেতা, মন্ত্রীদের ফেডারেশনের শীর্ষ পদে বসিয়েছে। সরকার মনোনীত সর্বশেষ সভাপতির তালিকায় মন্ত্রী ছিলেন চারজন—খালিদ মাহমুদ চৌধুরী (টেনিস), জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক (ক্যারম), ফারুক খান (স্কোয়াশ), ডা. দীপু মনি (খিউকুশিন কারাতে অ্যাসোসিয়েশন)। সভাপতি ছিলেন সাবেক মন্ত্রী শাজাহান খান (কুস্তি) ও সাবেক হুইপ মাহবুবা আরা বেগম গিনি (মহিলা ক্রীড়া সংস্থা)। ২০০৯ সাল থেকে কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি শাজাহান খান ১৫ বছরে ১৫ বারও ফেডারেশনে এসেছেন কি না সন্দেহ।

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক কাজী মোরশেদ হোসেন ছিলেন তায়কোয়ান্দো ফেডারেশনের সভাপতি। চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন চুকবল অ্যাসোসিয়েশের সভাপতি হন। ১৪ দলীয় জোটের অন্য নেতারাও ফেডারেশন সভাপতির পদ অলংকৃত করেছেন। যেমন, জাসদের হাসানুল হক ইনু বাংলাদেশ মার্শাল আর্ট কনফেডারেশনের। জাতীয় পার্টির কাজী ফিরোজ রশীদ বাংলাদেশ সার্ফিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হয়েছিলেন। ৫৫টি ক্রীড়া ফেডারেশন/অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকার সর্বশেষ যে ৫৩টিতে সভাপতি নিয়োগ দিয়েছে, তার মধ্যে ১৪ জনই ছিলেন দলীয় নেতা। সংসদ সদস্য ছয়জন, সাবেক সংসদ সদস্য দুজন। সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন সাতজন। সাবেক-বর্তমান সেনা কর্মকর্তা ছয়জন। পুলিশ কর্মকর্তা দুজন। এ ছাড়া ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, মিডিয়া ব্যক্তিত্বও ছিলেন সভাপতিদের তালিকায়।

কেউ ৩৩ বছর, কেউ ৪৩ বছর

বিভিন্ন ফেডারেশনে সাধারণ সম্পাদক পদে এমন বেশ কয়েকজন আছেন, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে চেয়ার আঁকড়ে ধরে আছেন। দীর্ঘ ৪৩ বছর ধরে কুস্তি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পদে আছেন তাবিউর রহমান পাহলোয়ান। ৩৩ বছর ধরে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কোহিনুর। ১৯৯৮ সালে তায়কোয়ান্দোর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই ২৬ বছর ধরে সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল ইসলাম। দীর্ঘ এই সময় ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পদে থাকা নিয়ে যাঁর নিজের ভাষ্য, 'মিলেঝিলে সবাইকে নিয়ে থাকি বলেই এত দিন টিকে আছি।'

ভলিবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পদে আশিকুর রহমান আছেন ২২ বছর ধরে। একই সঙ্গে জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংগঠক পরিষদ ফোরামের অন্যতম নীতিনির্ধারকও তিনি। ভেঙে দেওয়ার আগপর্যন্ত নড়াইল জেলা ক্রীড়া সংস্থারও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ৩ মেয়াদে ২০ বছরের ওপরে রোইং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পদে আছেন ৯৩ বছর বয়সী হাজী খোরশেদ আলম। আর্চারির সাধারণ সম্পাদক পদে কাজী রাজীব উদ্দীন আহমেদ আছেন ১৮ বছর। কাজী রাজীব সেপাক টাকরো অ্যাসোসিয়েশনেরও সভাপতি। বাস্কেটবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পদে এ কে সরকার আছেন ১৬ বছর ধরে।

বলা হয়, সংগঠক সমৃদ্ধ হন অভিজ্ঞতায়। কিন্তু নতুন নেতৃত্বও তো দরকার। অনেক খেলাতেই সেটা গড়ে ওঠেনি। ফলে বছরের পর বছর একক রাজত্ব চলছে। সরকার বদলালেও এই মুখগুলো থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে সাবেক সচিব ও ক্রীড়া বিশ্লেষক আখতার হোসেন খান বলেন, 'নতুন নেতৃত্ব এলে ভালো হয়। তবে নতুন নেতৃত্ব সেভাবে চোখে পড়ছে না, এটাও বাস্তবতা।' বাংলাদেশের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সংগঠকদের গায়ে রাজনৈতিক রং দেখা হয় আগে। সরকার বদলের সঙ্গে ফেডারেশনের নেতৃত্বও বদলে যায়। যে কারণে অনেক ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হয় খেলাটা। এবার কি সেই ধারা বদলাবে?

বাংলাদেশ কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি শাজাহান খানের চেয়ারটা এমন শূন্যই পড়ে থাকত। প্রথম আলো

তাবিউর রহমান পাহলোয়ান
কুস্তি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পদে ৪৩ বছর

আসাদুজ্জামান কোহিনুর
হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পদে ৩৩ বছর

মাহমুদুল ইসলাম
তায়কোয়ান্দোর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই ২৬ বছর ধরে সাধারণ সম্পাদক

আশিকুর রহমান
ভলিবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পদে ২২ বছর

বিএনপির ক্রীড়া সম্পাদক ও বাংলাদেশ ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক আমিনুল হক বদলাবে বলে আশাবাদী হতে চান। ৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর তিনি অঙ্গীকার করেছেন, বিএনপি ক্ষমতায় এলে ক্রীড়াঙ্গনে দলীয়করণ করা হবে না, 'ক্ষমতায় এলে আমরা চাইব, খেলার অঙ্গনের মানুষেরাই ক্রীড়াঙ্গন পরিচালনা করুন। আমরা কোনোভাবেই দলীয় লোক দিয়ে খেলাধুলা পরিচালনা চাই না।'

মেহেদী হাসান মিরাজ

মিরাজ ফিরলেন ১৪ মাস পর

টি-টোয়েন্টি সিরিজ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ভারতের বিপক্ষে তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করেছে বিসিবি। কাল ঘোষিত দলে আছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। ১৪ মাস পর বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন এই অলরাউন্ডার। টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের ঘোষণা দেওয়া সাকিবের জায়গাতেই নেওয়া হয়েছে মিরাজকে।

দল ঘোষণার পর বিসিবির প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন ভিডিও বার্তায় বলেছেন, 'সাকিবের যে অভিজ্ঞতা ও পারফরম্যান্স, তাঁর কাছাকাছি মানের বিকল্প আসলে এই মুহূর্তে আমাদের কাছে নেই। তবে তাঁর জায়গায় ব্যাটিংয়ে যিনি ভালোভাবে সামাল দিতে পারেন বলে আমরা মনে করি, সে রকম একজন হলেন মিরাজ।'

গত বৃহস্পতিবার টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন সাকিব আল হাসান। সাকিব জানান, গত জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেই তিনি বাংলাদেশের হয়ে এই সংস্করণে নিজের শেষ ম্যাচটি খেলে ফেলেছেন। ১৫ সদস্যের দলে আছেন চোটের কারণে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে খেলতে না পারা বাঁহাতি পেসার শরীফুল ইসলাম।

আগামী ৬ অক্টোবর গোয়ালিয়রে হবে বাংলাদেশ-ভারত প্রথম টি-টোয়েন্টি। পরের দুটি ম্যাচ ৯ ও ১২ অক্টোবর দিল্লি ও হায়দরাবাদে।

বাংলাদেশ দল

নাজমুল হোসেন (অধিনায়ক), মেহেদী হাসান মিরাজ, তানজিদ হাসান, তানজিম হাসান, পারভেজ হোসেন, মাহমুদউল্লাহ, জাকের আলী, মোস্তাফিজুর রহমান, তাওহিদ হৃদয়, লিটন দাস, মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম ও রাকিবুল হাসান।

ছোট পর্দায় আজ

কানপুর টেস্ট-৪র্থ দিন	*গাজী টিভি, টি স্পোর্টস*
বাংলাদেশ-ভারত	সকাল ৯.৩০ মি.
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ	*স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১*
বোর্নমাউথ-সাউদাম্পটন	রাত ১টা
লা লিগা	*জিএক্সআর ওয়ার্ল্ড ওয়েবসাইট*
ভিয়ারিয়াল-লাস পালমাস	রাত ১টা
টেনিস : জাপান ওপেন	*ইউরোস্পোর্ট*
সেমিফাইনাল	বিকেল ৫টা

এমন মাঠে এই সময়ে কেন টেস্ট ম্যাচ

কানপুর টেস্টে

মোহাম্মদ জুবাইর, *কানপুর থেকে*

গতকাল সকাল থেকেই কানপুরের আকাশ মেঘলা, তবে বৃষ্টি ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই কানপুর টেস্টের তৃতীয় দিনে অন্তত দ্বিতীয় সেশন থেকে খেলা শুরু হবে বলে আশায় ছিলেন সবাই। কিন্তু প্রথম সেশনের পর দ্বিতীয় সেশনও শেষের পথে। খেলা শুরুর নামগন্ধও নেই।

আম্পায়াররা আরও একবার মাঠ পরিদর্শনে নামলেন স্থানীয় সময় বেলা দুইটায়। দুই দলই হোটেলে বসে আম্পায়ারদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিল। দুই আম্পায়ার রিচার্ড ক্যাটেলবরো ও ক্রিস ব্রাউন বাউন্ডারির দিকটা জুতা দিয়ে চেপে দেখলেন। তাঁদের শরীরী ভাষাই বলে দিচ্ছিল—এই আউটফিল্ডে খেলা সম্ভব নয়। আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটা এল কয়েক মিনিট পরই। প্রথম দিন ৩৫ ওভারে বাংলাদেশ ৩ উইকেটে করে ১০৭ রান, মুমিনুল হক ৪০ ও মুশফিকুর রহিম ৬ রানে উইকেটে ছিলেন। কানপুর টেস্ট গতকাল পর্যন্ত সেখানেই ছিল। দিনের খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণার পর টিম হোটেলে ক্রিকেটাররা কেক কেটে উদ্‌যাপন করলেন মুমিনুলের জন্মদিন।

এর আগে দুপুর ১২টায় দুই আম্পায়ারের মাঠ পরিদর্শনের পর গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামের প্রেসবক্সে ছড়িয়ে পড়ল অন্য খবর। কানপুর টেস্টে বিসিসিআইয়ের স্কোরার আগলেস ত্রিপাঠি আম্পায়ারদের পরবর্তী মাঠ পরিদর্শনের সময় জানাতে গিয়ে বললেন, 'খেলা বন্ধ আছে আলোকস্বল্পতার কারণে।' দুই আম্পায়ারকে একবারও পকেট থেকে লাইট মিটার বের করতে না দেখায় ওই কথা শোনার পর উত্তর প্রদেশের ক্রিকেট নিয়মিত কাভার করা সাংবাদিকদের একটা অংশ হেসে উঠল।

> গ্রিন পার্কে নেই ভালো পানিনিষ্কাশনব্যবস্থা। এক দফা বৃষ্টি হলেই যেখানে সারা দিনের খেলা শেষ, সেখানে টেস্টের প্রথম দুই দিন প্রায় পুরোটা সময়ই বৃষ্টি হয়েছে।

বিস্ময়কর হলেও সত্যি, সে হাসিতে যোগ দিলেন স্কোরারও।

আসলে ঘটনা অন্য। প্রেসবক্সে আলোকস্বল্পতার কথা বলা হলেও বাংলাদেশ দলকে জানানো হয়েছে, খেলা না হওয়ার কারণ ভেজা আউটফিল্ড। যদিও সকাল থেকে আউটফিল্ড শুকানোর কোনো চেষ্টাই দেখা যায়নি মাঠকর্মীদের মধ্যে। গ্রিন পার্ক স্টেডিয়াম নিয়ে এমনিতেই অনেক অভিযোগ। অব্যবস্থাপনার কারণে স্থানীয় সংবাদিকদের কড়া সমালোচনার মধ্যে থাকেন এখানকার কর্মকর্তারা। ভেজা আউটফিল্ডের কথাটা সে জন্যই নাকি সাংবাদিকদের জানানো হয়নি। কিন্তু দুই রকম তথ্য দিয়ে উল্টো আরও একবার সমালোচনার দুয়ারই খুলে দিল উত্তর প্রদেশ ক্রিকেট।

কথিত আছে, কানপুরের মতো ভেন্যু টেস্ট ম্যাচ পায় দীর্ঘদিন ধরে বিসিসিআইয়ের সহসভাপতির পদে থাকা রাজীব শুক্লার কূটনীতির জোরে। অথচ গ্রিন পার্কে নেই ভালো পানিনিষ্কাশনব্যবস্থা। এক দফা বৃষ্টি হলেই যেখানে সারা দিনের খেলা শেষ, সেখানে টেস্টের প্রথম দুই দিন প্রায় পুরোটা সময়ই বৃষ্টি হয়েছে।

প্রকৃতির ওপর কারও হাত নেই ঠিক আছে, কিন্তু প্রকৃতির বৈরী সংস্পর্শ এড়িয়ে যাওয়ার উপায় তো ছিল! প্রকৃতির নিয়মেই এ অঞ্চলে বছরের এ সময়ে টুকটাক বৃষ্টি হয়। তাহলে কানপুরে এই সময়ে টেস্ট কেন হবে? ক্রিকেটের সঙ্গে বৃষ্টি আর আউটফিল্ডের এই 'খেলা'য় তিতিবিরক্ত স্থানীয় এক সাংবাদিকের মন্তব্য, 'লক্ষ্ণৌতে (উত্তর প্রদেশের আরেক শহর) তো চাইলেই খেলা দিতে পারত!'

অভিষেকে ইনিংসে ৬ উইকেট, ম্যাচে ৯ উইকেট। গলে টেস্ট অভিষেকটা কী দারুণভাবেই না রাঙালেন নিশান পেইরিস। নিউজিল্যান্ডকে ইনিংস ও ১৫৪ রানে হারিয়ে দুই ম্যাচের সিরিজটা জিতেছে পেইরিসের শ্রীলঙ্কা। ছবি : এএফপি

শেষ ম্যাচের সান্ত্বনার জয় বাংলাদেশের

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ভিয়েতনাম যাওয়ার আগেই ভুটান আর গুয়ামের বিপক্ষে জেতার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ দলের কোচ মারুফুল হকের। গুয়ামকে হারানো যায়নি। দুবার এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ২-২ ড্র হয়েছে সেই ম্যাচ। তবে কাল হাই ফোংয়ে এএফসি এশিয়ান কাপ অনূর্ধ্ব-২০ বাছাইয়ে ভুটানকে ২-১ গোলে হারিয়ে অন্তত একটা লক্ষ্য পূরণ করতে পেরেছে বাংলাদেশ।

কাল বাছাইপর্ব শেষ করেছে তিনে থেকেই। মারুফুল চেয়েছিলেন গ্রুপের অন্য দুই দল সিরিয়া আর ভিয়েতনামের বিপক্ষে আরও একটু লড়াই। সেই লক্ষ্য পুরোপুরি পূর্ণ হয়নি। ভুটানকে হারানোর পর সে কারণেই মারুফুলের প্রতিক্রিয়া কিছুটা মিশ্র, 'ড্রয়ে তিন নম্বরে ছিলাম। বাছাইপর্ব শেষ করলাম তিনে থেকেই। আমরা গ্রুপের শেষ স্থানটিও পেতে পারতাম। শেষ পর্যন্ত তিনে থেকে শেষ করতে পেরেছি। প্রতিক্রিয়া মিশ্রই বলতে পারেন।'

কাল ভুটানের বিপক্ষে চতুর্থ মিনিটেই এগিয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশ আসাদুল মোল্লার দারুণ এক গোলে। ৭০ মিনিটে আসাদুল রাকিবের আত্মঘাতী গোলে সেটি হয়ে গিয়েছিল ১-১। তবে শেষ পর্যন্ত ৮৬ মিনিটে আসাদুল মোল্লার পাস থেকে বদলি নামা মইনুল ইসলাম বক্সের মাথায় থেকে বাঁ পায়ের দারুণ এক শটে জয় এনে দেন বাংলাদেশকে।

সাইফুল বারী তবু আশাবাদী

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ ফাইনাল

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সেমিফাইনালে পাকিস্তানের বিপক্ষে টাইব্রেকারে নাটকীয় জয়ে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবলের ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ। আজ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় থিম্পুর চাংলিমিথান স্টেডিয়ামে ভারতকে হারাতে পারলে প্রথমবারের মতো সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতবে বাংলাদেশ।

সাফে ছেলেদের বয়সভিত্তিক বিভাগে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ২০১৫ সালে অনূর্ধ্ব-১৬ বিভাগে, ২০১৮ সালে অনূর্ধ্ব-১৫ এবং গত ২৮ আগস্ট অনূর্ধ্ব-২০ বিভাগে। গত বছর অনূর্ধ্ব ১৬ বিভাগে ফাইনালে হারতে হয়েছে ভারতের কাছে। ২০২২ সালে অনূর্ধ্ব-১৭ টুর্নামেন্টের প্রথম আসরেও ভারতের কাছে হেরে বিদায়, সেটি অবশ্য সেমিফাইনালে ২-০ গোলে।

অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে এবার গ্রুপ পর্বে ভারতের কাছে বাংলাদেশ হেরেছে ১-০ গোলে। দ্বিতীয় ম্যাচে মালদ্বীপের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে বাংলাদেশের শেষ চারে খেলাই হয়ে ওঠে অনিশ্চিত। শেষমেশ উদ্ধার করে ভারত। মালদ্বীপকে তারা ৩-০ গোলে হারানোয় গোল ব্যবধানে গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে বাংলাদেশ সেমিফাইনালের টিকিট পায়।

“ ওদের হারানো খুব কঠিন। তবে যেভাবে আমার ছেলেরা সেমিফাইনালে খেলেছে, সেটাও দারুণ। আমরা ট্রফির জন্যই খেলব।

সাইফুল বারী, বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দলের কোচ

ফাইনালটা কঠিনই হতে যাচ্ছে, বাংলাদেশ কোচ সাইফুল বারীও তা জানেন, 'কোনো সন্দেহ নেই ওরা ফেবারিট, অনূর্ধ্ব-১৭ টুর্নামেন্টের বর্তমান চ্যাম্পিয়নও। ভারতের ছেলেরা টেকনিক্যাল, ট্যাকটিক্যাল ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতায় এগিয়ে। ওদের হারানো খুব কঠিন। তবে যেভাবে আমার ছেলেরা সেমিফাইনালে খেলেছে, সেটাও দারুণ। আমরা ট্রফির জন্যই খেলব।'

৭ দলের টুর্নামেন্টে ১১ ম্যাচে গোল হয়েছে মোট ৪২টি। তিন ম্যাচে বাংলাদেশ গোল করেছে ৩টি, ভারত ৮টি। গোল করার সামর্থ্যে ভারত বেশ এগিয়ে। তবু আশাবাদী থাকতে চান বাংলাদেশ অধিনায়ক নুরুল হুদা, 'আমরা মাঠে সেরাটা দিয়েই চ্যাম্পিয়ন হতে চাই।'

সাত বছরের আজোয়া হোসেন ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে এলে তাকে ভর্তির পরামর্শ দেওয়া হয়। শয্যার জন্য সন্তানকে নিয়ে হাসপাতালে অপেক্ষায় মা দেলোয়ারা। গতকাল রাজধানীর মুগদা জেনারেল হাসপাতালে। ছবি : তানভীর আহাম্মেদ

হাসপাতালে রোগী ভর্তিতেও রেকর্ড

ডেঙ্গুতে এক দিনে মৃত্যু সর্বোচ্চ ৮ জনের

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ২৪ ঘণ্টায় আটজনের মৃত্যু হয়েছে। চলতি বছর এখন পর্যন্ত এক দিনে সর্বোচ্চ মৃত্যু এটি। শনিবার ডেঙ্গুতে সাতজনের মৃত্যুর তথ্য দিয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এ নিয়ে চলতি মাসের ২৯ দিনে ডেঙ্গুতে ৭৫ জনের মৃত্যু হলো। এর মধ্যে আটটি শিশু।

গতকাল রোববার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়েছে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় (শনিবার সকাল আটটা থেকে গতকাল সকাল আটটা) ডেঙ্গু নিয়ে ১ হাজার ২২১ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চলতি বছর এখন পর্যন্ত এক দিনে সর্বোচ্চ রোগী ভর্তির রেকর্ড এটি। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া আটজনের মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে পাঁচজন এবং ঢাকা উত্তর সিটি, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগে একজন করে ডেঙ্গু রোগী মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে সর্বোচ্চ ২৬৭ জন রোগী ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এরপর ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ২২৮ জন, ঢাকা উত্তর সিটিতে ২০৬, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৮৩, খুলনা বিভাগে ১৩৪, বরিশাল বিভাগে ৭৪, রাজশাহী বিভাগে ৫৩, ময়মনসিংহ বিভাগে ৪৮ এবং রংপুর বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু নিয়ে ২৮ জন ভর্তি হয়েছেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ সংক্রমণ ও মৃত্যু হয় গত বছর। তখন ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। আর মৃত্যু হয় ১ হাজার ৭০৫ জনের। গত বছর ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি—৩৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল সেপ্টেম্বরে। ওই সময় ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৭৯ হাজার ৫৯৮ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ২৯ হাজার ৭৮৬ জন। আর এ বছর এডিস মশাবাহিত রোগটিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৫৮ জনের। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি—৮৭ ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে। এরপর ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে। ডেঙ্গুতে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৫১ দশমিক ৩ শতাংশ নারী ও ৪৮ দশমিক ৭ শতাংশ পুরুষ।

এ বছর ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ও মারা যাচ্ছে, ২৬ থেকে ৩০ বছর বয়সীরা। এই বয়সী ব্যক্তিদের মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা ৪ হাজার ১৯২। আর মারা যাওয়া ব্যক্তির সংখ্যা ১৮। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর মধ্যে ৬২ দশমিক ৯ শতাংশ পুরুষ ও ৩৭ দশমিক ১ শতাংশ নারী।

জনস্বাস্থ্যবিদেরা বলছেন, ডেঙ্গুতে যত বেশি মানুষ আক্রান্ত হবেন, মৃত্যুও তত বাড়বে। তবে মৃত্যু বেশি হওয়ার আরও কিছু কারণ আছে। ২০০০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ঢাকা শহরের বহু মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। সব সরকারি হিসাবে আসেনি। একবার আক্রান্ত হওয়া ব্যক্তি দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হলে জটিলতা বেশি হয়।

পানিবন্দী ২৩ হাজার পরিবার

উত্তরের চার জেলা

গতকাল তিস্তা নদীর বেশ কয়েকটি পয়েন্টে পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করে।

প্রথম আলো ডেস্ক

কয়েক দিনের টানা ভারী বৃষ্টি ও উজানের ঢলে তিস্তা নদীর পানি বেড়ে নদীতীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। উত্তরের চার জেলা লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও রংপুরে ২৩ হাজারের বেশি পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। এদিকে গত শনিবার ও গতকাল রোববার তিস্তা নদীর বেশ কয়েকটি পয়েন্টে পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করে।

পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) সূত্রে জানা যায়, লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় অবস্থিত তিস্তা ব্যারাজের ডালিয়া পয়েন্টে গতকাল তিস্তার পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করে। সকাল ছয়টায় পানি বিপৎসীমার ২ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। তবে দুপুরের পর থেকে পানি আবার বিপৎসীমার নিচে নামতে থাকে। গতকাল সন্ধ্যা ছয়টার দিকে পানি প্রবাহিত হচ্ছিল বিপৎসীমার ২০ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে।

লালমনিরহাট জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের ত্রাণ শাখা জানিয়েছে, তিস্তার পানি বেড়ে জেলার পাঁচটি উপজেলার চারটিতে ১৭ হাজার ৩৫০ পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে সদর উপজেলার ৭ হাজার ৫০০ পরিবার, হাতীবান্ধায় ৫ হাজার ৬৫০, আদিতমারীতে ৩ হাজার পরিবার এবং কালীগঞ্জ উপজেলার ১ হাজার ২০০ পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছে।

আদিতমারীর মহিষখোঁচার মোখলেছার রহমান (৪৫) বলেন, 'মোর বাড়ির উঠানসহ চারদিকত তিস্তার পানি উঠি জলবন্দ হইছে। সড়কের ওপরত আছোং পরিবার নিয়া। কাজকাম নাই। খুব সমস্যা।'

বাড়িঘরে পানি ঢোকায় নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে যাচ্ছেন এক নারী। গতকাল রংপুরের কাউনিয়ার পাঞ্জরভাঙ্গা এলাকায়। ছবি : মঈনুল ইসলাম

লালমনিরহাট জেলা প্রশাসক এইচ এম রাকিব হায়দার গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির দিকে জেলা, উপজেলা ও পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ নজর রাখছে। ইতিমধ্যে দুর্গত পরিবারগুলোর জন্য ত্রাণসহায়তা হিসেবে ১৩ লাখ টাকা ও ৯০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে তিস্তার পানি বেড়ে নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার নদীতীরবর্তী ১৫টি গ্রামের পাঁচ হাজারের বেশি পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। পূর্ব ছাতনাই ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান আবদুল লতিফ খাঁন *প্রথম আলো*কে বলেন, 'পূর্ব ছাতনাই ও ঝাড়সিংহেরশ্বর মৌজার প্রায় ১ হাজার ২০০ পরিবারের বাড়িঘরে বন্যার পানি ঢুকে পড়েছে। পানি বাড়তে থাকায় মানুষজন আতঙ্কের মধ্যে আছেন।'

পাউবো নীলফামারীর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আতিকুর রহমান বলেন, 'শনিবার দিবাগত রাতে তিস্তার পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করে। রোববার দুপুরের পরে পানি আবার বিপৎসীমার নিচে নেমে আসে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় তিস্তা ব্যারাজের সব কটি জলকপাট (৪৪টি) খুলে রাখা হয়েছে।'

তিস্তা নদীর পানি বেড়ে কুড়িগ্রামে নদীতীরবর্তী এক হাজারের বেশি পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া তিস্তা ছাড়াও জেলার প্রধান প্রধান নদ-নদীগুলোর পানি বাড়ছে। পাউবোর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত বিপৎসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হলেও ধরলা, গঙ্গাধর, দুধকুমার ও ব্রহ্মপুত্র নদের পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে।

গতকাল সন্ধ্যা ছয়টায় ধরলা নদীর পানি তালুক শিমুলবাড়ী পয়েন্টে ৬২ সেন্টিমিটার, দুধকুমার নদ পাটেশ্বরী পয়েন্টে ৪৪ সেন্টিমিটার এবং ব্রহ্মপুত্র নদ চিলমারী পয়েন্টে বিপৎসীমার ২ দশমিক ৪৭ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল।

তিস্তার পানি বেড়ে রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার চরাঞ্চলসহ নিম্নাঞ্চলে পানি উঠেছে। নদীতীরবর্তী উপজেলার ৫০০ পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। পাউবো সূত্রে জানা যায়, শনিবার দিবাগত রাতে কাউনিয়া পয়েন্টে তিস্তার পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করে। গতকাল সন্ধ্যা ছয়টার দিকে এই পয়েন্টে তিস্তার পানি বিপৎসীমার ৩১ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র রংপুর থেকে গতকাল জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় মাত্র ২ মিলিমিটার বৃষ্টি হলেও তিস্তার পানি বেড়েই চলেছে। এ পরিস্থিতিতে কাউনিয়া ছাড়াও পীরগাছা ও গঙ্গাচড়া উপজেলায় নদীপারের মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পাউবো রংপুরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আহসান হাবিব গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, 'এই পানি নেমে যাবে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিস্তার পানি কমে বিপৎসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।'

প্রকৃতি

মৌলভীবাজারের বড়লেখায় সড়কের পাশে ফুটেছে মিনজিরি ফুল। ছবি : লেখক

শরৎ-হেমন্তে ফোটে মিনজিরি

মোকারম হোসেন, *প্রকৃতি ও পরিবেশবিষয়ক লেখক*

বিজ্ঞানলেখক এবং বরেণ্য নিসর্গী অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে মস্কো থেকে দেশে ফিরে আসেন। যুক্ত হন বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির বাংলাপিডিয়া প্রণয়নের কাজে। এ সময় প্রায় প্রতিদিনই তাঁর সঙ্গে দেখা হতো। এশিয়াটিক সোসাইটির কাজ শেষে তিনি হেঁটে আসতেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের তিন নেতার মাজার লাগোয়া ফটকে। অফিস থেকে বেরিয়ে আমি তাঁর জন্য সেখানে অপেক্ষা করতাম। তারপর গল্প করতে করতে আমরা পৌঁছে যেতাম রমনা পার্কে। এ সময় তিনি অনেক গাছ চিনিয়েছেন আমাকে, যার একটি মিনজিরি।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের তিন নেতার মাজার লাগোয়া গেট থেকে সোজা হেঁটে খানিকটা এলেই ডান পাশে কিছুটা হেলানো ভঙ্গিতে পাওয়া যাবে গাছটি। গড়নের দিক থেকে গাছটি কিছুটা বিক্ষিপ্ত হলেও প্রস্ফুটন-প্রাচুর্য চোখে পড়ার মতো। প্রথম দেখায় মনে হতে পারে কনকচূড়া, ভালো করে লক্ষ করলে পার্থক্যটা বোঝা যায়। পাতা ও কাণ্ডের রং আলাদা, গাছ তুলনামূলকভাবে উঁচু এবং ফুলগুলো থাকে গাছের উপরিভাগে। বিশেষ করে শরৎ-হেমন্তে আমাদের দেশে যখন উঁচু গাছে বাহারি ফুলের সংকট থাকে, তখন মিনজিরি সে ঘাটতি পূরণ করে। এ কারণে ছয় ঋতুর বিন্যাসে গাছটি বিবেচনা করা যেতে পারে।

একসময় দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক সড়ক বা মহাসড়কে এ গাছ প্রচুর পরিমাণে লাগানো হয়েছিল। বন বিভাগের কর্মীরা গাছটিকে হলুদ কৃষ্ণচূড়া নামে বেশি চেনেন। তবে গড়নে বিক্ষিপ্ততা এবং নরম কাণ্ড ও ডালপালার কারণে সংকীর্ণ পথপাশে গাছটি ঝুঁকিপূর্ণ। সড়ক-মহাসড়কের ক্ষেত্রেও বিষয়টি প্রযোজ্য। এই গাছ রোপণের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা ও বিশেষায়িত জ্ঞান প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষায়নের বিষয়টি বরাবরই উপেক্ষিত। বিশেষায়িত জ্ঞানের বিষয় তো সুদূরপরাহত। যে কারণে ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষায়নে অতি বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়।

মিনজিরি গণের আরেকটি উদ্ভিদ ক্যাশিয়া। সারা বিশ্বে ক্যাশিয়ার অনেক রকমফের ছড়িয়ে আছে। সে তুলনায় আমাদের দেশে খুব বেশি নেই। যে কটি আছে, তার মধ্যে বেশ কিছু প্রজাতিই সংখ্যায় কম। উদাহরণ হিসেবে ক্যাশিয়া গ্লাওকা ও ক্যাশিয়া ব্যাকেরিয়ানার কথা বলা যায়। মিনজিরিও তুলনামূলকভাবে দুষ্প্রাপ্য।

মিনজিরি (*Senna siamea*) মিয়ানমার, মালয়েশিয়ার উদ্ভিদ প্রজাতি। মাঝারি আকৃতির চিরসবুজ বৃক্ষ, সাধারণত ১২ থেকে ১৪ মিটার উঁচু হতে পারে। যৌগপত্র ১-পক্ষল, জোড়পক্ষ, ২০ থেকে ৩০ সেমি লম্বা, পাতা ১২ থেকে ২০টি, মসৃণ, ৪ থেকে ৬ সেমি লম্বা। গ্রীষ্ম থেকে শীত পর্যন্ত ফুল থাকে, তবে শরতে বেশি। ডালের আগায় হলুদ ফুলের বড় বড় খাড়া থোকা। ফুল ২ থেকে ৫ সেমি চওড়া। শুঁটি চ্যাপটা, ১৫ থেকে ২৫ সেমি লম্বা এবং দেড় থেকে ২ সেমি চওড়া, রং বাদামি। বীজ অনেক। সাধারণত বীজেই চাষ। গাছটি ভঙ্গুর, বৃষ্টি ও বাতাসে ডাল ভেঙে পড়ে। জন্মস্থান মিয়ানমার, মালয়েশিয়া।

এই উদ্ভিদ বিবিধ ঔষধি গুণে সমৃদ্ধ। এতে বারাকোল নামে একধরনের যৌগ রয়েছে। মিয়ানমার ও থাই রন্ধনপ্রণালিতে পাতা, কোমল শুঁটি ও বীজ খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। তবে খাওয়ার আগে সেদ্ধ করে পানি ফেলে দিতে হয়। মিয়ানমারে কচি পাতা সালাদ বা স্যুপে বেশি ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া পশুখাদ্য হিসেবে পাতা এবং কাঠ নানান কাজে লাগে।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
১৪ আশ্বিন, ১৪৩১
২৫ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬

- জাতিসংঘ মিশনে ড. মু: ইউনুস কতটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে বৈঠক করেন?
  উত্তর: ১২টি।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হয় কত সালে?
  উত্তর: ১৯৯৭ সালে।
- সম্প্রতি কোন দেশ বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে?
  উত্তর: দক্ষিণ কোরিয়া।
- বিশ্ব হার্ট দিবস কবে পালিত হয়?
  উত্তর: ২৯ সেপ্টেম্বর। (১৯৯৯ সাল থেকে পালিত হচ্ছে)
- সম্প্রতি ঢাকার খাল নিয়ে চলমান পরিকল্পিত প্রকল্পের নাম কী?
  উত্তর: ব্লু নেটওয়ার্ক।
- চলতি বছরে ভারতভ্রমণে যাওয়া পর্যটকদের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে কোন দেশ?
  উত্তর: বাংলাদেশ, ২য় স্থানে যুক্তরাষ্ট্র।
- রাশিয়ার আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাণিজ্যের কত শতাংশ এখন রুবলে হচ্ছে?
  উত্তর: ৩৯ শতাংশ। (২০২১ থেকে ২০২৩)
- "বিশ্ব হার্ট দিবস-২০২৪" এর প্রতিপাদ্য কী?
  উত্তর: "ইয়েস, ইউজ হার্ট ফর অ্যাকশন"।

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
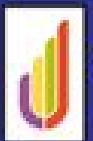
- বাংলাদেশকে দেয়া আইএমএফ এর শর্ত- প্রতিবছর জিডিপির দেড় শতাংশ পরিমাণ অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় এবং ২০২৭ সালের মধ্যে সব ধরনের করছাড় প্রত্যাহার।
- প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূস জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের সাইডলাইনে অংশ নিয়েছেন- ৪০টি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে।
- সরকারের মন্ত্রণালয়-বিভাগ রয়েছে- ৫৮টি।
- লেবাননে ইসরাইলি হামলায় নিহত হয়েছেন- বিদ্রোহী গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ'র প্রধান হাসান নাসরুল্লাহ।
- হাসান নাসরুল্লাহ'র জন্ম হয়েছিল- ১৯৬০ সালে।
- হাসান নাসরুল্লাহ হিজবুল্লাহ'র প্রধান নিযুক্ত হয়েছিলেন- ১৯৯২ সালে, ৩২ বছর বয়সে।
- বিশ্ব হার্ট দিবস- ২৯ সেপ্টেম্বর।

আন্তর্জাতিক সংবাদ:

তারিখ: ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
রোজ: রবিবার

✍ বিশ্ব হার্ট দিবস কবে পালিত হয়?

উত্তর: ২৯ সেপ্টেম্বর।

[আজ রোববার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিশ্ব হার্ট দিবস ২০২৪। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'ইয়েস, ইউজ হার্ট ফর অ্যাকশন' অর্থাৎ 'হৃদয় দিয়ে হৃদরোগ প্রতিরোধের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে'। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে মিলে বিশ্ব হার্ট ফেডারেশন ১৯৯৯ সাল থেকে প্রতি বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর 'বিশ্ব হার্ট দিবস' পালনের ঘোষণা দেয়।] সূত্র- বিডি নিউজ।

Image Ref.
Jago News

✍ সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর নির্বাহী কাউন্সিলের প্রধান কে?

উত্তর: হাশেম সাফিউদ্দিন।

[ইসরায়েলের বিমান হামলায় হিজবুল্লাহ প্রধান হাসান নাসরুল্লাহ নিহত হওয়ার পর ধারণা করা হচ্ছে, হিজবুল্লাহর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হাশেম সাফিউদ্দিন দলটির নতুন প্রধান হতে যাচ্ছেন। সাফিউদ্দিন হিজবুল্লাহর নির্বাহী কাউন্সিলের প্রধান। গোষ্ঠীটির রাজনৈতিক বিষয় দেখভাল করা তাঁর দায়িত্ব। তিনি গোষ্ঠীটির জিহাদ কাউন্সিলেরও সদস্য। নিজেদের সামরিক অভিযানের ব্যবস্থাপনা করাই এই কাউন্সিলের কাজ।] সূত্র- প্রথম আলো।

Image Ref.
Batra 24

✍ 'বাংকার-বাস্টার' কী?

উত্তর: প্রাণঘাতী বোমা।

[লেবাননের শিয়াপন্থী রাজনৈতিক দল ও সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর প্রধান হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যায় 'বাংকার-বাস্টার' বোমা ব্যবহার করা হয়েছে। নাসরুল্লাহর ওপর হামলায় কমপক্ষে আটটি যুদ্ধবিমান ব্যবহার করে ইসরায়েল। যুদ্ধবিমানগুলো 'বাংকার-বাস্টার' বোমায় সজ্জিত ছিল। যুদ্ধবিমানগুলোয় অন্তত ১৫টি 'বাংকার-বাস্টার' বোমা ছিল। বোমাগুলোর প্রতিটির ওজন প্রায় ২ হাজার পাউন্ড। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি বিএলইউ-১০৯ বোমাও ছিল।] সূত্র- প্রথম আলো।

Image Ref.
China Military

✍ 'দ্য সভরেন স্টেট অব বেকতাশি অর্ডার' কী?

উত্তর: সুফি মুসলমানদের জন্য ক্ষুদ্ররাষ্ট্র।

[সুফি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বেকতাশি মুসলমানদের জন্য আলবেনিয়ার রাজধানী তিরানায় একটি সার্বভৌম ক্ষুদ্ররাষ্ট্র গঠন করা হবে। ভ্যাটিকান সিটির আদলে এটি প্রতিষ্ঠা করা হবে, যার নাম হবে 'দ্য সভরেন স্টেট অফ বেকতাশি অর্ডার'। তেরশো শতাব্দীতে অটোম্যান সাম্রাজ্যের সময় বিকশিত হয় সুফিবাদ ও বেকতাশি আদর্শ। তিরানার ২৭ একর জায়গা জুড়ে ক্ষুদ্ররাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করছে আলবেনিয়ার সরকার। এই রাষ্ট্রের নিজস্ব সীমানা, পাসপোর্ট ও প্রশাসন থাকবে।] সূত্র- ডয়চে ভেলে।

Image Ref.
Euronews.co

জাতীয় সংবাদ:

তারিখ: ২৯ সেপ্টেম্বর,২০২৪
রোজ: রবিবার

✍ **বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের বর্তমান মহাপরিচালক (ডিজি) কে?** উত্তর: রিয়ার অ্যাডমিরাল মো. জিয়াউল হক। [বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের মহাপরিচালক (ডিজি) হিসেবে রিয়ার অ্যাডমিরাল মো. জিয়াউল হককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, সাবেক মহাপরিচালক রিয়ার অ্যাডমিরাল মীর এরশাদ আলীকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তার চাকরি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে ন্যস্ত করা হয়েছে।] সূত্র- ইত্তেফাক।	 Image Ref. পূর্বকোণ
✍ **কারা অধিদপ্তর কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে?** উত্তর: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। [বর্তমানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে- বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), কোস্ট গার্ড, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি), আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং কারা অধিদপ্তর।] সূত্র- যুগান্তর।	 Image Ref. যুগান্তর
✍ **বাংলাদেশে কোন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 'না ভোট' প্রয়োগ হয়েছিল?** উত্তর: নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। [২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের ইতিহাসে ভোটাররা প্রথমবারের মতো 'না ভোট' প্রয়োগ করেছিল। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ধারা ৩১(৫)(বিবি)-তে এ বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তখন সারা দেশে মোট প্রদত্ত ৬ কোটি ৯৭ লাখ ৫৯ হাজার ২১০ ভোটের মধ্যে ৩ লাখ ৮২ হাজার ৪৩৭টি 'না ভোট' পড়েছিল।] সূত্র- যুগান্তর।	 Image Ref. বাসস
✍ **বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশে বাতাসের মান উন্নয়নে ঋণ প্রদান করবে –** উত্তর: ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। [বাংলাদেশ ক্লিন এয়ার প্রজেক্টে (বিসিএপি) ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ দেবে বিশ্বব্যাংক। এই উদ্যোগের লক্ষ্য বায়ুমানের ব্যবস্থাপনা জোরদার করা এবং দেশের মূল খাতগুলো থেকে দূষণ কমিয়ে আনা। পরিবেশ, বন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এ কথা জানিয়েছেন।] সূত্র- ইত্তেফাক।	 Image Ref. নয়া দিগন্ত

আজকের

সংবাদপত্র থেকে MCQ

১. জাতিসংঘে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য দেশ কয়টি?

ক. ১০টি খ. ১৫টি
গ. ৫টি ঘ. ৬টি

২. সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে আঘাত হানা প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়টির নাম কী?

ক. ক্যাটরিনা খ. হেলেন
গ. আম্ফান ঘ. ক্যারিশমা

৩. পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারক দেশগুলোর সংগঠন 'ওপেক'-এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য দেশ কয়টি?

ক. ১৩টি খ. ১১টি
গ. ৭টি ঘ. ৫টি

৪. 'রুবল' কোন দেশের মুদ্রা?

ক. রাশিয়া খ. লেবানন
গ. ইউক্রেন ঘ. ক্রোয়েশিয়া

৫. 'বরফ গলা নদী' কার রচিত উপন্যাস?

ক. আল মাহমুদ খ. জহির রায়হান
গ. শহীদুলাহ্ কায়সার ঘ. আক্তারুজ্জামান ইলিয়াস

৬. মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর অপারেশনগুলোর সমন্বিত সাংকেতিক নাম কী ছিল?

ক. অপারেশন জ্যাকপট খ. অপারেশন কিলো ফ্লাইট
গ. অপারেশন বিগ বার্ড ঘ. অপারেশন ফুল ফ্লাইট

৭. বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর নীতিবাক্য কী?

ক. আকাশে দুর্নিবার আমরা খ. সদা জাগ্রত বাংলার আকাশে
গ. আকাশে গৌরবের নিশান ঘ. বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত

৮. বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কখন প্রতিষ্ঠা করা হয়?

ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৬ সালে
গ. ১৯৭১ সালে ঘ. ১৯৭৩ সালে

৯. কোন বীরশ্রেষ্ঠ বিমান বাহিনীর সদস্য ছিলেন?

ক. হামিদুর রহমান খ. মতিউর রহমান
গ. মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ঘ. মুন্সি আব্দুর রউফ

১০. 'চিত্রগুপ্ত' কোন সাহিত্যিকের ছদ্মনাম?

ক. মীর মশাররফ হোসেন খ. রাজা রামমোহন রায়
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. সতীনাথ ভাদুড়ী

সঠিক উত্তর:

১. গ	২. খ	৩. ঘ	৪. ক	৫. খ	৬. খ	৭. ঘ	৮. গ	৯. খ	১০. ঘ

২৯ সেপ্টেম্বর
আজকের এই দিনে

বাংলাদেশ

১৯৯২	চট্টগ্রাম বিমানবন্দর থেকে প্রথম আন্তর্জাতিক ফাইট চালু হয়।
১৯৩৫	ছাপাখানায় প্রথম বাংলা লাইনোটাইপ ব্যবহৃত হয়।

এছাড়াও এইদিনে আন্তর্জাতিক যেসব ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল

১৯০৬	মার্কিন সেনাবাহিনী কিউবা পুনর্দখল করে।
১৯১৮	প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কয়েকবার পরাজিত হওয়ার পর বুলগেরিয়া মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।
১৯২৯	বিবিসি প্রথম পরীক্ষামূলক টিভি সম্প্রচার শুরু করে।
১৯৩৯	পোল্যান্ড বিভক্তি স্বীকার করে জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি চুক্তিতে উপনীত হয়।

ময়মনসিংহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

পদের নাম: মিটার রিডার কাম মেসেঞ্জার

সময়: ৪০ মিনিট　　পরীক্ষার তারিখ: ২৭.০৯.২০২৪　　পূর্ণমান: ৬০

১. 'পেয়ারা' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ?
ক. হিন্দি　খ. উর্দু
গ. পর্তুগিজ　ঘ. গ্রিক　উ. গ
পৃষ্ঠা: ৪৮৫ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

২. লিঙ্গান্তর হয় না এমন শব্দ কোনটি?
ক. সাহেব　খ. বেয়াই
গ. সঙ্গী　ঘ. কবিরাজ　উ. ঘ
পৃষ্ঠা: ৪০৯ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

৩. কোনটি শুদ্ধ বানান?
ক. অন্তর্জ্বালা　খ. অন্তর্জালা
গ. অন্তঃজালা　ঘ. অন্তরজালা　উ. ক

৪. 'মনীষা' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কী?
ক. মন+ঈষা　খ. মনঃ+ইষা
গ. মনো+ঈষা　ঘ. মনস+ঈষা　উ. ঘ
পৃষ্ঠা: ৪০০ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

৫. কোন বাগধারাটির অর্থ ফাঁকি?
ক. এণ্ডায়-গণ্ডায়　খ. অষ্টরম্ভা
গ. অন্ধিসন্ধি　ঘ. অপোগণ্ড　উ. খ
পৃষ্ঠা: ৬২৯ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

৬. 'নদীমাতৃক' কোন সমাস?
ক. তৎপুরুষ　খ. বহুব্রীহি
গ. কর্মধারয়　ঘ. অব্যয়ীভাব　উ. খ
পৃষ্ঠা: ৪৪৬ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

৭. 'চন্দ্র' এর প্রতিশব্দ কোনটি?
ক. সমীরন　খ. গগন
গ. ইন্দু　ঘ. অরুন　উ. গ
পৃষ্ঠা: ৪৯৮ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার রচিত কোন নাটকটি কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেছিলেন?
ক. বিসর্জন　খ. অচলায়তন
গ. ডাকঘর　ঘ. বসন্ত　উ. ঘ
পৃষ্ঠা: ১৬৭ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

৯. ভাষার ক্ষুদ্রতম একক-
ক. বর্ণ　খ. শব্দ
গ. অক্ষর　ঘ. ধ্বনি　উ. ঘ
পৃষ্ঠা: ৩৩৮ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

১০.'অনুরক্ত' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক. আসক্ত　খ. অনুরাগ
গ. বিরক্ত　ঘ. সবগুলোই　উ. গ
পৃষ্ঠা: ৫২২ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

১১.'বিজিত' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ-
ক. বিজয়ী　খ. পরাজিত
গ. বিচ্যুতি　ঘ. বর্জিত　উ. ক
পৃষ্ঠা: ৫১৬ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

১২.'জ্ঞ' যুক্তব্যঞ্জন গঠিত হয়েছে কোন দুটি ধ্বনিযোগে?
ক. ঞ+ণ　খ. গ+ঞ
গ. জ+ঞ　ঘ. ঞ+জ　উ. ঘ
পৃষ্ঠা: ৩৫০ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

১৩.'রেস্তোরা' শব্দের উৎস ভাষা-
ক. তুর্কি　খ. ফরাসি
গ. ফারসি　ঘ. ইংরেজি　উ. খ
পৃষ্ঠা: ৪৮৬ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

১৪.কোনটি দেশি শব্দ?
ক. আনারস　খ. চন্দ্র
গ. কষ্ট　ঘ. কুলা　উ. ঘ
পৃষ্ঠা: ৪৮৬ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

১৫.বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র কে সম্পাদনা করেন?
ক. ড. আনিসুজ্জামান　খ. ড. আনোয়ার হোসেন
গ. হাসান হাফিজুর রহমান　ঘ. ড. মুনতাসির মামুন　উ. গ
পৃষ্ঠা: ২৮৩ (অগ্রদূত বাংলা; ১৪তম সংস্করণ)

১৬. What is the plural form of 'human'?
ক. human　খ. humen
গ. humans　ঘ. humane　উ. গ

১৭. GPT stands for-
ক. General Pre-trained transformer.
খ. Generative Program Technology.
গ. Generative Process technology.
ঘ. Generative Pre-trained Transformer.　উ. ঘ

১৮. He had ... headache.
ক. strong　খ. acute
গ. serious　ঘ. bad　উ. ঘ
পৃষ্ঠা: ৮৭৮ (অগ্রদূত Competitive English; ২য় সংস্করণ)

১৯. Which one is common gender?

ক. Boy খ. Girl
গ. Man ঘ. Baby উ. ঘ

পৃষ্ঠা: ৫০ (অগ্রদূত Competitive English; ২য় সংস্করণ)

২০. Which part of speech is 'Book'?

ক. Noun খ. Verb
গ. Adjective ঘ. None of them উ. ক/খ

পৃষ্ঠা: ৭ (অগ্রদূত Competitive English; ২য় সংস্করণ)

২১. Slow and steady ... the race.

ক. has won খ. win
গ. Conquer ঘ. wins উ. ঘ

পৃষ্ঠা: ৪০৬ (অগ্রদূত Competitive English; ২য় সংস্করণ)

২২. Which Kind of noun is cattle?

ক. Proper খ. Common
গ. Collective ঘ. Meterial উ. গ

পৃষ্ঠা: ৮ (অগ্রদূত Competitive English; ২য় সংস্করণ)

২৩. Which is plural form of mouse?

ক. Mouses খ. Mices
গ. Mice ঘ. Mouse উ. গ

পৃষ্ঠা: ৬৮ (অগ্রদূত Competitive English; ২য় সংস্করণ)

২৪. I have... interest in the matter.

ক. not খ. none
গ. no ঘ. never উ. গ

পৃষ্ঠা: ২৫ (অগ্রদূত Competitive English; ২য় সংস্করণ)

২৫. Find the correct spelling:

ক. repitition খ. repeatitien
গ. repetition ঘ. ropetition উ. গ

পৃষ্ঠা: ৭৯১ (অগ্রদূত Competitive English; ২য় সংস্করণ)

২৬. I look forward to ... from you.

ক. hear খ. hearing
গ. heard ঘ. have heard উ. খ

পৃষ্ঠা: ৩৬৯ (অগ্রদূত Competitive English; ২য় সংস্করণ)

২৭. One who deals in cattle is...

ক. Jockey খ. seller
গ. drover ঘ. auctioneer উ. গ

পৃষ্ঠা: ৮২০ (অগ্রদূত Competitive English; ২য় সংস্করণ)

২৮. The king left ... heir.

ক. a খ. the
গ. an ঘ. zero article উ. গ

পৃষ্ঠা: ৩৮ (অগ্রদূত Competitive English; ২য় সংস্করণ)

২৯. 'Hold water' means-

ক. Keep water খ. drink water
গ. bear examination ঘ. stopping উ. গ

পৃষ্ঠা: ৬৩৮ (অগ্রদূত Competitive English; ২য় সংস্করণ)

৩০. He prefers milk ... tea.

ক. to খ. of
গ. by ঘ. none of these উ. ক

পৃষ্ঠা: ৮৭৩ (অগ্রদূত Competitive English; ২য় সংস্করণ)

৩১. ০.০১ × ০.০০১ × ০.০০০১ × ০ = কত?

ক. ০.০০০০০০১ খ. ০.০০০০০১
গ. ০ ঘ. কোনটিই নয় উ. গ

পৃষ্ঠা: ৪৮৬ এর ২ নম্বরের অনুরূপ (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৩২. একটি সংখ্যা ৩০১ হতে যত বড় ৩৮১ হতে তত ছোট। সংখ্যাটি কত?

ক. ৩৪০ খ. ৩৪২
গ. ৩৪৪ ঘ. ৩৪১ উ. ঘ

পৃষ্ঠা: ৬৬ এর ৪৪৪ নম্বর (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৩৩. ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর যোগফল কত?

ক. ৩৫৫ খ. ৪৬৫
গ. ৫২৫ ঘ. ৬৭৫ উ. খ

পৃষ্ঠা: ৬৪৯ এর ৫১ নম্বরের অনুরূপ (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৩৪. ৩, ৬, ১১, ১৮, ২৭ এর পরের সংখ্যাটি কত?

ক. ৩৬ খ. ৩৮
গ. ৪৫ ঘ. ৩৪ উ. খ

পৃষ্ঠা: ৬৬৭ এর ২১৭ নম্বর (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৩৫. ১১ থেকে ২০ এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কয়টি?

ক. ৪ খ. ৩
গ. ২ ঘ. ১ উ. ক

পৃষ্ঠা: ৪৬ এর মৌলিক সংখ্যার আলোচনা অংশ (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৩৬. একটি বৃত্তের ব্যাস ৪ ফুট হলে কেন্দ্র থেকে পরিধির দূরত্ব কত?

ক. ১ ফুট খ. ২ ফুট
গ. ৪ ফুট ঘ. ৫ ফুট উ. খ

পৃষ্ঠা: ৭৭৬ এর ৩০ নম্বরের অনুরূপ (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৩৭. ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ... ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কত?

ক. ৫২ খ. ৪৩
গ. ৫৩ ঘ. ৫৫ উ. ঘ

পৃষ্ঠা: ৬৬০ এর ১৩৩ নম্বর (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৩৮. ১ ডজন ডিমের দাম ৫৪ টাকা হলে ৪৫ টাকায় কয়টি ডিম পাওয়া যাবে?

ক. ৫টি খ. ৮টি
গ. ১০টি ঘ. ১১টি উ. গ

পৃষ্ঠা: ৩৬৩ এর ৩ নম্বর (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৩৯. $\frac{২}{৫}$ এর ২৫% সমান কত?

ক. ০.৩ খ. ০.২
গ. ০.৪ ঘ. ০.১ উ. ঘ

পৃষ্ঠা: ১৩৫ এর ৩৩ নম্বর (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৪০.সবচেয়ে বড় সংখ্যা কোনটি?

ক. ০.০০৭ খ. ০.০০০২
গ. ০.০০০৮ ঘ. ০.০০০০১ উ. ক

পৃষ্ঠা: ১০৭ এর ২৭ নম্বর (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৪১. ৬% হারে ৯ মাসে ১০,০০০ টাকার উপর সুদ কত হবে?

ক. ৬০০০ টাকা খ. ৪৫০ টাকা
গ. ৬৫০ টাকা ঘ. ৫০০ টাকা উ. খ

পৃষ্ঠা: ২৫৪ এর ৪ নম্বর (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৪২. ১০৫০ টাকার ৮% নিচের কোনটি?

ক. ৮৪ টাকা খ. ৮৬ টাকা
গ. ৮০ টাকা ঘ. ৮২ টাকা উ. ক

পৃষ্ঠা: ১৩৪ এর ১৩ নম্বর (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৪৩. ০.১ × ০.০১ × ০ .০০১ = ?

ক. ১.০০১ খ. ০.১০০০১
গ. ০.০০১ ঘ. ০.০০০০০১ উ. ঘ

পৃষ্ঠা: ১১৫ এর ১১২ নম্বর (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৪৪. তিন অংকের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কত?

ক. ১০০ খ. ০০১
গ. ১১১ ঘ. ৯৯৯ উ. ক

পৃষ্ঠা: ১২ সংখ্যার আলোচনা অংশ (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৪৫. $\mathbf{a - \{a - (a + 1)\} =}$

ক. 1 খ. -1
গ. a - 1 ঘ . a + 1 উ. ঘ

পৃষ্ঠা: ৪৮৮ এর ২৫ নম্বর (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৪৬.একজন কর্মচারীর বেতন ২০% বৃদ্ধির পর সাপ্তাহিক ১৮০ টাকা পেল। এর আগের সাপ্তাহিক বেতন কত ছিল?

ক. ১৫০ টাকা খ. ১২৫ টাকা
গ. ১৬০ টাকা ঘ. কোনটিই নয় উ. ক

পৃষ্ঠা: ১৬৪ এর ২১২ নম্বর (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৪৭. ০.২ × ০.০২ × ০.০০২ = কত?

ক. ০.০০০০০৮ খ. ০.০০০০৮
গ. ০.০০০০০০৮ ঘ. কোনটিই নয় উ. ক

পৃষ্ঠা: ১১১ এর ৭৭ নম্বরের অনুরূপ (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৪৮. $(\sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{4})^6$ **= কত?**

ক. 12 খ. 48
গ. 36 ঘ. 144 উ. ঘ

পৃষ্ঠা: ৬১৬ এর ৪ নম্বর (অগ্রদূত Basic Math, January-2024 Edition)

৪৯. কোন খাদ্য উপাদান থেকে শরীরে বেশি শক্তি উৎপন্ন হয়?

ক. শর্করা খ. আমিষ
গ. ভিটামিন ঘ. চর্বি উ. ক

পৃষ্ঠা: ২৮০ (অগ্রদূত বিজ্ঞান; ২য় সংস্করণ)

৫০. বিদ্যুৎ আবিষ্কারের সাথে কোন শিল্পবিপ্লবের সম্পর্ক আছে?

ক. ১ম খ. ২য়
গ. ৩য় ঘ. ৪র্থ উ. খ

পৃষ্ঠা: ৪০৫ (অগ্রদূত রিসেন্ট জব সল্যুশন; জুন-২০২৪)

৫১. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদক কোনটি?

ক. একুশে পদক খ. স্বাধীনতা পদক
গ. বাংলা একাডেমি পদক ঘ. কোনটিই নয় উ. খ

পৃষ্ঠা: ৪৭৬ (অগ্রদূত বাংলাদেশ বিষয়াবলি; ৭ম সংস্করণ)

৫২. 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' কোথায় অবস্থিত?

ক. নাফ নদীতে খ. যমুনা নদীতে
গ. সন্দীপ চ্যানেলে ঘ. বঙ্গোপসাগরে উ. ঘ

পৃষ্ঠা: ১১১ (অগ্রদূত ভূগোল, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা)

৫৩.পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদ ক্যাস্পিয়ান সাগর কোন মহাদেশে অবস্থিত?

ক. আফ্রিকা খ. উত্তর আমেরিকা
গ. এশিয়া ঘ. অস্ট্রেলিয়া উ. গ

পৃষ্ঠা: ১৭০ (অগ্রদূত আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি; ৭ম সংস্করণ)

৫৪.কোন সংস্থাটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কিংবা বিতরণের সাথে জড়িত নয়?

ক. BPDB খ. DESCO
গ. BIRI ঘ. BREB উ. গ

পৃষ্ঠা: ২৫৬ (অগ্রদূত বাংলাদেশ বিষয়াবলি; ৭ম সংস্করণ)

৫৫.বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী?

ক. সুপ্রিম কোর্ট খ. জাতীয় সংসদ
গ. সচিবালয় ঘ. গণভবন উ. খ

পৃষ্ঠা:৪০৩ (অগ্রদূত বাংলাদেশ বিষয়াবলি; ৭ম সংস্করণ)

৫৬. কম্পিউটারের মেমোরি তৈরি হয় কী দিয়ে?

ক. সিলিকন খ. অ্যালুমিনিয়াম

গ. ক্যাডমিয়াম ঘ. ইন্টিগ্রেটেড চিপ উ. ক

পৃষ্ঠা: ৪৯ (অগ্রদূত কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি)

৫৭. বাংলাদেশের সরকার প্রধান কে?

ক. প্রধানমন্ত্রী খ. রাষ্ট্রপতি

গ. স্পীকার ঘ. প্রধান বিচারপতি উ. ক

পৃষ্ঠা: ৪১৫ (অগ্রদূত বাংলাদেশ বিষয়াবলি; ৭ম সংস্করণ)

৫৮. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোন দেশের সহায়তায় তৈরি হচ্ছে?

ক. আমেরিকা খ. রাশিয়া

গ. জাপান ঘ. চীন উ. খ

পৃষ্ঠা: ২৫৭ (অগ্রদূত বাংলাদেশ বিষয়াবলি; ৭ম সংস্করণ)

৫৯. কোনটি নবায়নযোগ্য জ্বালানি নয়?

ক. সৌর শক্তি খ. বায়ু

গ. পানি ঘ. ডিজেল উ. ঘ

পৃষ্ঠা: ৩৪ (অগ্রদূত বিজ্ঞান; ২য় সংস্করণ)

৬০. ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান দিবস কোনটি?

ক. ১০ জানুয়ারি, ১৯৬৮ খ. ২৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯

গ. ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮ ঘ. ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ উ. খ

পৃষ্ঠা: ১১০ (অগ্রদূত বাংলাদেশ বিষয়াবলি; ৭ম সংস্করণ)